উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১২ পৌষ ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 28 December 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 219 COB

শচীনকে সম্মান এমসিসি-র

তেরোর পাতায়

কেন এত বিতর্ক

শতাব্দীপ্রাচীন দার্জিলিং মেলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে উত্তরবঙ্গবাসীর আবেগ। ট্রেনটিকে নিয়ে এত টানাহ্যাঁচড়ায় বারবার বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়েছে। কার এলাকায় ট্রেনটি টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, তা নিয়ে গৃহযুদ্ধেও জড়িয়েছেন বিজেপির জনপ্রতিনিধিরা

দার্জিলিং মেল ফিরতে পারে দার্জিলিংয়েই

নয়া অঙ্ক

শিলিগুড়ির লাভ

- উপকৃত হবেন পর্যটকরা। কারণ জংশন এলাকা থেকেই দার্জিলিং, কালিম্পং এবং সিকিমের শেয়ার গাড়ি মূলত ছাড়ে
- এনজেপির উপর বা রাঙ্গাপানি রুটে চাপ কমবে
- শিলিগুড়ির সংরক্ষিত টিকিটের কোটা বাড়বে। সাধারণত যে স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ে, সেই স্টেশনের কোটা সবচেয়ে বেশি থাকে এবং এই ক্ষেত্রে প্রাধান্য পায় স্টেশনটির গুরুত্ব। হলদিবাড়ির থেকে শিলিগুড়ি জংশনের গুরুত্ব অনেক বেশি

বাকিদের লোকসান

- হলদিবাড়ি থেকে ট্রেনটি সরালে 'বিপদে' পড়বে কোচবিহার ও জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ
- দার্জিলিং মেল চালু হওয়ায় হলদিবাড়ির ব্যবসায় খানিক গতি এসেছিল। তা মার খাবে
- রেলের নতুন ভাবনায় চাপ পড়বে সুপারফাস্টের ওপর। ফলে নতুন ট্রেনের দাবি উঠতে পারে। মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে আন্দোলন

- ঐতিহ্যবাহী দার্জিলিং মেলকে শিলিগুড়ি জংশন থেকে চালানোর প্রস্তাব দিয়েছে রেল
- রেল বোর্ড এই প্রস্তাবে সায় দিয়েছে বলে খবর
- এখনই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছে ডাবল লাইনের অভাব
- জমিজটে আটকে নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ ডাবল লাইনের কাজ
- রাজ্য জমিজট মিটিয়ে দিলে কাজ শুরু হবে বলে আশ্বাস দিচ্ছেন রেলকর্তারা

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : পুরোনো পথেই কি ফিরছে দার্জিলিং মেল?

ঐতিহ্য ফেরাতে বা জেলার নামের সঙ্গে সাযুজ্য রেখে ১৪৬ বছরের পুরোনো ট্রেনটিকে শিলিগুড়ি জংশন থেকে চালানোর প্রক্রিয়া শুরু হতেই এই প্রশ্ন জোরালো হয়ে উঠছে। সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে দার্জিলিং জেলা তো বটেই, জলপাইগুড়ি জেলার একাংশ বাসিন্দা বেজায় খুশি হবেন। তবে 'পড়ে পাওয়া দার্জিলিং মেল' হাতছাড়া হলে হতাশ হতে পারে হলদিবাড়ি সহ সংলগ্ন এলাকা। উসকে উঠতে পারে নতুন বিতর্কও। তবে, আপাতত রেলের এই সিদ্ধান্ত 'ঠান্ডা ঘরে'। মূলত নিউ জলপাইগুড়ি জংশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ বা বাগডোগরা রুটে ডাবল লাইন না থাকার জন্যই দার্জিলিং মেল আপাতত ফিরছে না শিলিগুড়ি জংশনে। যেমন আটকে রয়েছে চিকেন নেকের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একাধিক রেলপ্রকল্প। উচ্ছেদ-জটেই ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবের মুখ দেখছে না বলে রেলকর্তাদের বক্তব্য। এই ক্ষেত্রে যথারীতি অভিযোগের আঙুল উঠছে রাজ্য প্রশাসনের দিকে।

উত্তর ও দক্ষিণ, রাজ্যের দুই প্রান্তের মধ্যে সংযোগ ঘটাতে ১৮৭৮ সালের ১ জানুয়ারি শিলিগুড়ি থেকে পথ চলা শুরু হয়েছিল দার্জিলিং মেলের। ফের ট্রেনটিকে শিলিগুড়িতে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল, চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই। তবে শিলিগুড়ি টাউন স্টেশনের পরিবর্তে শিলিগুড়ি জংশন থেকে ট্রেনটিকে চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এই প্রস্তাবে রেল বোর্ডও সায় দিয়েছে। কিন্তু সিদ্ধান্ত কার্যকর করা যাচ্ছে না শিলিগুড়ি জংশন থেকে ঠাকুরগঞ্জ পর্যন্ত প্রায় ৬৩ কিলোমিটার ডাবল লাইন না থাকার জন্য।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের এক উচ্চপদস্থ এক আধিকারিক বলছেন, 'রেলপ্রকল্পের ক্ষেত্রে বর্তমানে অর্থ আর বাধা হয়ে উঠছে না। কিন্তু প্রকল্প বাস্তবায়নে সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে জমি। বাগডোগরা রুটে রেলের নিজস্ব

জমি থাকলেও ডাবল লাইনের কাজ আটকে রয়েছে জমি জবরদখল হয়ে যাওয়ায়।' সম্প্রতি একই ধরনের অভিযোগ শোনা গিয়েছে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের মুখে। জমিজটের কারণে রাজ্যে একাধিক প্রকল্প আটকে রয়েছে বলে রেলমন্ত্রীর অভিযোগ।

এরপর দশের পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

বাংলাদেশে নৈরাজ্য আমাদেরও সতর্কবার্তা

গৌতম সরকার

হৃদয়েরও বড়দিন। মনকে বড় করতে শেখার দিন। বড়দিনের উৎসব এখন বিশ্বজুড়ে। যেখানে ধর্মবর্ণজাত নির্বিশেষে সবাই শামিল। শিশুরাও। বর্ণময় সাজ। সান্তা দাদুর গিফট, খুনশুটি। হঠাৎ যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হল। বাংলাদেশের পত্রিকায় পড়লাম সরকারি ফতোয়া। গির্জায় প্রার্থনা করতে পারো। কিন্তু আতশবাজি, পটকা পোড়ানো চলবে না। পথে উৎসব উদযাপন, একেবারে না। কিন্তু গির্জাতে প্রার্থনা করা নিরাপদ কতটা, সংশয় ছিলই।

সংশয়টা সত্যি হল। সবাই যখন গির্জায় প্রার্থনা করতে গিয়েছেন, তখন সর্বনাশ হল ১৭টি পরিবারের। বাংলাদেশের বান্দরবনে ওই পরিবারগুলির বাড়ি পুড়িয়ে

দেওয়া হল। অপরাধ? পরিবারগুলি ক্রিস্টান! এতে না হয় সরকারি নির্দেশ ছিল না। কিন্তু বেসরকারি ফতোয়াও যে কম যায় না। রংপুরে হিন্দুদের কীর্তন করতে দেয়নি মৌলবাদীরা। যেখানে বাঙালি হিন্দু, সেখানে এখন কীর্তনের মাস। কেন কীর্তন? বিরক্তি ও শাসানি ছিল তাণ্ডবকারীদের মুখে।

কীর্তনে এই নিষেধাজ্ঞার ২৪ ঘণ্টা আগে মার্কিন নিরাপত্তা উপদেষ্টা জেক সুলিভানকে আশ্বস্ত করেছিল বাংলাদেশ সরকার। সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত বলে জানিয়েছিলেন খোদ প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। যিশুর বাণী মনকে বড় করতে শেখায়। ইসলামে হাদিসের শিক্ষাও তাই। যেখানে লেখা রয়েছে, যেমন মুসলিম প্রতিবেশীকে কষ্ট দেওয়া নিষিদ্ধ... তেমনই অমুসলিম প্রতিবেশীর প্রতি এই আচরণ প্রযোজ্য।

রাসুলুল্লাহকে (সা) উদ্ধৃত করে হাদিসে লেখা রয়েছে, 'যিনি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখেন, তিনি যেন তাঁর প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেন।' ইসলামি বিধানে প্রতিবেশীর এই সংজ্ঞায় মুসলিম, অমুসলিম ভেদাভেদ নেই। তাহলে বাংলাদেশে যাঁরা হিন্দুদের নিগ্রহ করছেন, যাঁরা খ্রিস্টানদের ওপর বিধিনিষেধ চাপাচ্ছেন, তাঁরা কারা? যাঁরা কথায় কথায় হাদিস উল্লেখ করে ফরমান দেন, তাঁরা তো এমন হতে পারেন না।

তাহলে নিশ্চিতভাবে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য আছে তাঁদের, যাঁরা পরধর্ম পালনে বাধা দিচ্ছেন, ভিনধর্মীদের ওপর অত্যাচার করছেন। পরধর্মের প্রতি এই অসহিষ্ণুতা, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্যের মধ্যে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের হালহকিকত একবার দেখে নিই চলুন। সেজন্য কিছু পরিসংখ্যানে চোখ বোলানো যাক।

এরপর দশের পাতায়

জোড়া খুনের তদন্তে ফরেন্সিক টিম

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : কোচবিহারে জোড়া খুনের রহস্যের কিনারা করতে ফরেন্সিক টিম এল। তারা ঘটনাস্থল থেকে বেশকিছু নমুনা সংগ্রহ করেছে। তদন্তকারীদের ধারণা, বিজয়কুমার বৈশ্যের মাথায় আঘাত করার পর যখন তাঁকে কম্বলে মুড়ে শোকেসে রাখা হয় তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন। ভেজানো অবস্থায় একটি বেডশিট ও টি-শার্ট ঘর থেকে মিলেছে। প্রমাণ লোপাটের জন্য সেগুলি ধোওয়া হয়েছিল কি না তা নিয়ে ধন্দ দেখা দিয়েছে। ঘরটিতে কিছু খোঁজার চেষ্টারও প্রমাণ মিলেছে। তাহলে কি পালানোর আগে প্রণব ঘরে কিছু খোঁজাখুঁজি করেছিল বলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে। তদন্তকারীরা অবশ্য এসব নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।

জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির আধিকারিক ডঃ মৌসুমি রক্ষিতের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি দল প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে নমুনা সংগ্রহ করে। মৌসুমি বলেন, 'এখানে জোড়া খুনের ঘটনা ঘটেছে। সেটারই তদন্ত চলছে। বায়োলজিক্যাল কিছু নমুনা পেয়েছি। সেগুলি পরীক্ষা করা হবে।' এদিকে, সোমবার থেকে অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্য পালিয়ে থাকলেও এখন পর্যন্ত পুলিশ তার কোনও হদিস পায়নি। ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়া এখনও থমথমে। মৃত বিজয়কুমার বৈশ্য ও গোপাল রায়ের দেহ এখনও এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গেই রয়েছে। ঘটনার তদন্তের জন্য আগেই জেলা পুলিশের তরফে কলকাতায় ফরেন্সিক টিম চাওয়া হয়েছিল। সেই হিসেবে এদিন জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি থেকে আধিকারিকরা আসেন। তদন্তের সময় জেলা পুলিশের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন।

অভিযুক্ত অধরা

- প্রায় আড়াই ঘণ্টা ধরে নমুনা সংগ্রহ করা হল
- অভিযানে জলপাইগুড়ি রিজিওনাল ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরির বিশেষজ্ঞরা
- বিজয়কুমার বৈশ্যকে আঘাত করে যখন কম্বলে মুড়ে শোকেসে রাখা হয় তিনি তখনও বেঁচে ছিলেন
- ভেজানো অবস্থায় একটি বেডশিট ও টি-শার্ট ঘর থেকে মিলেছে

বিজয়ের দেহ তাঁর ঘরের শোকেসে কম্বল মোড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। এদিন ফরেন্সিক টিম সেই ঘর থেকে বেশকিছু পোশাক, একটি কুড়াল, ভেজানো পোশাক, বাঁশের কিছু টুকরো সহ নানারকম নমুনা সংগ্রহ করে। প্রতিটি ঘরই খতিয়ে দেখা হয়। গোপালের দেহ সেপটিক ট্যাংকের ভিতরে পাওয়া গিয়েছিল। সেই জায়গাটিও আধিকারিকরা খতিয়ে দেখেছেন। বাড়ির বিভিন্ন অংশও ঘুরে দেখা হয়। গত সোমবার সকালে প্রথমে বিজয় ও পরে গোপালের দেহ উদ্ধার হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অভিযুক্ত প্রণবের খোঁজ না পাওয়ায় পুলিশের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। পুলিশের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, প্রণবকে খুঁজে বের করতে সব ধরনের চেষ্টাই চালানো হচ্ছে।

প্রণবের বাবা বিজয় ও পিসতুতো দাদা গোপালের মৃত্যুর মাসদুয়েক আগেই তার মা ও পিসির মৃত্যু হয়েছিল। তিন মাসের মধ্যে একই জায়গায় চারজনের মৃত্যুর ঘটনায় বাসিন্দারা আতঙ্কে রয়েছেন। প্রতিবেশী জয়কুমার দাসের বক্তব্য, 'দেহ সৎকার, শ্রাদ্ধে অনেক খরচ হবে। বাড়ির গোরুগুলি বিক্রি করে যাতে সেই কাজ করা যায় সেজন্য পুলিশে আবেদন জানিয়েছি।'

রাজনীতির উর্ধ্বে

বর্তমানের শ্রদ্ধা প্রাক্তনকে। মনমোহন সিংয়ের মরদেহে ফুল দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

বিদায়বেলায় সব পক্ষকে মেলালেন মনমোহন

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার সকাল থেকেই মুষলধারে বৃষ্টি আর কনকনে ঠান্ডা। রাজধানী যেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিতে কাঁদছে। ৩ নম্বর মতিলাল মার্গের ড্রইং রুমে শায়িত মনমোহন সিংয়ের নশ্বর দেহ। পাশে সারাক্ষণ ছিলেন তাঁর স্ত্রী গুরশরণ কাউর এবং পরিবারের অন্য সদস্যরা।

প্রতিষ্ঠান নয়, মৃত্যুর পর দলের ঊর্ধ্বে উঠে বিরোধী রাজনীতিবিদদের কাছেও সমানভাবে জায়গা করে নিলেন ব্যক্তি মনমোহন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন তিনি কোনওদিনই বিরোধী শিবির এবং ট্রেজারি বেঞ্চের মধ্যে কোনও লক্ষণরেখা টানেননি। তাঁর বিদায়বেলাতেও সেই ধারাবাহিকতাই বজায় থাকল।

সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সবাই একবাক্যে মেনে নিলেন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম প্রধান কান্ডারির অবদান। শ্রদ্ধার সঙ্গে কুর্নিশ জানালেন তাঁকে। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে কংগ্রেসের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সোনিয়া গান্ধি, প্রিয়াংকা গান্ধি, জেপি নাড্ডা শ্রদ্ধা জানাতে কার্পণ্য করলেন না কেউই। শুক্রবার সকালে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন সহ সরকারের অন্যান্য শীর্ষনেতারাও মনমোহনের বাসভবনে গিয়ে তাঁর প্রতি শেষশ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এমনকি বর্তমানে ইন্ডিয়া জোটের বাইরে কংগ্রেসকে রাখতে হবে দাবি তোলা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়ালও নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানালেন দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে।

রাজনৈতিক শিবিরের মতে, এটাই তো প্রত্যাশিত ছিল। রাজধানী দিল্লির মুষলধারার অকালবর্ষণকে উপেক্ষা করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রাজনীতিবিদ এবং বিশিষ্ট মানুষ হাজির হয়েছিলেন ৩ নম্বর মতিলাল নেহরু মার্গের বাসভবনে। এসেছিলেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্টালিন, কানিমোঝি, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট, শশী থারুর সহ অনেকেই।

সেখানেই শুক্রবার সকাল থেকে শায়িত ছিল মনমোহন সিংয়ের পার্থিব দেহ। একইসঙ্গে সরকারের তরফে ক্যাবিনেট বৈঠকের পর সম্পূর্ণ দায়িত্ব নিজেদের কাঁধে তুলে নেওয়া হল এবং ঘোষণা করা হল, শনিবার সকাল ১১টায় সম্পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের।

শনিবার সকাল ৮টা নাগাদ এআইসিসি সদর দপ্তরে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁকে। এরপর ৯টা ৩০ মিনিটে আকবর রোড থেকে তাঁর মরদেহ নিয়ে সকাল ১১টায় রাজঘাটের কাছে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হবে। মনমোহনের এক মেয়ে আমেরিকায়। তিনি আসছেন বলেই শুক্রবার শেষকৃত্য হয়নি।

শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা মনমোহন সিংয়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তাঁকে একজন বিশিষ্ট রাষ্ট্রনায়ক ও বিশিষ্ট নেতা হিসেবে অভিহিত করেছে, যাঁর জাতীয় জীবনে গভীর অবদান।

এরপর দশের পাতায়

'আমার দেশ কেমন আছে?'

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : দেশ, দেশের মানুষ ছিল তাঁর প্রাণ। ২০০৯ সালে দিল্লির এইমসে হৃৎপিণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচারের পর প্রথম চোখ মেলে মনমোহন সিং জানতে চেয়েছিলেন, 'আমার দেশ কেমন আছে? কেমন আছে কাশ্মীর?' একবারও নিজের সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী। একথা জানিয়েছেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর চিকিৎসার দায়িত্বে নিযুক্ত প্রথমসারির হৃৎপিণ্ড-শল্যবিদ ডাঃ রমাকান্ত পান্ডা।

সেদিন ডাঃ রমাকান্ত পান্ডা এতটাই অবাক হয়েছিলেন যে, মনমোহন সিং-কে তিনি প্রশ্ন করেন, 'আপনি আপনার অস্ত্রোপচারের ব্যাপারে কিছু জানতে চাইলেন না।' তাতে মনমোহন বলেন, 'আমি জানি আপনি কাজটা ভালোই করবেন। অস্ত্রোপচার নিয়ে ভাবছি না। আমি আমার দেশ নিয়ে বেশি চিন্তিত।'

সেই সময় মনমোহনের বাইপাস সার্জারি হয়েছিল। এই ধরনের অস্ত্রোপচারে রোগীরা প্রায়ই বুকে ব্যথার অভিযোগ করেন। মনমোহনজি একবারও অভিযোগ করেননি। ডাঃ রমাকান্ত পান্ডার মতে, এটা তাঁর মানসিক দৃঢ়তার লক্ষণ।

'আমার গাড়ি মারুতি ৮০০'

লখনউ, ২৭ ডিসেম্বর : নিরাপত্তায় মোড়া বিএমডব্লিউ নয়, মারুতি ৮০০-এর সঙ্গে ছিল তার সখ্য। অদ্ভুত টান। ভালোবাসায় ভরা অনুভূতি। মনমোহন সিং সব সময় বলতেন 'আমার গাড়ি মারুতি ৮০০।' প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর স্মৃতিচারণায় তাঁর নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা স্পেশাল প্রোটেকশন গ্রুপের (এসপিজি) প্রধান অসীম অরুণ একথা জানিয়ে বলেন, মনমোহন স্বচ্ছন্দ ছিলেন মারুতিতে।

অসীম এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মনমোহন সিংজি বলতেন, অসীম আমি এই গাড়িতে যেতে চাই না। ভালোলাগে না। আমি বলতাম, স্যার বিলাসিতার জন্য নয়। আপনার নিরাপত্তার জন্য এসপিজি এই গাড়ি নিয়েছে।'

প্রাথমিকেও সিমেস্টার চালু

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : এবার থেকে প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থায়ও সিমেস্টার পদ্ধতি চালু হতে চলেছে। পাঠ্যক্রমও বদল করা হচ্ছে। শুক্রবার প্রাথমিক শিক্ষক পর্ষদের সভাপতি গৌতম পাল জানান, এই পদ্ধতির নাম দেওয়া হয়েছে 'ক্রেডিট বেসড সিমেস্টার সিস্টেম'। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই এই প্রস্তাবের অনুমোদন দিয়েছেন। মূলত সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার জন্য পড়ুয়াদের ছোট থেকেই তৈরি করার লক্ষ্যে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে। একটি শিক্ষাবর্ষকে দু-ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। একটি জানুয়ারি থেকে জুন মাস পর্যন্ত। অপরটি জুলাই থেকে ডিসেম্বর অবধি। এক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষানীতির ওপর ভর করেই এনসিইআরটি পরীক্ষার কার্যক্রম তৈরি করেছে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পর্ষদ তৈরি করবে। সমস্ত স্কুলে একইসঙ্গে একই প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নেওয়া হবে। এর ফলে পড়ুয়াদের মেধা যাচাই করতে সুবিধা হবে। ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই পদ্ধতিতে প্রাথমিক পড়ুয়াদের মূল্যায়ন হবে।

প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের জন্য এই পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এক্ষেত্রে ১০০ নম্বরের পরীক্ষাকে দু-ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম সিমেস্টার হবে ৪০ নম্বরের। ২০ নম্বর পড়ুয়াদের উপস্থিতি, আচরণ ইত্যাদির ওপর থাকবে। প্রোজেক্টের জন্য ২০ নম্বর থাকবে। দ্বিতীয় সিমেস্টারের ৬০ নম্বরের পুরোটাই লিখিত পরীক্ষা হবে। এছাড়া পড়ুয়াদের উপস্থিতির ওপর 'ক্রেডিট স্কোর' দেওয়া হবে। একজন পড়ুয়া এই রাজ্যে পড়াশোনার পর যদি ভিনরাজ্যে গিয়ে অন্য শ্রেণিতে ভর্তি হতে চায়, তাহলে সে তার ক্রেডিট পয়েন্ট দেখিয়ে ভর্তি হতে পারবে। রাজ্য সরকারের নতুন এই সিদ্ধান্তকে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য, সিপিএম নেতা বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য, তৃণমূল কংগ্রেস নেতা জয়প্রকাশ মজুমদার স্বাগত জানিয়েছেন।

একনজরে

ফের বিরাট-ঝামেলা

প্রথমদিন স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে ঘরে-বাইরে তোপের মুখে পড়েছিলেন বিরাট কোহলি। দ্বিতীয় দিনে তার জেরে দর্শকদের টিটকিরির শিকার হয়ে ফের মেজাজ হারালেন তিনি। ভারতীয় দল চিন্তিত তাঁর মেজাজ নিয়ে নয়, ফর্ম নিয়ে।

বিস্তারিত পনেরোর পাতায়

উত্তমের সঙ্গে হেড ক্লার্ক, ইঞ্জিনিয়ারকে জেরা

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : বহুদূর ছড়িয়েছে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতির শিকড়। শুক্রবার নতুন করে পুরসভায় তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। অন্যতম অভিযুক্ত উত্তম চক্রবর্তীর সঙ্গে পুরসভার হেড ক্লার্ক জগদীশ সেন, এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও এক কর্মীকেও টানা জেরা করেছে পুলিশ। পুরসভা থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বহু নথি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই পুরসভার কর্মী উত্তমের বিরুদ্ধে কখনও ভুয়ো রসিদ তো কখনও ভুয়ো প্ল্যান দিয়ে টাকা নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এরকম বেশ কিছু অভিযোগ উঠে এসেছে, যাঁদের মধ্যে একজন উত্তমেরই প্রতিবেশী। প্রতারণার ক্ষেত্রে উত্তম প্রতিবেশীকেও ছাড়েননি বলে অভিযোগ। এদিনও উত্তমকে জেরা করেছে পুলিশ। এ নিয়ে টানা তিনদিন জেলা করল পুলিশ। এদিকে, এদিন থানায় ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় পুরসভার হেড ক্লার্ক, এক অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও এক পুরকর্মীকে। দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক বলেন, 'তদন্ত চলছে। পুরসভায় গিয়ে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ সংক্রান্ত সমস্ত নথি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।'

বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে আরও তিনটি অভিযোগ

দিনহাটা পুরসভা থেকে নথি সংগ্রহ করে বেরিয়ে আসছে পুলিশ। শুক্রবার।

প্রশ্ন উঠছে একের পর এক বিল্ডিং প্ল্যান পাশে জালিয়াতির ঘটনা ঘটলেও পুরসভার চেয়ারম্যান কেনই বা তা টের পেলেন না? এই ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী। তিনি বলেন, 'ওই কর্মী আমার সই নকলের পাশাপাশি নকল সিল ব্যবহার করত। এর পিছনে চক্রান্ত থাকতে পারে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আশা করছি শীঘ্রই সত্যটা সামনে আসবে।'

পুরসভার থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকাল থেকে মোট তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভুয়ো প্ল্যান ও রসিদ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে পুরসভার কর্মচারীর বিরুদ্ধে। কোথাও ২৯ হাজার, কোথাও ২০ হাজার তো কোথাও ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার অভিযোগ উঠে আসছে। সকলেই খবর পাওয়া পরেই তাঁদের প্ল্যান বৈধ কি না দেখাতে এলে বুঝতে পারেন তাঁরা প্রত্যেকেই প্রতারণার শিকার। উত্তমের প্রতিবেশী সুজয় সরকার বলেন, 'বাড়ির দ্বিতীয় ছাদ দেওয়ার আগে প্ল্যান পাশ করতে চেয়েছিলাম। সেসময় উত্তমের সঙ্গে কথা হয়। সে নিজে থেকেই বলে বিল্ডিং প্ল্যান পাশ করিয়ে দেবে। এরজন্য মাস দুয়েক আগেই নগদ ২০ হাজার টাকা দিয়েছি। কিন্তু এখন তো দেখছি পুরোটাই জাল।'

উত্তমের বিরুদ্ধে আরও চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠে এসেছে। পুরসভার এগজিকিউটিভ অফিসার অলোককুমার সেন বলেন, 'বিভিন্ন জায়গা থেকে তিনটি অভিযোগ জমা পড়েছে। তাদের মধ্যে একটি আমরা থানাতে পাঠিয়ে দিয়েছি। নকল স্ট্যাম্প ব্যবহার করা হত। বিল্ডিং প্ল্যান যাতে আসল মনে হয়, তা করতেই এই পন্থা।'

চা বাগানের নীরব বিপ্লবের মুখ সাবিত্রী

সুশান্ত ঘোষ

মালবাজার, ২৭ ডিসেম্বর : নেওড়া চা বাগানের বড়ো লাইনের এক নীরব যোদ্ধা। খবরের আড়ালে থেকে তাঁর কাজ। গত এক দশক ধরে মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা প্রচার করে চলেছেন নেওড়ার সাবিত্রী লোহার।

সাবিত্রী জানান, তাঁর স্বামী হাজিরা সিস্টেমে অন্য বাগানের কাজ করেন। রোজ ভোর তিনটের সময় ওঠেন। উঠে সংসারের কাজ, তিন সন্তানের খুঁটিনাটি সামলে বাগানে চলে যান। সেখানে সহকর্মীদের সন্তানের আবদার যেমন শোনেন, অন্যদিকে সহকর্মীদের অভাব-অভিযোগের কথাও শোনেন। হঠাৎ করে সমিতি তৈরির ভাবনা কোথা থেকে? উত্তর এল, 'দশ বছর আগে আমার মনের মধ্যে একটি প্রশ্ন জাগে। আমরা এতগুলো মহিলা ভোর হতেই বাড়ি এবং পরিবার ছেড়ে চলে আসি কাজে। প্রতিটি মহিলার জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা শুনি। কিন্তু সেগুলো কাউকে বলার মতো সাহস নেই তাঁদের। তখনই ঠিক করি, একজোট হতে হবে। ব্যস, শুরু করে ফেললাম 'মহিলা শক্তি সমিতি'। মাসে একবার করে সবাই মিলে আলোচনায় বসি।' একে অপরের সমস্যা শুনে সেগুলোকে মেটানোর চেষ্টা করেন সমিতির সদস্যরা। এভাবেই জীবনের আনন্দ কুড়িয়ে নেন।

আমরা এতগুলো মহিলা ভোর হতেই বাড়ি এবং পরিবার ছেড়ে চলে আসি কাজে। প্রতিটি মহিলার জীবনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যার কথা শুনি। কিন্তু সেগুলো কাউকে বলার মতো সাহস নেই তাঁদের। তখনই ঠিক করি, একজোট হতে হবে। ব্যস, শুরু করে ফেললাম 'মহিলা শক্তি সমিতি'।

-সাবিত্রী লোহার

চা বাগানের অধিকাংশ শ্রমিকই নারী। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের স্বামী দিনমজুরি করেন। কারও আবার স্বামীরা অসুস্থ। রান্না, জ্বালানি কুড়ানো, সন্তানদের আবদার মেটানো বাড়ির ভেঙে গেলে সেটা সারাই করা সমস্ত তাঁদেরই করতে হয়। কিন্তু শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁরা এখনও সমাজের মূলধারা থেকে অনেক পিছিয়ে। কয়েক জায়গায় আবার নিরক্ষরতার হার বেশি। ফলে নিজেদের সমস্যার কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেন অনেকেই। তাঁদেরই অধিনায়কের দায়িত্বে সাবিত্রী।

সমাজসেবী রুবি সাহার সঙ্গে সাবিত্রীর পরিচয় রয়েছে। রুবি বললেন, 'সাবিত্রী খুবই সাহসী এবং পজিটিভ ভাবনার একজন মানুষ।' আরেক সমাজসেবী বিকাশ দেব রায়ের কথায়, 'সাবিত্রীদি আমাদের সমাজের প্রতিটি নারীর জন্য অনুপ্রেরণা। অভাব এবং কষ্টের মধ্যেও কীভাবে একাহাতে পারিবারিক, সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে হয়, সেটা তাঁর থেকে শেখা উচিত।' যদিও সাবিত্রী প্রশংসা গায়ে মাখতে নারাজ। তাঁর কথায়, 'আমার কোনও সামাজিক স্বীকৃতির প্রয়োজন নেই। আমি চাই, সহকর্মীদের সব সমস্যা যেন মিটে যায়।'

আজ টিভিতে

দেবীবরণ রাত ৮.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অগ্নিপথ, ২.২০ সংঘর্ষ, বিকেল ৫.০৫ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৯.৩০ অন্তর্ধান, ১১.৪৫ বৌদি ক্যান্টিন

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ বাঙালী বাবু ইংলিশ মেম, বিকেল ৪.৩০ জোর, সন্ধে ৭.৩০ হিরোগিরি, রাত ১০.১০ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বিধাতার খেলা, দুপুর ১.০০ শুভদৃষ্টি, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.৩০ বাদশা- দ্য ডন, রাত ১০.৩০ দুই পৃথিবী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শাস্তি হল

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ তিন মূর্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ সূর্য

জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪১ হম আপকে হ্যায় কওন, বিকেল ৪.৫৭ কিসি কা ভাই কিসি কি জান, সন্ধে ৭.৫৫ রথনম, রাত ১০.৫৮ তামিলারাসন

সোনি ম্যাক্স : দুপুর ১.৪৫ ইয়ে হ্যায় অড্ডা, বিকেল ৪.০০ অব তক ছপ্পন-টু, সন্ধে ৬.১৫ বিবি নম্বর-টু, রাত ৯.০০ আজহার, ১১.৩০ বাদশা প্যাহেলওয়ান

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪৯ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫০ বাগি, সন্ধে ৭.৩০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.১৬ বস্তর- দ্য নকশাল স্টোরি

কালার্স সিনেপ্লেক্স : বেলা ১১.২৫ রাজা হিন্দুস্তানি, দুপুর ২.৩৭ সিক্রেট এজেন্ট, বিকেল ৫.১৭ ঠগস, রাত ৮.০০ সিন্ধুবাঁধ, ৯.৪৩ উগ্রম

সোনি পিক্স : দুপুর ১২.১৩ ওয়ান্ডার উওম্যান,২.৩৭ ডব্লিউ ডব্লিউ 84, বিকেল ৫.০৮ 300, সন্ধে ৬.৫৪ ম্যাড ম্যাক্স-ফিউরি রোড, রাত ৯.০০ ঘোস্টবাস্টার্স-আফটারলাইফ, ১১.০৯ জন উইক

বাদশা- দ্য ডন সন্ধে ৭.৩০ কালার্স বাংলা সিনেমা

অব তক ছপ্পন-টু বিকেল ৪.০০ সোনি ম্যাক্স

বস্তর- দ্য নকশাল স্টোরি রাত ১০.১৬ অ্যান্ড পিকচার্স

চ্যাটার্জি বাড়ির মেয়েরা সন্ধে ৭.০০ আকাশ আট

জঙ্গল, জনজাতিকে গবেষণার কাজে ব্যবহারের ভাবনা

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : একদিকে রয়েছে বিভিন্ন জনজাতি, তাঁদের প্রত্যেকের আলাদা ভাষা। এর পাশে আবার রয়েছে জঙ্গল, চা বাগান, পর্যটন। জেলার এই বৈচিত্র্যকে এবার বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজে লাগাতে চান আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবী উপাচার্য সুরিৎকুমার চৌধুরী।

পাশাপাশি জেলার আন্তর্জাতিক সীমান্তকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। জেলার জনজাতি, চা, পর্যটনের উন্নয়নের লক্ষ্যে একেবারে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে মিউজিয়াম বা গবেষণাকেন্দ্র গড়ার পরিকল্পনাও রয়েছে। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে ৮ জানুয়ারি উপাচার্য হিসেবে কাজে যোগ দেবেন। শুক্রবার তার আগে প্রস্তুত হচ্ছেন বলে জানিয়েছেন ভাবী উপাচার্য।

সুরিৎকুমারের কথায়, 'অ্যানথ্রোপোলজি নিয়ে আমি অনেকদিন কাজ করছি। এখন আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেওয়ার আগে দেখছি, এখানে এই বিষয়ে কাজ করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে।' তাঁর সংযোজন, 'এখানকার জনজাতি থেকে তাঁদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জঙ্গল, চা, পর্যটন সবকিছুকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।' ভোপালের ইন্দিরা গান্ধি রাষ্ট্রীয় মানব মিউজিয়ামের প্রাক্তন ডিরেক্টর সুরিৎকুমার। সম্প্রতি রাজ্য সরকার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁকে বেছে নিয়েছে। এর জন্য গত ১৭ তারিখ নোটিফিকেশন জারি হয়েছে। জনজাতি, নৃতত্ত্ব নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করার সুবাদে এবার আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও সেগুলোর প্রয়োগ করতে চান।

জেলার পাশেই রয়েছে ভুটান, নেপাল, চিন এবং বাংলাদেশ। বিশ্ববিদ্যালয়ে মিউজিয়াম হলে এইসব দেশ থেকেও শিক্ষার্থীরা আসতে পারেন। ধীরে ধীরে তা আন্তর্জাতিক স্তরেও পৌঁছানো সম্ভব বলে ভাবী উপাচার্য মনে করেন। এর জন্য সর্বভারতীয় সংগঠন 'ইনট্যাক'-র সহযোগিতা নেওয়ার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ২০২০ সালে ১ অক্টোবর ডঃ মহেন্দ্রনাথ রায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অস্থায়ী উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। সে সময় তিনি ১৪টি পিজি কোর্সের পাশাপাশি ৯টি ম্যানেজমেন্ট কোর্স পড়ানোর অনুমোদনও আদায় করেছিলেন। এই ৯টি ম্যানেজমেন্ট কোর্সের মধ্যে ছিল টি, ফরেস্ট, ট্যুরিজম এবং হোটেল ম্যানেজমেন্টে ডিপ্লোমা কোর্স।

নতুন ভিসি জনজাতির বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন বলে জানিয়েছেন। দ্রুত বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যানেজমেন্ট কোর্স চালু হওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

এখানকার জনজাতি থেকে তাঁদের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, জঙ্গল, চা, পর্যটন সবকিছুকেই বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। এসব নিয়ে মিউজিয়াম বা গবেষণাকেন্দ্র তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্বমানের তৈরি করা সম্ভব। দায়িত্ব নিয়ে ওই কাজগুলিকে গুরুত্ব দেব।

-সুরিৎকুমার চৌধুরী
ভাবী উপাচার্য, আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়

তিস্তা ক্যানালে হাতির দল

ওদলাবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : দুই শাবক সহ মোট চারটি হাতির জলকেলি দেখতে ভিড় জমল ক্যানাল রোডে। শুক্রবার বিকেল তিনটা নাগাদ ওই বুনোদের তিস্তার ডানহাতি খাল পারাপার করতেও দেখা যায়। সরস্বতীপুর জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসে ওই চারটি হাতি। বেশ কিছুক্ষণ সময় ধরে তিস্তা ক্যানালের জলে গা ভিজিয়ে নেয়। তারপর ধীরে ধীরে ক্যানাল পেরিয়ে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের অন্তর্গত মান্তাদারির জঙ্গলে ঢুকে যায়। এই দৃশ্য তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করেছে উৎসাহী জনতা।

সাহসিকতার সংবর্ধনা

নিউজ ব্যুরো

২৭ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার রেলওয়ে প্রোটেকশন স্পেশাল সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য সংবর্ধিত করলেন রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের (আরপিএফ) ডিরেক্টর জেনারেল শ্রী মনোজ যাদব। সম্মানিত তিন আরপিএসএফ জওয়ান কুলদীপ, রাজেশ সাইনি ও শিবরাজ। ২৫ ডিসেম্বর, বড়দিনে বিকেল ৩টে নাগাদ নয়াদিল্লির রেল ভবনের কাছে এক ব্যক্তি নিজের গায়ে আগুন ধরিয়ে পার্লামেন্টের দিকে ছুটে যান। রেল ভবনের ৬ নম্বর গেটে কর্তব্যরত এই তিন কনস্টেবল সেই পরিস্থিতি সামাল দেন।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide e-NIT No. **BANARHAT/EO/NIT-006/2024-25.** Last date of online bid submission **03/01/2025 Hrs 06:00 P.M.** Respectively. For further details you may visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

Tender Notice

NIT No. 67 of 2024-25
(2nd Call) Dt- 27/12/2024

Tenders of 1 (One) no. of Scheme is hereby invited on behalf of Gangarampur Municipality. Last Date of submission is 10/01/2025. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman
Gangarampur Municipality

Tender Notice

E-NIET No :- 19 (e)/CHL-II/B /2024-25, Dtd-27/12/2024, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev. Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Block Development Officer
Chanchal-II Development Block, Malatipur, Malda

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডে কাজের জন্য অভিজ্ঞ লোক চাই। থাকা, খাওয়ার সুব্যবস্থা। উচ্চতা 5'-6"। সরাসরি জয়েনিং। M : 7863977242. (C/113989)

Wanted a female teacher for English (M.A, B.Ed) (general category) for the post of maternity leave. Write within 10 days to the secretary of Sujapur Girl's High school (H.s), Vill & P.O- Sujapur, Malda, 732206. (M-112591)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB64/29994তে নাম ভুল থাকায় গত ২৭/১২/২০২৪ তারিখে নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহারে affidavit বলে Mrinmoy Dey এবং Mrinmoy De এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হলাম। দেওয়ানহাট, কোচবিহার। (C/114265)

আমি বিশারু বর্মন পিতা মৃত-নরেন্দ্র বর্মন কাওয়াখালি,সুশ্রুত নগর দার্জিলিং, 734012 শিলিগুড়ি E.M. কোর্টে 24.12.24 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Bisharu Barman এবং Bishwarup Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113367)

I Azij Ahamed by an affidavit sworn before the Judicial Magistrate, 1st Court, Sadar, Cooch Behar on 26.12.24, that I have voluntarily chosen to embrace the Hindu religion of my own free will, without any Coercion, inducement or compulsion from anyone, that, I now profess the Hindu religion and will henceforth be known by the name Babu Barman as per the Hindu faith. Priyoganj Colony, Ward No. 06, P.S. Kotwali,P.O. & Dist. Cooch Behar,Pin-736101. (C/113139)

Tender Notice

E-NIeT No :- 20(e)/CHL-II/PS/2024-25, Dated:- 27/12/2024, Online e-Tender are invited by U/S from the bidders through West Bengal Govt. e procurement Web site www.wbtender.gov.in Details may be seen during office hours at the Office Notice Board of Chanchal-II Dev.Block and District Website, Malda on all working days & in www.wbtender.gov.in

Sd/-
Executive Officer
Chanchal-II Panchayat Samity, Malatipur, Malda

DINHATA-I PANCHAYAT SAMITY, OFFICE OF THE EXECUTIVE OFFICER DINHATA-I : COOCH BEHAR

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor/Bidder for NIT No-Din-I P.S./08/24-25, dated-20.12.2024 of the Executive Officer, Dinhata-I Panchayat Samity for 4 nos scheme. Details are shown in **www.wbtender.gov.in.** The last date for submission of tender upto 06.01.2025 at 5.00 P.M.

Sd/- Executive Officer
Dinhata-I Panchayat Samity, Dinhata : Coochbehar

লামডিং ডিভিশনে কপার জাম্পারের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ টিআরডি/এলএমজি/১৫ অফ ২০২৪-২৫; তারিখ ঃ ২৪-১২-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার নং ঃ ইএল-টিআরডি-এনএফআর-এলএমজি-ওএইচই-এমওডি-২৭; কাজের নাম ঃ লামডিং ডিভিশনে আইসোলেটরে ১০৫ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের পরিবর্তে ১৬০ বর্গ মিমি কপার জাম্পারের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ ৭০,৪৭,০৬৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ১,৪১,০০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ২০-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

বিস্তৃত হাউসকিপিং ঠিকা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-এইচকেপি৫৪৪ তারিখঃ ২৬-১২-২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে ও তরফ থেকে মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাওঁ-৭৮৩৩৮১ এ অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণ থেকে নিম্নলিখিত কাজের সম্পাদনের জন্যে ই-টেন্ডার আহ্বান করছে। টেন্ডার সংখ্যা. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-এইচকেপি৫৪৪। কাজের নামঃ ০২ (দুই) বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সিএণ্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাওঁ এর প্রশাসনিক ভবন এবং সমগ্র ওয়ার্কশপ পরিসরের জন্যে বিস্তৃত হাউসকিপিং ঠিকা। টেন্ডার রাশিঃ ২,৯৮,২২,৫১৮.৯২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৯৯,১০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য ওয়ার্কশপ প্রবন্ধক, ক্যারিয়েজ এণ্ড ওয়াগন ওয়ার্কশপ, নিউ বঙ্গাইগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

কাটিহার মণ্ডলে আপার গিয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৯-আপার-গিয়ার-কেকআইআর-২৪ তারিখঃ ২৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ কাটিহার, নিউ জলপাইগুড়ি, কিশনগঞ্জ এবং বালুরঘাট কোচিং ডিপোর বিভি কোচসমূহে দুই বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে সাধারণ সাজসজ্জা, যাত্রী স্বাচ্ছন্দ্যে গুরুত্ব, কাঠের কাজ, প্লাম্বিং, ট্রিমিং, পেইন্টিং, প্রেসারাইজড ইলেক্ট্রো প্রেসারাইজড ফ্লাশিং সিস্টেমে গুরুত্ব আদি ধরণের আপার গিয়ারের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৩৫,০৭,৮৮০.৯৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৬৭,৫০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

**SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD
HAREN MUKHERJEE ROAD, HAKIMPARA, SILIGURI-734001
NIeT No.-35-DE/SMP/2024-25**

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.
Start date of submission of bid : 28.12.2024 at 11.30 am (server clock) Last date of submission of bid : 10.01.2025 upto 3.30 pm (server clock)
All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely-**http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/- DE, SMP

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৮৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৭২০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৪০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৭০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৮০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER GAZOLE DEVELOPMENT BLOCK, GAZOLE : MALDA
email-gazole.bdo@gmail.com
ABRIDGED E-TENDER NOTICE
NIT NO. BDO/GZL/NIET-13(e) OF 2024-25 & BDO/GZL/NIET-14(e) OF 2024-25, Dated-27.12.2024

BDO, Gazole Development Block, Malda, invites E-tender for various development works under IMDP & MDW 2024-2025 from eligible and resourceful contractors having required credential and financial capability for execution of work of similar nature.
Details of e-tender notice will be available in website **www.wbtenders.gov.in** or **http://etender.wbprd.nic.in.**

Sd/- Block Development Officer
Gazole Development Officer
Gazole, Malda

Walk-in-Interview

Wanted Fresher / Experienced Accountant at Gorumara Fuel Station, Bharat Petroleum pump outlet, opposite of Hotel Debrani International, NH-31, Chak Maulani, Lataguri, Jalpaiguri on 28-12-2024 (10 AM-3 PM). Candidate must know 'Tally'. Contact person-Vishal Jaiswal (9874965693).

**PM SHRI JAWAHAR NAVODAYA VIDYALAYA, NAGRAKATA, JALPAIGURI
WEST BENGAL
[Ministry of Education, Deptt. of School Education Literacy]
Govt. of India :
NOTICE INVITING TENDER**

No. 2-11/Tender/JNVJ/2024-25/F&A/ **Dated : 27-12-2024**

The sealed tenders are invited for supply of Hiring of Vehicle on rent basis and Hair Cutting for the session 2024-25 from the registered firms having GST registration, Professional Tax and updated commercial Tax clearance certificates (except Hair cutting). The tender forms and other details will be available in the office of Principal, PM Shri JNV, Nagrakata, Jalpaiguri on every working day from Start on Date : **28.12.2024 to 03.01.2025** up to 4.00 PM on cash payment. Further the same can also be downloaded from the official website of the Vidyalaya **"navodaya.gov.in/nvs/nvs-school/jalpaiguri/en/home/.** If tender forms downloaded from the website, cost of tender form & security money can be directly deposited in the **SBI saving Bank account No. - 37473753189.** i.r.o **The Principal, JNV, Jalpaiguri, payable at SBI Nagrakata, IFSC Code No. SBIN0018783, Branch Code - 18783.** Those who deposit amount direct in the A/C, deposit slip should be attached along with Tender documents to be submitted by **03.01.2025** up to 04.00 PM through Currier / Speed Post / Registered post/Drop in the Tender Box which is available in the office of the Principal PM Shri JNV, Nagrakata, Jalpaiguri. The tender will be opened on 04.01.2025 at 11.00 AM in presence of the P.A.C. in the office of the Principal, PM Shri JNV, Nagrakata, Dist - Jalpaiguri. The right to cancel or accept the tender (fully or partially) will keep reserve with the Chairman, P.A.C.

S/No.	Items / Particulars	Security Money in Rs.	Cost of Tender forms
01	Hiring of Vehicle on rent basis	10000	200
02	Hair Cutting	1000	200

S/D -
PRINCIPAL
PM Shri JNV, Jalpaiguri, W.B.

JALPAIGURI FOREST CORPORATION DIVISION

Sl. No.	Name of Work	NIT NO.	Estimated Amount	Remarks
1	Carriage of SFC produce from Hilajhora to Khunia Depot (Distance- 0-5 Km.)	07/JFCD/Timber Carriage/2024-25	9,00,000.00 (Excl. of all taxes)	Bid submission start from 31.12.2024 at 11:00 am onwards. Bid submission closing date 14.01.2025 upto 05:00 PM
2	Carriage of SFC produce from Sipchu-I to Kunia Depot (Distance 10-15 Kms.)	08/JFCD/Timber Carriage/2024-25	8,80,000.00 (Excl. of all taxes)	
3	Carriage of SFC produce from Sipchu-I to Kunia Depot (Distance 10-15 Kms.)	09/JFCD/Timber Carriage/2024-25	9,30,000.00 (Excl. of all taxes)	
4	Carriage of SFC produce from "Rehti-I" to Khuntimari Depot (Distance 30-35 Kms.)	11/JFCD/Timber Carriage/2024-25	8,50,000.00 (Excl. of all taxes)	

For all details and online Tender submisison visit: https://wbtenders.gov.in

Sd/- Divisional Manager
Jalpaiguri Forest Corporation Division, Jalpaiguri

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে মতবিরোধ। কোনও বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। বৃষ : সামান্যেই সন্তুষ্ট থাকুন। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন আনন্দে কাটবে। মিথুন : নিজের ভুলে কোনও অপরিচিত লোককে সাহায্য করে অনুশোচনা। ঘাড়ের ব্যথার ভোগান্তি বাড়বে। কর্কট : অন্যায় করলে স্বীকার করুন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। সিংহ : পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে সমস্যার সমাধান। রাজনৈতিক কর্মীদের দায়িত্ব বাড়বে। কন্যা : অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। ভাইয়ের সঙ্গে ভ্রমণে আনন্দ লাভ। তুলা : দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। পথে চলতে খুব সাবধান থাকুন। বৃশ্চিক : যে কাজ বন্ধ রেখেছিলেন, তা আজ শুরু করুন। ফল পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। ধনু : স্পন্ডলাইটিসের সমস্যা বাড়তে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি ও বদলির খবর পেতে পারেন। মকর : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। পরীক্ষার ফল ভালো হওয়ায় স্বস্তি। কুম্ভ : বাড়িতে নতুন অতিথি আসায় আনন্দ। রাজনৈতিক নেতাদের সমস্যা বাড়বে। মীন : কানের ব্যথায় ভোগান্তি। বন্ধুর সঙ্গে ভ্রমণের পরিকল্পনা। পেটের রোগে সমস্যা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১২ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৭ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২ পুহ, সংবৎ ১৩ পৌষ বদি, ২৫ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৬। শনিবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ২।৫৫। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ১০।১৭। শূলযোগ রাত্রি ১১।০। গরকরণ দিবা ২।১৪ গতে বণিজকরণ রাত্রি ২।৫৫ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- বৃশ্চিকরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী শনির দশা, রাত্রি ১০।১৭ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বুধের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী – দক্ষিণে, রাত্রি ২।৫৫ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।৪২ মধ্যে ও ১২।৫৯ গতে ২।১৮ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৪। ৫৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৭ মধ্যে ও ৪।৪২ গতে ৬।২২ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৭।৪২ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম- দিবা ৭।৪২ গতে ৩।৩৭ মধ্যে বিপণ্যারম্ভ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) ত্রয়োদশী একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৫০ গতে ৯।৫০ মধ্যে ও ১২।৬ গতে ২। ৫৮ মধ্যে ও ৩।৩৯ গতে ৪।৫৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৫ গতে ২।৫২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫২ গতে ৩।৪৬ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সিদ্ধান্ত পঞ্চায়েত দপ্তরের

অনলাইনেই সার্টিফিকেট

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : পঞ্চায়েতে এবার থেকে জন্ম, মৃত্যু সহ ৬ ধরনের সার্টিফিকেট অনলাইনেই পাওয়া যাবে। ইতিমধ্যেই পঞ্চায়েত দপ্তর এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে হবে। পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে খবর, ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, ব্যক্তির পরিচয়পত্র, স্থায়ী বসবাসের সার্টিফিকেট, ইনকাম সার্টিফিকেট, জন্ম ও মৃত্যু সার্টিফিকেট অনলাইনেই পাওয়া যাবে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের পোর্টালে ঢুকে সিটিজেন কর্নারে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করলে শংসাপত্রের জন্য আবেদন করা যাবে। সেখানে প্রয়োজনীয় নথি ও তথ্য আপলোড করলেই অনলাইনে সেই সার্টিফিকেট পাওয়া যাবে। একজনের নথি যাতে অন্যজন ডাউনলোড করতে না পারে, তার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে।

পঞ্চায়েত দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, পঞ্চায়েত দপ্তর এই নিয়ে একটি পোর্টাল চালু করেছে। ওই পোর্টালের সঙ্গে প্রতিটি পঞ্চায়েতের যোগাযোগ থাকবে। ই-গভর্নেন্স পদ্ধতিতেই গোটা ব্যবস্থা চালু থাকবে।

তবে আবেদনকারী যে তথ্য সেখানে আপলোড করবেন, তা স্থানীয় পঞ্চায়েত যাচাই করে পোর্টালেই তা নথিভুক্ত করবেন। তার জন্য আবেদনকারীকে পঞ্চায়েত অফিসে যেতে হবে না। জানুয়ারি মাস থেকেই এই ব্যবস্থা চালু করা হবে।

তবে ইতিমধ্যেই যে শংসাপত্রগুলি বিলি করা হয়েছে, সেগুলি অনলাইনে পেতে গেলে আরও কিছু সময় লাগতে পারে। কারণ সেই শংসাপত্রগুলি আপলোড করতে বলা হয়েছে।

পদ্ধতি

- জন্ম, মৃত্যু সহ ৬ ধরনের শংসাপত্র অনলাইনেই পাওয়া যাবে
- এজন্য রাজ্য সরকারের নির্দিষ্ট পোর্টালে গিয়ে আবেদন করতে হবে
- সিটিজেন্স কর্নারে গিয়ে নির্দিষ্ট লিংকে ক্লিক করলে শংসাপত্রের জন্য আবেদন করা যাবে
- একজনের নথি যাতে অন্যজন ডাউনলোড করতে না পারে, তার জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা নেওয়া হয়েছে

কলকাতায় ধৃত বাংলাদেশি

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : জাল পাসপোর্ট বানিয়ে বেআইনিভাবে ভারতে প্রবেশ করায় কলকাতা থেকে গ্রেপ্তার করা হল এক বাংলাদেশি তরুণকে। কলকাতার পার্ক স্ট্রিটের কাছে মার্কুইস স্ট্রিট থেকে মহম্মদ আবিউর রহমান নামে ওই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে কলকাতা পুলিশ। বাংলাদেশের নাড়াইলের বাসিন্দা আবিউর ভুয়ো পাসপোর্ট বানিয়ে গত ১২ বছর ধরে ভারতে যাতায়াত করেছে। ২০২৩ সালে খিদিরপুরেও বেশ কিছুদিন ছিল সে। তার কাছ থেকে ভুয়ো আধার কার্ড, ভোটার কার্ড বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

ডিএনএ নমুনা যথাযথ নয়

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : আরজি করের ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় নির্যাতিতার ডিএনএ নমুনা যথাযথ অবস্থায় ছিল না বলে সেন্ট্রাল ফরেন্সিক ল্যাবের রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, ডিএনএ নমুনা সংগ্রহের সময় কিছু ভুলভ্রান্তি হয়ে থাকতে পারে। ওই নমুনার সঙ্গে আরও কিছু মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মত, যথাযথ পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ করা না হলে তাতে অন্যকিছু মিশে নমুনা দূষিত হতে পারে। তাই রিপোর্টে ওই নমুনাকে 'হাইলি কন্ট্যামিনেটেড' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ফ্ল্যাট বুকিংয়ের মাধ্যমেও বিনিয়োগ

চাকরি দিতে টাকা নিতেন পার্থ

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : এক হাজারেরও বেশি চাকরিপ্রার্থীর থেকে টাকা নিয়েছিলেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে ৮৮ দিনের মাথায় চার্জশিট জমা দিয়ে এমনটাই দাবি করল সিবিআই। নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় পার্থ সহ ৫৪ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জ গঠনের প্রক্রিয়া চলছে।

এরই মধ্যে শুক্রবার ব্যাংকশাল আদালতে ৪০ পাতার চার্জশিট দিয়েছে সিবিআই। তাতে পার্থ, সন্তু গঙ্গোপাধ্যায়, অয়ন শীলের নাম রয়েছে। এদিন ইডির মামলা থেকে অভিযুক্তদের অব্যাহতি চাওয়ার শুনানি শুরু হয়। এই মামলা থেকে অব্যাহতি চান পার্থ।

এদিন পার্থর আইনজীবী জানান, প্রাথমিক শিক্ষাপর্ষদ একটি স্বশাসিত সংস্থা। তাতে পার্থর কোনও ভূমিকা নেই। অর্পিতা মুখোপাধ্যায় বয়ান দিয়েছিলেন তাঁর বাড়ি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা পার্থর। কিন্তু লিখিত বয়ানে অর্পিতার কোনও সই নেই। ভুয়ো সংস্থার মাধ্যমে পার্থর বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ সঠিক নয়। এই মামলায় ৫ জনকে সাক্ষী হিসাবে দেখানো হয়েছে। দুজনের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে। তাঁদের মধ্যে একজনকেও পার্থ চেনেন না বলে সওয়াল করেন পার্থর আইনজীবী। কুন্তলও এই মামলা থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।

তাঁর আইনজীবীর বক্তব্য, কুন্তলকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টে যে টাকা ঢুকেছে তার দায় কুন্তলের নয়। ওই টাকার উৎস ইডি তদন্ত করে দেখুক। চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা তোলার অভিযোগ আনা হয়েছে, অথচ তাঁদের বয়ান রেকর্ড হয়েছে কি? কুন্তলের যে সমস্ত সম্পত্তি ইডি সামনে এনেছে, তাতে কুন্তলের স্বাক্ষর বা আঙুলের ছাপ নেই। ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের মধ্যে যখন দুর্নীতি হয়েছে, তখন কুন্তল কোনও পদেই ছিলেন না।

এদিন এই মামলায় ১১ জন অব্যাহতি চেয়ে আবেদন জানান। মানিক ভট্টাচার্যের আইনজীবীর দাবি, উত্তর দিনাজপুরের ৪৭ জন প্রার্থী মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে মানিকের বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ করেন। তাহলে চার্জশিটে এই বিষয়ের উল্লেখ নেই কেন বলে প্রশ্ন করেন তিনি। তাপস মণ্ডলের অভিযোগের ভিত্তিতে মানিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মানিকের বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত অভিযোগ সত্য নয়। মানিক ভট্টাচার্যের স্ত্রী এবং ছেলেও এদিন অব্যাহতি চান।

ইডির চার্জশিটে পার্থর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে, ফ্ল্যাট বুকিংয়ের মাধ্যমে টাকা বিনিয়োগ করতেন পার্থ। বহু নির্মাণ সংস্থাকে অগ্রিম টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট বুকিং করে সম্পত্তি বাড়াতেন তিনি। কিন্তু কোনও ফ্ল্যাটের জন্যই পুরো টাকা দেননি এবং কেনেননি। কোনও ক্ষেত্রে নিজের নাম ব্যবহার করতেন না।

ইডির দাবি কালো টাকা সাদা করার জন্য একটি ফ্ল্যাট কিনতে কোটি কোটি টাকা খরচ না করে অল্প অল্প টাকা দিয়ে একাধিক ফ্ল্যাট বুকিং করা হত। তাতে সম্পত্তিও বাড়ত এবং টাকা বেআইনি হিসেবে গণ্য হত না।

হিডকো থেকে সরানো হল ববিকে

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : ২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই হিডকো রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের অধীনে ছিল। পদাধিকার বলে হিডকোর চেয়ারম্যান পদে ছিলেন পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। কিন্তু হিডকোকে এবার মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকা প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ দপ্তরের অধীনে আনা হল। বৃহস্পতিবারই মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই প্রস্তাব পাশ হয়েছে। এরপরই ফিরহাদকে চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে নতুন চেয়ারম্যানের নাম শুক্রবার পর্যন্ত ঘোষণা করা হয়নি। যেহেতু এই দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীর হাতে আছে, তাই মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তী চেয়ারম্যান হতে পারেন বলে নবান্ন সূত্রে খবর।

বৃহস্পতিবার মন্ত্রীসভার বৈঠকে হিডকো পুর দপ্তর থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অধীনে থাকা প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ দপ্তরে নিয়ে আসা হয়েছিল। তখনই জল্পনা হয়, ফিরহাদকে হয়তো এই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। শুক্রবার ফিরহাদ নিজেই জানিয়ে দিয়েছেন, 'এই নিয়ে জল্পনার কিছু নেই। মুখ্যমন্ত্রীই এই পদে বসিয়েছিলেন। তিনিই এই পদ নিয়ে নিয়েছেন।' নবান্ন সূত্রের খবর, একের পর এক বেফাঁস মন্তব্যের জন্য এমনিতেই ফিরহাদের ওপর বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী। কোনও বিতর্কিত মন্তব্য না করতে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে বেফাঁস মন্তব্যের কারণেই ফিরহাদকে 'সেন্সর' করা শুরু হয়েছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

অক্ষয় তৃতীয়ায় দিঘার জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হবে বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মন্দির তৈরির দায়িত্বে রয়েছে হিডকো। দিঘার জগন্নাথ মন্দির ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য হিসেবে হিডকোর চেয়ারম্যানকে রাখার কথা। সেক্ষেত্রে ফিরহাদকেই বসাতে হত। কিন্তু

> হিডকোকে প্রশাসনিক ও কর্মীবর্গ দপ্তরে নিয়ে আসা মন্ত্রীসভায় নেওয়া সিদ্ধান্ত। এর বাইরে এই বিষয়ে অন্য কোনও আলোচনা হয়নি। তাই মুখ্যমন্ত্রী কী সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা এখনই বলা সম্ভব নয়।
>
> **শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়**
> *পরিষদীয়মন্ত্রী*

এখন আর এই পদে ফিরহাদকে বসানোর দরকার নেই। যদিও ফিরহাদ বলেন, 'এর মধ্যে অন্য কোনও মানে নেই। আমাকে সাইড করা বা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে মনে করার কিছু নেই। আমি দলের অনুগত সৈনিক। দল আমাকে যখন যা দায়িত্ব দেবে আমি সেই দায়িত্বই পালন করব।'

শিলিগুড়ি নিবাসী সুজাতা কর্মকার একজন সাধারণ গৃহিণী। তাঁর জীবনও আর পাঁচজন গৃহিণীর মতো সহজ-সরলভাবে চলছিলো। কিন্তু ২ বছর আগে সুজাতার জীবন হঠাৎ করেই থেমে যায় যখন তিনি জানতে পারেন তাঁর ডান স্তনে কর্কট রোগ ক্যান্সার ধরা পড়েছে। বছর খানেক আগে ফলপ্রসূ 'লাইপোমার' অস্ত্রোপচারও করিয়েছিলেন, কিন্তু ফের উপসর্গ দেখা দেয় যা একটি ছোট গর্তের আকারে শুরু হয় তাঁকে বেঙ্গালুরু সফরে আসতে বাধ্য করে। এখানে এসে মণিপাল হাসপাতাল ওল্ড এয়ারপোর্ট রোডে, তাঁর রোগ নির্ণয়ে নিশ্চিত হতে একটি বায়োপসি করে। এই বায়োপসির আগে সুজাতার মন এবং মস্তিষ্কে একদিকে ভয়, অসহায়ত্ব এবং অন্যদিকে মণিপালের চিকিৎসকদের প্রতি আশা এবং বিশ্বাসের দ্বন্দ্ব শুরু হয় যা তাঁর পৃথিবী প্রায় ভেঙেই ফেলছিলো।

ভবিষ্যতে কী হবে না জেনেই সুজাতা ক্যান্সারের বিরুদ্ধে তাঁর যুদ্ধ শুরু করেছিলেন। সার্জিক্যাল অনকোলজি এবং রোবোটিক সার্জারির পরামর্শদাতা ডা. হেমন্থ জি এন-এর তত্ত্বাবধানে, তাঁর অস্ত্রোপচার শুরু হয়। এই সার্জারির বেশ কয়েকটি ধাপগুলির মধ্যে একটি প্রধান ধাপ হলো বুকের পাশে (বগলের) কাছ থেকে একটি বিস্তৃত অংশ কেটে ফেলা। অক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন), তারপর পুনর্গঠন (লিম্ফোভেনাস অ্যানাস্টোমোসিস) এবং কেমো প্রদান। ডা. অমিত রাউথান, এইচওডি এবং কনসালটেন্ট— মেডিকেল অনকোলজি, হেমাটোলজি এবং হেমাটো-অনকোলজি তার পরবর্তী চিকিৎসা পদ্ধতি যার মধ্যে ৪টি কেমোথেরাপির চক্র অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই দিকে অগ্রসর হন। কিন্তু এই চিকিৎসা পদ্ধতির মাঝেই সুজাতা নিউরোপ্যাথি এবং নিউমোনিয়ার মতো সমস্যার মুখোমুখি হন।

কেমোথেরাপি শেষ করার পর, সুজাতা ডা. সিন্ধু পল কাভালাক্কাত, কনসালটেন্ট - রেডিয়েশন অনকোলজির অধীনে রেডিয়েশন থেরাপি নেওয়া শুরু করেন। বর্তমানে তাঁর সেরে ওঠার পথে নানান সমস্যার উচ্চ-ঝুঁকি থাকায় তিনি CDK46 ইনহিবিটরগুলির সঙ্গে হরমোনাল থেরাপিতে রয়েছেন।

সুজাতার এই যাত্রা পথটি মোটেও সহজ ছিল না— এটি তাঁর সাহস, ধৈর্য এবং প্রতিটি সম্ভাব্য উপায়ে তাঁর বিশ্বাসের পরীক্ষা নিচ্ছিল। তবে সুজাতার এই কঠিন সময়ে তাঁর পরিবার এবং বন্ধুদের সমর্থন, বিশেষ করে তার মেয়ে যিনি নিজেও একজন চিকিৎসক সবসময় সুজাতার পাশে ছিলেন। পরিবারের ভালোবাসা, যত্ন তাঁর সেরে ওঠার পথে সব থেকে মূল্যবান পাথেয় হয়ে ওঠে। শ্রীমতি সুজাতা তাঁর এই কঠিন পথের প্রতিটি ধাপে তাঁকে গাইড করার জন্য মণিপালের মেডিকেল টিমকেও তাঁদের সহানুভূতি এবং দক্ষতার জন্য কৃতিত্ব দেন। সাইকো-অনকোলজি দল এই চ্যালেঞ্জিং সময়ে তাঁকে সমর্থন করার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ডা. হেমন্থ জি এন, কনসালটান্ট— সার্জিক্যাল অনকোলজি এবং রোবোটিক সার্জারি বলেন, "গত কয়েক দশকে স্তন ক্যান্সারের চিকিৎসা উল্লেখযোগ্যভাবে বিকাশ লাভ করেছে। মাস্টেক্টমি (ক্যান্সারগ্রস্ত স্তনটিকে শরীর থেকে কেটে আলাদা করে দেওয়াই) একসময় প্রাথমিক বিকল্প হিসেবে বিবেচনা করা হত, যা রোগীদের শরীরের বিকৃতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন করে তুলতো। কিন্তু, স্তন-সংরক্ষণ অস্ত্রোপচারের মতো চিকিৎসার অগ্রগতির সঙ্গে রোগীরা তাঁদের আক্রান্ত অঙ্গগুলির পুনর্গঠনের সাথে স্বাভাবিক চেহারা বজায় রাখতে পারে। শ্রীমতি সুজাতার ক্ষেত্রে, আমরা শুধুমাত্র স্তনের ক্ষতিগ্রস্ত অংশটি সরিয়ে সুস্থ স্তনের টিস্যু সংরক্ষণ করতে পেরেছি। এই পদ্ধতিটি কেবল তাঁর প্রাকৃতিক চেহারা বজায় রাখতে সহায়তা করেনি বরং চিকিৎসার সময় এবং পরে তাঁর মানসিক সুস্থতা বজায় রাখতেও সাহায্য করেছে।"

আজ, সুজাতা একটি জীবন্ত উদাহরণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন যে ক্যান্সার জীবনের শেষ নয়, এটি একটি চ্যালেঞ্জ মাত্র, কিন্তু একই সময়ে, এটি তাঁর চিকিৎসা চলাকালীন তিনি তাঁর অন্তরের বিশেষ ক্ষমতা দেখিয়েছেন। সুজাতা উল্লেখ করেছেন, "এই যুদ্ধ আমার সাহস এবং বিশ্বাসের পরীক্ষা নিয়েছিল, কিন্তু আমি কখনই একা ছিলাম না। পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব ছাড়াও, মেডিকেল টিম আমাকে সর্বত্র সমর্থন করেছিল – তাঁরা আমার কথা শুনেছিল, আমার ব্যথা বুঝতে পেরেছিল এবং আমার সাথে প্রতিটি ছোট-বড় আনন্দ উদযাপন করেছিল। যাঁরা ক্যানসারের বিরুদ্ধে লড়ছেন, আমি তাদের সবাইকে একটা কথা বলতে চাই: নিজের ওপর আস্থা রাখুন এবং কখনও আশা হারাবেন না। এই যাত্রা কঠিন হতে পারে, কিন্তু বিজয় সন্নিকটে।"

বাম থেকে ডা. সিন্ধু পল কাভালাক্কাত, ডা. হেমন্থ জি এন, শ্রীমতি সুজাতা কর্মকার (ক্যান্সার জয়ী) এবং ডা. অমিত রুথান

PRICES GOING UP
BUY NOW
Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
IDFC FIRST Bank
AVAIL INSTANT CASHBACK UP TO ₹22,500*
BAJAJ FINSERV
HDB FINANCIAL SERVICES
kotak Kotak Mahindra Bank
LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹30990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹31990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹33990
1.5 Ton - Inverter ₹34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹40990
*All Prices are after Cashback
SAMSUNG
A16 5G (8/128) Offer Price 17999*
S 24 5G (8/256) Offer Price 67999*
Apple 16 (128) Offer Price 72499*
Apple 15 (128) Offer Price 63899*
vivo
Y300 (8/128) Offer Price 19999*
V40 (8/128) Offer Price 31999*
mi
MI 13C (4/128) Offer Price 8999*
Note 14 (8/128) Offer Price 18999*
realme
C63 5G (6/128) Offer Price 10999*
14X 5G (8/128) Offer Price 14999*
oppo
F27 5G (8/128) Offer Price 18999*
Reno12 (8/256) Offer Price 29999*
LG IFB Haier Godrej Panasonic
FREE Kettle
20 L ₹5990
20 L Conv. ₹10490
21 L Conv. ₹10790
23 L Conv. ₹11790
27 L Conv. ₹13490
30 L Conv. ₹14490
Haier BLUE STAR Godrej VOLTAS
145 L ₹15990
215 L ₹17990
290 L ₹20990
310 L ₹21990
345 L ₹24990

Great Eastern™

We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

24 LED TV
₹ 5990

32 SMART TV
₹ 7990

32 GOOGLE TV
₹ 9990

32 QLED GOOGLE TV
₹ 12990

43 SMART TV
₹ 17490

43 GOOGLE TV
₹ 18390

43 4K GOOGLE TV
₹ 22990

43 4K QLED
₹ 25490

55 4K GOOGLE TV
₹ 30490

55 4K QLED
₹ 34990

65 4K GOOGLE TV
₹ 43990

75 4K GOOGLE TV
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

180 L MIXI
₹ 13490

184 L MIXI
₹ 13990

190 L MIXI
₹ 14290

185 L MIXI
₹ 15990

187 L MIXI
₹ 15490

200 L MIXI
₹ 14990

187 L MIXI
₹ 18490

238 L MIXI
₹ 20990

235 L MIXI
₹ 21490

240 L MIXI
₹ 22490

242 L MIXI
₹ 23490

243 L MIXI
₹ 25990

240 L MIXI
₹ 22990

280 L MIXI
₹ 28990

368 L MIXI
₹ 47990

445 L MIXI
₹ 49990

401 L MIXI
₹ 57990

472 L MIXI
₹ 49990

564 L MIXI
₹ 56990

602 L MIXI
₹ 62990

650 L MIXI
₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

6 KG - FL
₹ 23990

6.5 KG - FL
₹ 26990

7 KG - FL
₹ 27990

8 KG - FL
₹ 31990

8 KG - FL
₹ 32990

9 KG - FL
₹ 34990

9 KG - FL
₹ 35990

9 KG - FL
₹ 36990

10 KG - FL
₹ 40990

11 KG - FL
₹ 50990

13 KG - FL
₹ 58990

6 KG - TL
₹ 11990

6.5 KG - TL
₹ 12990

7 KG - TL
₹ 13990

7.5 KG - TL
₹ 14990

8 KG - TL
₹ 17990

8.5 KG - TL
₹ 18990

9 KG -TL
₹ 24990

9.5 KG - TL
₹ 22990

10 KG - TL
₹ 23990

11 KG - TL
₹ 32990

12 KG - TL
₹ 33990

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS hindware

3 L
₹ 2190

5.9 L
₹ 2990

10 L
₹ 4990

15 L
₹ 5490

25 L
₹ 6990

hp DELL Lenovo ASUS

Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office
₹ 31990

Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 33990

Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office
₹ 42990

Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11
₹ 48490

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI — Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall — 84200 55257

BAGDOGRA — Near Station More, Opp. Lower Bagdogra — 85840 38100

RAIGANJ — Near Sandha Tara, Bhawan — 85840 64028

MALDA — Pranta Pally, N H 34 — 85840 64029

BALURGHAT — B.T. Park, Tank More — 90739 31660

JALPAIGURI — Siliguri Main Road, Beguntari — 98301 22859

S.F. ROAD — Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road — 85840 64025

COOCHBEHAR — N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi — 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL • RAJASTHAN • BIHAR • JHARKHAND • ASSAM • MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

শনিবার, ১২ পৌষ ১৪৩১, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৯ সংখ্যা

পাশ-ফেলের মায়াজাল

প্রায় সাড়ে তিন দশক রাজত্বের পর ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্ট সরকারের পতনের পিছনে অন্যান্য কারণের মধ্যে অবশ্যই একটি প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়া। বামফ্রন্ট আমলে ১৯৮২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রাথমিকে ইংরেজি পঠনপাঠন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। ফলে একাধিক প্রজন্মের ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হয়ে গিয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। সে সময় প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন রাজ্যের শিক্ষাবিদরা এবং বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন। এসইউসি'র ডাকা বনধে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল রাজ্য। একদিকে শিক্ষায় অনিলায়ন, অন্যদিকে প্রাথমিকে ইংরেজি তুলে দেওয়া- দুটি ভুলের বড় মাশুল ২০১১-এর বিধানসভা নির্বাচনে গুনতে হয়েছিল বামফ্রন্টকে। পড়ুয়াদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি প্রায় সব আমলে শাসককুলের বদভ্যাস। বাম আমলে যেমন ছিল, তেমন আছে তৃণমূল জমানায়। সমালোচনার ঊর্ধ্বে নয় কেন্দ্রীয় সরকারও।

দিনকয়েক আগে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল প্রথা ফেরাতে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রকের একটি বিজ্ঞপ্তি শোরগোল ফেলে দেয় দেশে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালিত ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের স্কুলগুলিতে পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে কেউ ফেল করলে দু'মাস বাদে তাকে ফের পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হবে। মাঝের এই সময়ে শিক্ষকরা তাকে পড়াশোনায় নানাভাবে সাহায্য করবেন। দ্বিতীয়বারও ফেল করলে তাকে একই ক্লাসে রেখে দেওয়া হবে। তবে সে যাতে কোনওভাবেই স্কুলছুট না হয়, সেদিকে নজর রাখতে হবে শিক্ষকদের। রাজ্যের স্কুলগুলিতে কী হবে, তা অবশ্য বলা নেই বিজ্ঞপ্তিতে। নতুন বিজ্ঞপ্তি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। কিছু শিক্ষাবিদ স্বাগত জানিয়েছেন। আবার অনেকে বলেছেন, এতে স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়ে যাবে। ১৮টি রাজ্য ও ২টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে এই পাশ-ফেল প্রথা চালু হয়ে গিয়েছে আগেই।

২০১৯ সালে তৎকালীন এনডিএ সরকার দেশের সর্বত্র পড়ুয়াদের প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দেয়। একই সিদ্ধান্ত বহাল থাকে ২০২০ সালেও। ২০২৪ সালে আবার আগের নিয়মই ফেরাতে হচ্ছে কেন্দ্রকে। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসুর দাবি, এ রাজ্যে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল আগে থেকেই চালু রয়েছে। ব্রাত্যর এই দাবি ঘিরেও বিভ্রান্তির শেষ নেই। শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, বাংলায় পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাশ-ফেল আদৌ চালু ছিল না। সকলকেই পাশ করিয়ে দেওয়া হত। শূন্য পেয়ে, পরীক্ষা না দিয়েও পাশের নজির ভূরিভূরি। তার ফলে নবম শ্রেণিতে উঠে অনেকে আর দশম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হতে পারে না। সারা ভারত সেভ এডুকেশন কমিটি ও ডিএসও বলেছে, তারা প্রথম শ্রেণি থেকেই পাশ-ফেল ব্যবস্থা চালুর পক্ষে।

তবে স্কুলছুটের সমস্যাকেও খাটো করে দেখলে চলবে না। করোনা পরবর্তী সময়ে স্কুলছুটের সমস্যা বেড়েছে। করোনাকালে শহরাঞ্চলের পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে মোবাইলে ক্লাস করত। কিন্তু গ্রামাঞ্চলে অধিকাংশই গরিব পড়ুয়া। পরিবারে স্মার্টফোনের অভাবে হাজার হাজার স্কুলে পঠনপাঠন পুরোপুরি বন্ধই ছিল। করোনা বিদায়ের পর দেখা যায়, স্কুলে নিপাত্তা বহু পড়ুয়া। তাদের কেউ বাজারে সবজি বেচছে, কেউ গ্যারাজে গাড়ি ধুচ্ছে। আবার যারা এসেছে, অনেকে ইংরেজি-বাংলা হরফই ভুলে গিয়েছে। একইভাবে স্কুল আসা বন্ধ করে বহু ছাত্রীও। নাবালিকা বিয়ে বন্ধের লক্ষ্যেই বাংলায় 'কন্যাশ্রী' প্রকল্প। অথচ সেই সময়ে বহু অভিভাবক নাবালিকা কন্যার বিয়ে দিয়ে দেন। সেইজন্য আদর্শ শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে যেমন স্কুলছুট ঠেকানোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে, প্রয়োজনে পড়ুয়াদের বোঝাতে হবে, তেমনি গুরুত্ব দিতে হবে শিক্ষার মানোন্নয়নেও।

অমৃতধারা

একাগ্রতা সাধনে প্রথম করণীয় কাজ হল চঞ্চল মনকে সর্বদা শিক্ষা দেওয়া যেন সে কোনও একটিমাত্র প্রসঙ্গ সম্বন্ধে সংশ্লিষ্ট মননের একটি মাত্র ধারা স্থির ও অচঞ্চলভাবে অনুসরণ করায় অভ্যস্ত হয়, আর এ তার করা চাইই এমনভাবে, যাতে তার মনোযোগ বিচ্যুত করার সকল প্রলোভন ও প্রতিকূল আহ্বান অগ্রাহ্য করে অবিক্ষিপ্ত থাকে। আমাদের সাধারণ জীবনে এরকম একাগ্রতা প্রায়ই আসে, কিন্তু মনকে নিযুক্ত রাখার জন্য যখন কোনও বাহ্য বস্তু বা ক্রিয়া থাকে না তখন আন্তরভাবে এই একাগ্রতা সাধন আরও দুরূহ হয়ে ওঠে, অথচ এই আন্তর একাগ্রতাই জ্ঞানসাধকের অবশ্য সাধ্য। যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল অবধারণ করা ও প্রত্যয়গুলোকে বুদ্ধিগতভাবে যুক্ত করা।

- শ্রীঅরবিন্দ

দুটি পাকিস্তানি গ্রাম ও দেশভাগের যন্ত্রণা

মনমোহন সিং এবং মহম্মদ রফি। একজন প্রয়াত হলেন, অন্যজনের এবার জন্ম শতবর্ষ। পাকিস্তান তাঁদের মিলিয়ে দিল।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

দু'দিনের মধ্যে দুটো পাকিস্তানি গ্রামের কথা অনেকবার ঘুরেফিরে এল ভারতীয় সংবাদমাধ্যমে। বারবার।

প্রথমটি অমৃতসরের কাছে কোটলা সুলতান সিং গ্রাম। সেখানে জন্মেছিলেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা গায়ক মহম্মদ রফি। এই ২৪ ডিসেম্বর তাঁর একশো বছর হল।

দ্বিতীয়টি আরও একটু ভিতরের দিকে। ইসলামাবাদ থেকে ১০০ কিলোমিটার দূরে, চাকওয়াল জেলার গাহ গ্রাম। সেখানে জন্ম মনমোহন সিংয়ের।

ভারতের দুই যুগপুরুষের গ্রাম।

কোটলা সুলতান সিংয়ে রফিকে চিনত সবাই 'ফিকো' নামে। সেখানে গায়কের একটা ছোট মূর্তি রয়েছে। একটা ছোট হল হয়েছে। গ্রামের কয়েকজনের পরিকল্পনা ছিল, সেখানে রফির শতবর্ষে একটা অনুষ্ঠান করবেন। হয়নি শেষ পর্যন্ত। গুরবীর সিং সামরা নামে এক গ্রামবাসীর পূর্বসূরিরা রফির বাবার কাছ থেকে তাঁদের বাড়িটা কিনেছিলেন। তাঁর কথা পড়লাম কাগজে। বলেছেন, কিশোর রফি যে ঘরে থাকতেন, সেই ঘর তাঁরা সংরক্ষণ করছেন।

রফি যেমন পরিচিত ছিলেন 'ফিকো' নামে, মনমোহনের ডাক নাম ছিল 'মোহনা'। গাহ গ্রামে মনমোহনের নামে সরকারি স্কুল হয়েছে অনেক পরের দিকে। ছয় বছর বয়সে ভর্তি হয়েছিলেন সেখানে। ক্লাস ফোর পর্যন্ত পড়েছেন। এখনও সেখানে মনমোহনের নাম ও পরিচয় রেজিস্ট্রি খাতায় পাওয়া যায়। রেজিস্ট্রি নম্বর ১৮৭। বাবার নামঃ গুরমুখ সিং। জাতঃ কোহলি। পেশাঃ দোকানদার। স্কুলে ঢোকার দিনঃ ১৭ এপ্রিল, ১৯৩৭।

আছে ওটুকুই। আর কিছু নেই। ওই গ্রামে যেখানে হিন্দু ও শিখরা থাকতেন, তার কোনও চিহ্ন নেই আর।

মনমোহনের আদিবাড়ি থেকে বেশি দূরে নয় পাকিস্তানের ঝিলম জেলার পারি দরভেজা গ্রাম। বলা হয়, ওই এলাকা থেকে সবচেয়ে বেশি লোক পাকিস্তানের সেনাবাহিনীতে নাম লেখায়। আমাদের পক্ষে আকর্ষণীয় তথ্য, ওই পারি দরভেজা গ্রামে জন্মেছিলেন ভারতের আর এক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী--ইন্দ্রকুমার গুজরাল। তিনিও বারো বছর আগে প্রয়াত হন ৯২ বছর বয়সে। মনমোহন যে বয়সে হারিয়ে গেলেন।

মনমোহনের মৃত্যু আর একবার আমাদের বুঝিয়ে দিয়ে গেল একটি সারসত্য। দেশভাগের যন্ত্রণাবিদ্ধ গুণী মানুষরা হারিয়ে যাচ্ছেন আস্তে আস্তে। যে প্রজন্ম থাকছে, তাদের আর বিন্দুমাত্র আবেগ থাকবে না দ্যাশ-এর জন্য। আবেগ থাকবে না, বিশেষ স্মৃতি থাকবে না, ভালোবাসাও থাকবে না।

একেবারে ঘরের কাছে বাংলাদেশকে দেখলে আরও স্পষ্ট হবে বিষয়টা। সেখানে ৫৩ বছর আগের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের সাহায্য করার ব্যাপারটা নতুন প্রজন্মের মধ্যে কোনও রেখাপাত করে না। তাঁদের অনেকের ভারত বিরোধিতার মধ্যে খেলা করে তীব্র উল্লাস। ক্রিকেটে ভারতকে হারাতে পারলে যা মনে হয়। ভারত বললে তাঁদের আগে বিরাট কোহলিকে মনে পড়ে। ইন্দিরা গান্ধিকে তাঁরা আবছা চেনেন। মানেকশ-জগজিৎ সিং অরোরা তাঁদের কাছে স্রেফ অচেনা নাম। জাতির জনক মুজিবুর রহমানের মূর্তিই যারা ভাঙতে পারে, তারা কেন ইন্দিরার জন্য বাড়তি ভালোবাসা দেখাবে?

মনমোহন সিংয়ের জন্মভূমিতে শৈশবের সেই স্কুল।

মহম্মদ রফির জন্মভূমিতে তাঁর মূর্তি।

মনমোহন বা গুজরালের মতো চরিত্র পাকিস্তানেও ছিলেন। নেই আর। জেনারেল পারভেজ মুশারফ। তাঁর জন্মভিটে পুরোনো দিল্লির দরিয়াগঞ্জে, গোলচা সিনেমার পিছনের সরু গলিতে। যেখানে হাঁটতে গেলে গায়ের ওপর আজও উঠে পড়ে রিকশার দল। মুশারফ তখন পাক প্রেসিডেন্ট। তিনি নয়াদিল্লিতে এসে গিয়েছিলেন সেই নেহার ওয়ালি হাভেলিতে। তাঁদের বাড়ির পাশেই ছিল বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ দার্শনিক সৈয়দ আমেদ খানের বাড়ি।

মনমোহন বা গুজরালের মতো শূন্য থেকে উঠে আসেননি মুশারফ। তাঁর মা লখনউয়ের মেয়ে, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার ছাত্রী। বাবা ছিলেন সরকারি অফিসের অ্যাকাউন্টিং ডিরেক্টর। কতটা শিক্ষিত বোঝা যায় দরিয়াগঞ্জের সেই বাড়ির দলিল দেখলে। সেই দলিলটা উর্দুতে লেখা থাকলেও মুশারফের বাবার সই ছিল ইংরেজিতে। তাঁরাও অবশ্য সহ্য করেছেন দেশ ভাগের অশেষ যন্ত্রণা। মনমোহন বা গুজরালের মতো। মাতৃহীন মনমোহন যাঁর কাছে বড় হচ্ছিলেন, সেই ঠাকুরদা দাঙ্গায় প্রাণ হারান। বাড়িও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মনমোহন তখন বাবার কাছে, পেশোয়ারে। বছর পনেরো বয়স। মনমোহনের বাবার কাছে চার বাক্যের টেলিগ্রাম আসে। 'মাদার সেফ, ফাদার কিলড'। আজীবন সেই শব্দগুলো মনে ছিল মনমোহনের।

বিখ্যাত ভারতীয়, অথচ জন্মেছেন পাকিস্তানে- এমন তালিকা ছোট হয়ে আসছে ক্রমশ। ভগৎ সিং নেই, দিলীপকুমার নেই, মহম্মদ রফি নেই, মিলখা সিং নেই। রাজ কাপুর-রাজেন্দ্রকুমার চলে গিয়েছেন, সুনীল দত্ত-বিনোদ খান্না চলে গিয়েছেন। রাম জেঠমালানি, খুশবন্ত সিংরা নেই। চেনাশোনাদের মধ্যে আজও রয়ে গিয়েছেন লালকৃষ্ণ আদবানি, গুলজার, প্রেম চোপড়া বা শেখর কাপুর। বলা যেতে পারে, এক হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মের শেষ প্রতিনিধিদল। আপনি নিশ্চিত থাকতে পারেন, ভবিষ্যতের ভারত এমন কোনও প্রধানমন্ত্রী দেখবে না, যাঁর জন্ম পাকিস্তানে।

ওয়াগার এপারে জন্মে ওপারে বেড়ে ওঠা মুখ আছেন অনেকে। গায়ক মেহদি হাসানের জন্ম রাজস্থানের লুনায়, ক্রিকেটার হানিফ মহম্মদের জন্ম গুজরাটের জুনাগড়ে, বিজ্ঞানী আবদুল কাদির খানের ভোপালে। জেনারেল জিয়াউল হকের জন্ম পঞ্জাবের জলন্ধরে, তালিকা বাড়ালে বেড়েই চলে।

দেশ হারিয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা মানে একসঙ্গে বাবা-মাকে হারানোর যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণাবোধ তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেয় অসামান্য কিছু কাজ। যা পৃথিবীতে থেকে যাবে বহুদিন। ওই নামগুলো এক একটা উদাহরণ। আজ যখন বিদেশি সাংবাদিকের কলামে মনমোহনের সেই গ্রামের কথা পড়ি, গ্রামের ছবি মনে মনে আঁকার চেষ্টা করি, তখন একটা কথা ভাবলে অবাক লাগে। ওই অতিসাধারণ জায়গায় বড় হওয়া একটি মুখ কী করে কেমব্রিজ-অক্সফোর্ডে পড়ে উজ্জ্বলতর হয়ে আসেন। অনেকের কাছে হয়ে ওঠেন আলোকশিখা। দেশের সবচেয়ে শিক্ষিত প্রধানমন্ত্রী।

মনমোহন যেমন টাকার অভাবে একেকদিন না খেয়ে থাকতেন ইংল্যান্ডে পড়াশোনার সময়। একেকদিন ছয় পেন্স দিয়ে ক্যাডবেরি খেলেন হয়তো। কলেজ ফি দিতে হবে- বন্ধুর কাছে দু'বছরের জন্য ২৫ পাউন্ড ধার চেয়েছিলেন। পেয়েছিলেন মাত্র ৩ পাউন্ড। আমরা চাওয়ালা প্রধানমন্ত্রী বলতে নরেন্দ্র মোদির রূপকথার উত্থানের কথা জানি। ক'জন খেয়াল রেখেছি, মনমোহনকেও বাবার দোকানে চা বা জল দিয়ে আসতে হত বহুদিন। তখনই তাঁর মনে প্রশ্ন জাগে, এসব করে কী লাভ? তিনি তখন ডাক্তারি পড়া ভালো লাগছে না বলে মাঝপথে ছেড়ে দিয়েছেন।

মনমোহন সেইসব লোকদের কাছে আদর্শ, যাঁদের পিছনে থেকে নিঃশব্দে কাজ করে যাওয়া অভ্যাস। ফেসবুক-টুইটার-ইনস্টার যুগেও উচ্চকিত প্রচারের পথে হাঁটতে যাঁরা নারাজ। বেশি কথা বলেন না অভিযোগ উঠত, তিনি মৌনমোহন। অথচ বাস্তব হল, প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ১০ বছরে ১১৭ বার প্রেসমিট করেছিলেন তিনি। শুনতে শুনতে অনেক মিথ্যে আসলে সত্যি হয়ে দাঁড়ায়।

এক বিশিষ্ট সাংবাদিক একবার মনমোহনকে ইন্টারভিউ করতে গিয়েছেন। ঘটনাচক্রে সেদিন মনমোহনের নাতির জন্মদিন। তিনি চাইছেন, অনুষ্ঠানের আবহে মনমোহনের সপরিবার ছবি। সটান না করে দিয়েছেন সর্দার। পারিবারিক ছবি বাইরে দিতে প্রবল অনীহা তাঁর। তাঁর মৃত্যুর পরই অধিকাংশ দেশবাসী জেনেছেন, তাঁর তিন মেয়ে অধ্যাপনার জগতে এক একজন একটি রত্ন।

তাঁর জন্মভূমির গ্রামবাসীরা চেয়েছিলেন, মনমোহন অন্তত একবার আসুন। তা হলে মডেল গ্রামের স্বীকৃতি পাবে গ্রাম, কিছুটা উন্নতি হবে। তাঁর মৃত্যুর পর শুনলাম, গ্রামে জন্মভিটেয় না যেতে পারার জন্য আক্ষেপ ছিল তাঁর। দেখার ইচ্ছে ছিল স্কুলটাকে, অন্য কিছু তো আর নেই। তবে বুঝলাম না, প্রথম জীবনে বিদেশে থাকার সময় রাওয়ালপিন্ডি গেলেও নিজের গ্রামে ঘুরে আসেননি কেন?

নাকি স্বভাবলাজুক, স্বল্পভাষী মনমোহন আসলে নিজের গ্রামে যেতেই চাননি আর? পুরোনো সোনালি স্মৃতিগুলো ভেঙে তছনছ হয়ে যাবে বলে? অথচ সেই তিনিই আবার শৈশবের বন্ধু, স্কুলের সহপাঠী রাজা মহম্মদ আলিকে ডেকে এনেছিলেন নয়াদিল্লিতে, তাঁর বাড়িতে। সেটা মে, ২০০৮।

বুকের মাঝে কীভাবে দেশভাগের ক্ষত নিয়ে বাঁচতেন পাকিস্তানি গ্রামের স্কুলের ১৮৭ নম্বর ছাত্র, তা বাড়ির লোকেরা ছাড়া কেউ জানতে পারবেন না। রফিও ছিলেন মনমোহনের মতো স্বভাবলাজুক, কম কথার মানুষ।

এতকিছু লেখার পর একটা অতি বেয়াড়া প্রশ্ন মনের মাঝে ঘোরাফেরা করে। কেননা লিখতে লিখতেই অনেকটা অনিবার্যভাবে ভারত-পাকিস্তানের সঙ্গে ভাবনায় চলে এসেছে তৃতীয় এক দেশ। সেখানেও অনেকের ভাই ছিল, কত বন্ধু ছিল! বাংলাদেশকে ঘিরেও তো দেশভাগের অসীম যন্ত্রণা লক্ষ লোকের বুকের ভিতরে কাজ করে। গঙ্গাপারে। পদ্মাপারে। এবং তিস্তাপারেও। আজকের রক্তাক্ত, বিদ্বেষে ভরা বাংলাদেশের দৃশ্যপট দেখে তাঁদের সেই যন্ত্রণা আরও কত তীব্র হয়?

আজ

১৯৩৭

শিল্পপতি রতন টাটার জন্ম আজকের দিনে।

১৯২২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন সাহিত্যিক রমাপদ চৌধুরী।

আলোচিত

যতবার মনমোহন সিংকে জিজ্ঞেস করেছি, সবার মতো আপনি কেন দেওয়ালির উপহার নেন না, একই উত্তর এসেছে। বলেছেন, উপহারের বাক্সে কোনও টাকাপয়সা বা বহুমূল্যের জিনিস দিলে, সেটা না জেনে নিয়ে নেওয়া হবে। তাই দেওয়ালির উপহার নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না।

- শশী থারুর

ভাইরাল/১

বর-কনে আগুনের চারপাশে ঘুরছেন। বিয়ের মঞ্চ ঘিরে থাকা অতিথিরা তাঁদের দিকে ফুল ছুড়ে দিচ্ছেন। কয়েকজন ফুল নিয়ে বর-কনেকে জোরে আঘাত করতে গেলে তা গিয়ে লাগে পুরোহিতের গায়ে। রেগে গিয়ে পুরোহিত হাতের প্লেট ছুড়ে মারেন তাঁদের।

ভাইরাল/২

ক্ষমতাসীন ডিএমকের বিরুদ্ধে অভিনব প্রতিবাদ তামিলনাড়ুর বিজেপি নেতা কে আন্নামালাইয়ের। রাস্তায় নীল লুঙ্গি পরে খালি গায়ে চাবুক দিয়ে নিজেকে আঘাত করছেন। পিছনে অনুগামীদের স্লোগান চলছিল। তার মধ্যে একজন তাঁকে জড়িয়ে ধরলে তিনি বিরত হন।

উত্তরের পাঁচালি

শতাব্দী পেরিয়ে

শান্ত, সুশীতল, ছায়ানিবিড় গ্রাম সুলকাপাড়া। যার প্রাচীনত্বের প্রমাণ মেলে ডুয়ার্সকে জানার অন্যতম হাতিয়ার ১৮৯৫ সালের স্যান্ডার্স রিপোর্টেও। তথ্য বলছে নাগরাকাটা ব্লকের সুলকাপাড়ার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে 'সুলকা মেচ' নামে এক মেচ জনজাতির সর্দারের নাম। আজকের ৪.১৯২ বর্গকিলোমিটার এলাকাজুড়ে বিস্তৃত সুলকাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশিরভাগ এলাকাই ছিল সেই সুলকা মেচদের দখলে। তাঁদের মাধ্যমেই ভুটানিদের সঙ্গে ব্যবসা সহ খাজনার লেনদেন হত। স্যান্ডার্স রিপোর্টে সুলকাহাট ও পার্শ্ববর্তী টন্ডুতে রাত্রিযাপনের বাংলোর কথা উল্লেখ আছে। সুলকাহাটের এলাকা ছিল ৩৬ একর ৫৮ ডেসিমাল। হাট বসত রবি ও বৃহস্পতিবার। যদিও এখন ওই হাট বসে প্রতি বুধবার। এই সুলকাপাড়াতেই কোচবিহারের হলদিবাড়ি থেকে এসে প্রচুর বিষয় সম্পত্তির মালিক হন মিয়াতুল্লা পাটোয়ারি নামে এক ব্যক্তি। তিনি 'মিয়াতুল্লা এস্টেট' তৈরি করেছিলেন। এখানকার হেরিটেজ বনবাংলোতে ব্রিটিশ শীর্ষ প্রশাসকদের যাতায়াত লেগেই থাকত। সুলকাপাড়ার পাশে অবস্থিত টন্ডু চা বাগান ১৮৮৬ সালে গড়ে ওঠে। বহু ইতিহাস সমৃদ্ধ ডুয়ার্সের অন্যতম এই জনপদকে প্রচারের আলোয় নিয়ে আসার দাবিতে বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্যের মতো অনেকেই সরব।

–শুভজিৎ দত্ত

তবুও আড়ালে।। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরাকাটায় সুলকাপাড়া জনপদ।

অভিনব প্রাপ্তি

উজ্জ্বল।। শৌভিক দে সরকার

আলিপুরদুয়ারের শিক্ষক সাহিত্যিক শৌভিক দে সরকারের সাফল্যের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। আমেরিকার আর্ট ওমি রাইটার্স রেসিডেন্সিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের লেখকদের সঙ্গে বসে তিনি কাজের সুযোগ পেলেন। আর এই প্রথম বাংলা ভাষার লেখক হিসেবে সেখানে কাউকে বেছে নেওয়া হল। শৌভিক বহুদিন ধরেই লেখালেখি করছেন। কবিতা, প্রবন্ধ ও গদ্যের পাশাপাশি অনুবাদেও সাবলীল। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'শীত ও বয়ঃসন্ধির হাসপাতাল।' একটি মৃদু লাল রেখা, যাত্রাবাড়ি, দখলসূত্র প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। ২০১৮ সালে প্রকাশিত হয় কবিতার ইংরেজি অনুবাদের সংকলন। সাহিত্য আকাদেমির পুরস্কারের পাশাপাশি শৌভিক পেয়েছেন কবিতা পাক্ষিক, মল্লার পুরস্কার সহ দেশবিদেশের নানা পুরস্কার। একসময় গৃহযুদ্ধের কারণে শ্রীলঙ্কার তামিল লেখকরা দেশত্যাগ করে নানা দেশে ঠাঁই নিয়ে কীভাবে জীবনযাপনের পাশাপাশি সাহিত্যচর্চা চালিয়ে যাচ্ছেন সে বিষয়ে শৌভিক এবারে হাতেকলমে কাজ করবেন। নিউ ইয়র্কের আর্ট ওমি রাইটার্স রেসিডেন্সিতে তিনি ওই কাজের সুযোগ পেয়েছেন। শৌভিকের নবতম প্রাপ্তিতে উচ্ছ্বসিত উত্তরবঙ্গ।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বেহিসেবি নক্ষত্রপতন উত্তরের অনিবার্যতা

চলে গেলেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট শিল্পী শংকর দত্ত। শহরে তাঁর অনেক ভাস্কর্য পড়ে। এমন উদাসীনতা তাঁর প্রাপ্য ছিল?

মৈনাক ভট্টাচার্য

হয়তো অভিমানের স্বেচ্ছা-নির্বাসন ছিল, শেষ বয়সে নিজেকে শহর থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন, তাই কেউ প্রায় জানতেই পারলেন না।

হিসেবহীন এই নক্ষত্রপতন উত্তরবঙ্গের এক অনিবার্যতা। শিল্পমনস্ক মানুষের মননে ভাস্কর জয়ন্ত পাল আজও যেমন শুধুই শিলিগুড়ির দ্বিতীয় মহানন্দা সেতুর দ্বারে রিলিফের কাজ এবং হাতেগোনা হিলকার্ট রোড, চিলড্রেন পার্কে মনীষীদের ভাস্কর্যের স্থপতি মাত্র, ঠিক একইভাবে যতদিন শিলিগুড়ির বাঘা যতীন পার্ক সংলগ্ন রবীন্দ্র মূর্তি থাকবে, ভাস্কর শংকর দত্তের স্মৃতিটুকুও নীরবে থেকে যাবে মাত্র। এই রবীন্দ্রমূর্তি নির্মাণের ইতিহাসই বলে দেয় কাজের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা।

রবীন্দ্রনাথের একশো পঁচিশতম বর্ষে, বেসরকারি উদ্যোগে গঠিত শিলিগুড়ির মূর্তি নির্মাণ কমিটি শিল্পীকে খুব সামন্য অর্থমূল্য দিতে পারবে জানার পরেও, বরাত পেয়েই তিনি কিন্তু মূর্তি তৈরির আগে বারেবারে ছুটে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে, খুঁজে বেড়িয়েছিলেন আরও যেখানে যেখানে রবীন্দ্রনাথের উচ্চ মানের মূর্তি রয়েছে। মূর্তি তৈরির প্রথা মেনে প্রথমে অনুমোদন করিয়েছিলেন মূর্তির স্কেল মডেল বা মাকেট।

তিনি শুধুমাত্র ভাস্করই ছিলেন না, ছিলেন তেলরং এবং জলরঙের একজন দক্ষ চিত্রশিল্পীও। পেশাগত কারণে পূর্ণ সময়ের শিল্পী, ছবির সেইভাবে দাম পাবেন না জানতেন, তবুও কোনও সমঝোতাতেই কখনও বাজার চলতি সস্তার রেডিমেড ক্যানভাস কিংবা দুই বুনুনি বাদে এক বুনুনির ক্যানভাস কাপড় ব্যবহারের আপস করতেন না।

শিলিগুড়ি তথ্যকেন্দ্র আজও আলো করে আছে তাঁর অয়েল পেন্টিংয়ে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং গিরীশ ঘোষের কাজ। শিল্পীর ইনস্টলেশন আর্টের নৈপুণ্যে শিলিগুড়ির দুর্গাপুজোয় একটা সময় অন্য মাত্রা নিত স্বস্তিকা যুবক সংঘের সাজ। সাধারণ মানুষের মধ্যে এই কাজ দেখার বিপুল উন্মাদনা তৈরি করতে পেরেছিলেন তিনি। জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ছিলেন রাজ্য চারুকলা পর্ষদের একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্যও।

উত্তরবঙ্গের দীর্ঘ অভিমান, এখানকার শিল্পীর মৃত্যুর মান্দাসে তাঁর শিল্পসত্তাও ভেসে যায় বলে।

এই অনিবার্যতার কারণে আজ আর সাধারণ মানুষের কেউ সেইভাবে মনে রাখে না শিলিগুড়ির বহুমুখী নাট্যব্যক্তিত্ব অমল চক্রবর্তী কিংবা মলয় ঘোষকে। বিয়াল্লিশ বছরের উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এই প্রজন্ম ভুলে যায়, এই বইমেলার প্রধান এক স্থপতি হরেন ঘোষের নাম। সাহিত্যের কোনও আসরে উচ্চারিত হয় না অশ্রুকুমার শিকদার, চোমং লামাদের সাহিত্যকৃতি। চিত্রশিল্পী সুচিত্ত অধিকারীর অ্যাক্রেলিকের নান্দনিকতা কিংবা প্রকাশকান্তি দে'র টেরাকোটা বা স্ক্র্যাপের মেধা দেখার বিশেষ সুযোগ এই প্রজন্মের শিক্ষানবিশদের নেই বললেই চলে। অথচ এইসব শিল্প-সাহিত্যকর্ম উত্তরবঙ্গের শিল্পদলিলের মাইলস্টোন হয়ে থাকার কথা।

মূল্যায়নের এই অবহেলায় উত্তরের শিল্পী-সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবীদের নক্ষত্রের অবয়বে নিজের আলোতেই জ্বলে থাকাটাই ভবিতব্য, সূর্যের আলো এখানে তাঁর দ্যুতির ঔজ্জ্বল্য আরও প্রকট করতে জানে না, এটাই নির্মম বাস্তবতা। হাজার হাজার মনীষীর পথ ভাস্কর্যে, কিংবা রাস্তার নামকরণে তাই সাহিত্যিক অমিয়ভূষণ মজুমদাররা কোনওদিনই জায়গা করে নিতে পারেন না।

উত্তরবঙ্গের শিল্প-সাহিত্যের ঐতিহাসিক কত দলিল এভাবে অবচেতনে আমরা হারিয়ে ফেলছি, ভাবীকালের কাছে তার জবাবদিহি করার কথা ভাবলে ভয় হয়।

(লেখক শিলিগুড়ির ভাস্কর এবং সাহিত্যিক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২৫

পাশাপাশি : ১। পুরো পাকেনি, আধ পাকা ফল ৩। কয়েকটি পরগণার সমষ্টি ৫। পানের বাটা বা পান রাখার পাত্র ৭। যে কন্দ রান্নায় মশলা হিসেবে ব্যবহৃত হয় ৯। পৃথিবীর যতদূর সূর্যের আলো পৌঁছায় ১১। আচমকা বা অপ্রত্যাশিতভাবে ১৪। যা অনুমোদন করা হয়েছে ১৫। এ রাজ্যের একজন সংগীত শিল্পী।

উপর-নীচ : ১। রাজার বিচারসভা ২। একটি টক ফলের নাম ৩। ইলিশের মতো দেখতে ছোট মাছ ৪। সহায় সম্বলহীন ৬। খুব তীক্ষ্ণ ৮। নিটোল বা সুঠাম, সুগঠিত ১০। যে মেয়ের গায়ে কলঙ্কের দাগ আছে ১১। আয়েশ, আনন্দ বা সুখ ১২। হোঁচট বা ঠোকর খাওয়া ১৩। গোলা ছোড়ার অস্ত্র।

সমাধান ■ ৪০২৪

পাশাপাশি : ১। কাগজ ৩। বিধু ৫। পয়া ৬। হারাম ৮। গামলা ১০। দমকা ১২। ভ্রমর ১৪। খাস ১৫। কম্বু ১৬। মণ্ডন।

উপর-নীচ : ১। কাজে লাগা ২। জপমালা ৪। ধুতরা ৭। মসি ৯। শুভ্র ১০। দমসম ১১। কালজিন ১৩। মড়ক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

রবিকে কোণঠাসা করার 'ছক' হিপ্পির

পুরবোর্ডের বৈঠকে হট্টগোল

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : লক্ষাধিক টাকার ওপরে বেশ কিছু কাজকর্ম টেন্ডার ছাড়া করা হয়েছে বলে অভিযোগ। সেইসঙ্গে রাসমেলার হিসাবপত্র পেশ করার দাবি তোলা হয়েছিল। এসবের জেরে শুক্রবার কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিংয়ে তুলকালাম পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে দলেরই একাংশ কাউন্সিলার অভিযোগ তোলায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে শহরে। বোর্ড মিটিংয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, 'সে কাজের দাবি নিয়ে চিৎকার চ্যাঁচামেচি হতে পারে। কিন্তু উন্নয়নের কাজ করতে গেলে তো ফান্ড লাগবে।'

এদিন কোচবিহার পুরসভায় বোর্ড মিটিং হয়। সেখানে শুধুমাত্র পুরসভার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার ভূষণ সিং বাদে সকলেই উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন পুরসভার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি)-ও। যাঁকে সচরাচর বোর্ড মিটিংয়ে উপস্থিত থাকতে দেখা যায় না।

আড়াই-তিন ঘণ্টা ধরে চলা মিটিংয়ে বাইরে থেকে ব্যাপক চিৎকার চ্যাঁচামেচি শোনা যায়। বিশেষ করে হিপ্পির কথা বেশি শোনা গিয়েছে।

হিপ্পির চিৎকার চ্যাঁচামেচির আওয়াজ ব্যাপক হারে শোনা যায়। কিন্তু কী নিয়ে গণ্ডগোলের সূত্রপাত? প্রায় এক মাস হতে চলল কোচবিহার পুরসভা পরিচালিত ঐতিহ্যবাহী রাসমেলা শেষ হয়েছে। এখনও পুরসভার তরফে কেন হিসাবপত্র পেশ করা হল না, সেই বিষয়ে চেয়ারম্যানের কাছে জানতে চান হিপ্পি। হিপ্পির সঙ্গে গলা মেলান আরও কয়েকজন কাউন্সিলার। হিপ্পি এ বিষয়ে বললেন, 'যা বলার চেয়ারম্যান বলবেন।'

কোচবিহার পুরসভার বোর্ড মিটিং শুরুর আগে চেয়ারম্যান সহ পুর প্রতিনিধিরা। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

জানা গিয়েছে, এরপর চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, মেলা থেকে ১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা উঠেছে। সেখান থেকে আবার খরচও হয়ে গিয়েছে। তবে খরচের হিসেব তিনি এদিন দিতে পারেননি। জানা গিয়েছে, দিনপনেরোর মধ্যে আরেকটি বোর্ড মিটিং করে সেই হিসাব তিনি দেবেন।

পুরসভার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজকর্ম নিয়েও এদিন একাংশ কাউন্সিলার অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের বক্তব্য, দেখা যাচ্ছে পুরসভা বেশ কয়েকটি উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করছে। যেগুলির খরচ লক্ষ টাকারও বেশি। অথচ টেন্ডার ছাড়াই সেই কাজগুলো হচ্ছে। সম্প্রতি পুরসভার ট্রেড লাইসেন্স দেওয়ার ঘরের সামনে একটি শেড বানানো হয়েছে। সেই কাজে নাকি খরচ পড়েছে দুই লক্ষ টাকার মতো। কাউন্সিলারদের অভিযোগ, টেন্ডার বের না করেই এই কাজ হয়েছে।

শোরগোলের কারণ

- রাসমেলার হিসাবপত্র পেশের দাবি
- টেন্ডার ছাড়া পুরসভার একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ
- পুর উন্নয়ন করার মতো টাকা পুরসভার হাতে না থাকা

কাউন্সিলারদের একটা বড় অংশ এরপরই তাঁদের নিজ এলাকায় উন্নয়নের কথা বলেন। পুরসভার চেয়ারম্যানের সাফাই, পুর উন্নয়ন করার মতো টাকা পুরসভার হাতে নেই। সেসময় নাকি হিপ্পি পুর উন্নয়নের জন্য সরকার থেকে টাকা আনার ব্যাপারে প্রস্তাব দেন। এজন্য সব কাউন্সিলারকে সই করে জেলা শাসকের কাছে প্রস্তাব জমা দেওয়ারও কথা বলেন তিনি। বোর্ড মিটিংয়ে তাঁর এই প্রস্তাবে সকলেই সম্মতি জানান।

অন্যদিকে, কোচবিহার শহরে পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে তোর্ষা নদীর কালীঘাটের লঙ্কাবরে ৭ কাঠা জায়গা কেনা এবং সেখানে পাম্পহাউস করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

তবে দীর্ঘদিন বোর্ড মিটিংয়ে অনুপস্থিত থাকার পর এদিন হিপ্পির হাজিরায় প্রশ্ন উঠেছে। সম্প্রতি কাকা রবীন্দ্রনাথ এবং ভাইপো পার্থপ্রতিম রায়ের সম্পর্কে নতুন সমীকরণ দেখা দিয়েছে। তাতে জেলা তৃণমূলে একটা অন্য সমীকরণের গন্ধ মিলছে। কাকা-ভাইপোর এই মিলকে ভালো চোখে দেখছেন না হিপ্পি। তাই পুরসভায় রবিকে 'চাপে' রাখতে হিপ্পির এই কৌশল বলে অনুমান।

নিখোঁজ তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : পাটের গুদাম থেকে উদ্ধার হল নিখোঁজ তরুণের ঝুলন্ত দেহ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিকারপুরে। পারিবারিক অশান্তির জেরেই ওই তরুণ আত্মঘাতী হন বলে মৃতের বাবার দাবি। কিন্তু স্ত্রীর দাবি, মানসিক অবসাদের জেরেই এমন ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম সুজিত কর্মকার (৩৪)। তিনি ওই গ্রামেরই বাসিন্দা ছিলেন। এদিন দেহটি কোচবিহার মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠানো হয়। একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে বলে জানিয়েছে।

পরিবার সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকেই নিখোঁজ ছিলেন সুজিত। আত্মীয়স্বজন থেকে সম্ভাব্য সর্বত্র তাঁর খোঁজ করা হয়। শুক্রবার সকালে বাড়ির কাছে এক বন্ধ পাটের গুদামে তাঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে।

মৃতের বাবা শান্তি কর্মকার জানান, তাঁর দুই ছেলে। বড় ছেলের স্ত্রীকে নিয়ে ছোট ছেলে অন্যত্র চলে যায়। ঘটনার পাঁচ বছর পর বড় ছেলের ফের বিয়ে দেন। সেই স্ত্রীর সঙ্গে ছেলের প্রতিনিয়ত ঝগড়াঝাঁটি হত। সাংসারিক অশান্তির জেরেই সে এমন কাণ্ড ঘটিয়েছে।

যদিও এমনটা মানতে নারাজ মৃতের স্ত্রী অর্পিতা কর্মকার। তাঁর দাবি, স্বামীর প্রথম পক্ষের ছেলেকে বৃহস্পতিবার তাঁর মায়ের কাছে পাঠাতে চেয়েছিলেন শ্বশুর। তখন থেকেই মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন স্বামী। এরপরই তিনি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান। শুক্রবার তাঁর দেহ উদ্ধার হয়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মোবাইলে চোখ।। *রায়গঞ্জে ছবিটি তুলেছেন প্রবাহ চৌধুরী।*

আনন্দনগরে চাঁদায় জুলুমে মারধর

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : চাঁদা দিতে অস্বীকার করায় এক গাড়ির চালককে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের আনন্দনগর এলাকায়। এ ব্যাপারে রেজাবুল হক নামে ওই তরুণ তুফানগঞ্জ থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। এদিকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ। পুলিশ যেতেই জুলুমকারীরা পালিয়ে যায়। রেজাবুল বলেন, 'পিকআপ ভ্যানে করে ইট নিয়ে নাটাবাড়ির দিকে যাচ্ছিলাম। আনন্দনগর পৌঁছাতেই কয়েকজন তরুণ আমার কাছে জোর করে চাঁদা দাবি করে। সামান্য দেরি হওয়ায় গাড়ি থেকে নামিয়ে বেধড়ক মারধর করে। অপর এক লরিচালক এসে আমাকে উদ্ধার করে। থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছি। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।'

সম্মেলন

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ীর হলঘরে পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির দ্বিবার্ষিক ২৪তম রাজ্য সম্মেলন হয়। তুফানগঞ্জ মহকুমার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের ফুড লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স নিয়ে সচেতন করা হয়। মিষ্টির গুণগত মান বজায় রাখা, কেমিক্যাল ব্যবহার না করার মতো বিষয় নিয়েও আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সহ সম্পাদক সঞ্জীব বণিক, তুফানগঞ্জ মহকুমা মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক সুভাষচন্দ্র ভাওয়াল প্রমুখ। সঞ্জীব বলেন, '৭, ৮ ও ৯ জানুয়ারি ৫০তম বর্ষপূর্তি উৎসব অনুষ্ঠিত হবে পূর্ব মেদিনীপুরের বিশ্ব বাংলা কনভেনশন হলে।'

নষ্ট হচ্ছে মূল্যবান চিকিৎসা সামগ্রী

আঙ্গুলদেখা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বন্ধ প্রসূতি বিভাগ

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা প্রসূতি বিভাগ চালুর দাবিতে সোচ্চার হয়েছে হলদিবাড়ি ব্লকের তিনটি গ্রাম পঞ্চয়েত এলাকার মানুষ। বক্সিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন আঙ্গুলদেখা স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর ওই তিন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তত ৬০ হাজার বাসিন্দা চিকিৎসার জন্য নির্ভরশীল। এরকম একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসূতি বিভাগ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে এলাকায়।

আধুনিক সুবিধাযুক্ত ওই বিভাগটি দীর্ঘদিন বন্ধ থাকায় নষ্ট হতে বসেছে শয্যা সহ অন্যান্য মূল্যবান জিনিসপত্র। বর্তমানে এই পরিষেবার জন্য আট কিমি দূরবর্তী মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল কিংবা ছয় কিমি দূরবর্তী হলদিবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভর করতে হয়। এমন বেহাল স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ব্লক স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসকের অভাবে বিভাগটি বন্ধ রয়েছে।

এদিকে প্রসূতি বিভাগটির পরিষেবা বন্ধ হয়ে থাকলেও আজও তার প্রাচীরে '২৪ ঘণ্টা স্বাভাবিক প্রসবের ব্যবস্থা আছে' লেখা বোর্ড জ্বলজ্বল করছে। জানা গিয়েছে, এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দুজন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে কোনও স্থায়ী চিকিৎসক নেই। একজন অস্থায়ী চিকিৎসক দিয়ে সপ্তাহে তিনদিন পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। সপ্তাহের বাকি দিনগুলিতে ফার্মাসিস্ট দিয়ে বহির্বিভাগের রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে।

রোজ বক্সিগঞ্জ, পারমেখলিগঞ্জ ও দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার দেড় থেকে দুশো রোগী এখানে চিকিৎসা করাতে আসেন। এত রোগীকে সামাল দিতে নাকানিচোবানি খেতে হয় স্বাস্থ্যকর্মীদের। স্থানীয় তরুণ জাকির হোসেন, মজিদুল হকরা চাইছেন দ্রুত এই কেন্দ্রে চিকিৎসকের অভাব পূরণ করুক সরকার। আরেক তরুণ অপূর্ব রায়ের বক্তব্য, 'বাম এবং তৃণমূল আমলে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার কোথাও কোথাও পরিকাঠামো উন্নয়ন হলেও পরিষেবার উন্নতি হয়নি।'

হলদিবাড়ির বিএমওএইচ ডাঃ সত্যেন্দ্র কুমারের দাবি, ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বিষয়টি বহুবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক সহ স্বাস্থ্যকর্মী ও চিকিৎসা সামগ্রী পাওয়া গেলে পুনরায় বিভাগটি চালু করা হবে।

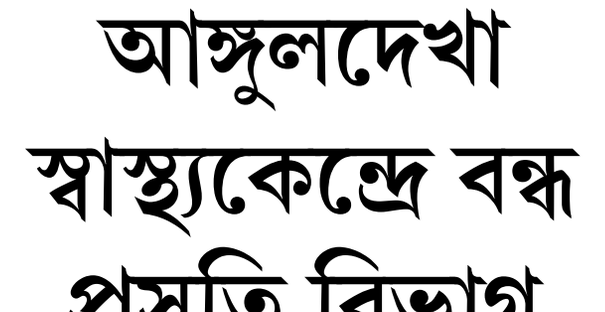

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের প্রসূতি বিভাগে শূন্য শয্যা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

শিকারপুরে দুই বেহাল রাস্তা নিয়ে ক্ষোভ

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৭ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় দুটি পাকা রাস্তা দীর্ঘদিন মেরামত না হওয়ায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। একটি রাস্তা হাজির দোকান চৌপথি থেকে বড়দোলা হয়ে গাদলেরকুঠির দিকে গিয়েছে। অপর রাস্তাটি হাজির দোকান থেকে সাতগ্রাম হয়ে কুর্শামারি পর্যন্ত গিয়েছে। সংস্কারের অভাবে খানাখন্দে ভরে গিয়ে বর্তমানে রাস্তাদুটির হতশ্রী দশা। পিচের চাদর উঠে গিয়ে পাথর বেরিয়ে পড়েছে। যাতায়াতে বেড়েছে ভোগান্তি। বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও। শীঘ্রই রাস্তাদুটি সারাইয়ের দাবি উঠেছে। মাথাভাঙ্গা-১ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রাজিবুল হাসানের অবশ্য আশ্বাস, রাস্তাদুটি সংস্কারে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

হাজির দোকান চৌপথি থেকে গাদলেরকুঠি যাওয়ার রাস্তাটি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। শিকারপুরের একাংশের পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী হাজরাহাট গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিরাট সংখ্যক মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেন। অন্যদিকে, হাজির দোকান থেকে সাতগ্রাম যাওয়ার রাস্তাটিরও গুরুত্ব কম নয়। শিকারপুর, পচাগড় ও কুর্শামারি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ ওই রাস্তা দিয়ে চলাচল করেন। হাল আমলে ওই রাস্তায় যানবাহনের সংখ্যাও বেড়েছে। তাই বৃহত্তর স্বার্থে দ্রুত রাস্তাদুটি সংস্কার করা প্রশাসনের উচিত বলে মনে করছেন এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা তথা তৃণমূল যুবর মাথাভাঙ্গা-১ (এ) সাংগঠনিক ব্লক সভাপতি শাহিন আলম বলেন, 'রাস্তা দুটি জেলা পরিষদের অধীন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে ইতিপূর্বে লিখিতভাবে সংস্কারের আর্জি জানানো হয়েছে।'

বছর দশেক আগে কোচবিহার জেলা পরিষদের উদ্যোগে রাস্তাদুটি পাকা করা হয়েছিল। মাঝে একবার সারাই করা হলেও রাস্তার হাল ফেরেনি। স্থানীয় জগদীশ বর্মনের বক্তব্য, 'দীর্ঘদিন ধরে সাধারণ মানুষ ভাঙাচোরা রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করলেও সংস্কারের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোল নেই।' টোটোচালক পুলিন বর্মন বলেন, 'বেহাল রাস্তায় যে কোনও মুহূর্তে বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। রাস্তা সারাইয়ে প্রশাসনের দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া উচিত।'

দেহ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার সকালে তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ধলপল-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসবস এলাকা থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃতের নাম অমিতকুমার দাস (২৬)। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে একটি গাছ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। বেশ কয়েকবছর ধরে নানা রোগে ভুগছিলেন অমিত। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কোচবিহার মেডিকেলে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

পুষ্টি দিবস

মেখলিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জ ব্লকের কুচলিবাড়ি ও বাগডোকরা ফুলকাডাবরিতে পুষ্টি দিবস পালন হল। এই উপলক্ষ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে গর্ভবতী ও প্রসূতি মায়েদের পুষ্টিকর খাবারের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করা হয়। এনিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পারুল রায় বলেন, 'গর্ভবতী মা, শিশু এবং কিশোরীদের বিভিন্ন ধরনের পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।'

জখম তরুণ

হাসিমারা, ২৭ ডিসেম্বর : ট্রেনের ধাক্কায় গুরুতর জখম হলেন এক তরুণ। শুক্রবার সকালে আপ বামনহাট ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে হাসিমারার কাছে মধু চা বাগান সংলগ্ন রেললাইনে ঘটনাটি ঘটে। তাঁকে হাসিমারা আরপিএফ প্রথমে লতাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল ও পরে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওই তরুণের নাম ওমপ্রকাশ মঙ্গর। বাড়ি কালচিনির দক্ষিণ লতাবাড়ির স্লুইস গেট এলাকায়। আরপিএফের প্রাথমিক অনুমান, ওই তরুণ কিছুটা মানসিক অবসাদগ্রস্ত। সম্ভবত রেললাইন পার করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

শীতলকুচিতে তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে

বিশ্বজিৎ সরকার

শীতলকুচি, ২৭ ডিসেম্বর : তৃণমূলের জেলা রাজনীতিতে রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায় একজোট হতেই গোষ্ঠীকোন্দল মাথাচাড়া দিয়েছে জেলাজুড়ে। শুক্রবার শীতলকুচি ব্লকে তার আঁচ পাওয়া গিয়েছে। এদিন বিকালে তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক কার্যালয়ে দলের শ্রমিক সংগঠনের জেলা সম্মেলনের প্রস্তুতি সভা ছিল। প্রস্তুতি সভায় দেখা মেলেনি তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ সহ দলের একাধিক ব্লক নেতাদের। তবে দীর্ঘ তিন বছর পরে এদিনের প্রস্তুতি সভায় প্রথম সারিতে দেখা যায় পার্থ-ঘনিষ্ঠ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পূর্ণগোবিন্দ সিংহকে। পূর্ণ ছাড়াও এদিনের সভায় বিক্ষুব্ধরা উপস্থিত ছিলেন।

যদিও বিষয়টা আলাদাভাবেই দেখছে রাজনৈতিক মহল। পূর্ণগোবিন্দর সভায় আসা এবং জেলা রাজনীতিতে তপনকুমার গুহ দলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের ঘনিষ্ঠ হওয়া এই দুই ঘটনাই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বে ইন্ধন জুগিয়েছে। তাই এই সব সভা বয়কট করেছেন দলের মূল সংগঠনের নেতারা, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এদিন সভায় অনুপস্থিতি নিয়ে তপন বলেন, 'এখানে গোষ্ঠীকোন্দলের কিছু নেই। শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি আলোচনা করেই পার্টি অফিসে প্রস্তুতি সভা করেছেন। ব্যক্তিগত কারণে সময় দিতে পারিনি এদিন।'

এদিকে সভাপতি পরিমল বর্মন বলেন, '২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটকে পাখির চোখ করে দলের পুরোনো কর্মী ফেরাতে এবং নতুনদের দলে যুক্ত করতে হবে। ব্লক সভাপতি ব্যক্তিগত কারণে এই প্রস্তুতি সভায় হাজির হতে পারেনি। তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা হয়েছে। ব্লক নেতারা সকলকে নিয়ে রাজনীতি করবে। যদি কেউ গোষ্ঠীকোন্দল করতে চায় ভুল করবে। তৃণমূল কংগ্রেস এখন সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক দল।'

শীতলকুচি ব্লক তৃণমূল কার্যালয়ে জেলা নেতারা। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

২০২১ সালে বিধানসভা ভোট পরবর্তী হিংসাত্মক ঘটনায় সিবিআই পূর্ণকে গ্রেপ্তার করে। এরপর থেকেই তাঁকে রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে দেখা যায়নি। এরপরে তিনি ২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দেবেন এমনটা ছড়িয়েছিল। তবে সমস্ত জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূলের কর্মসূচিতেই দেখা মিলল পূর্ণর। বিগত দিনে তৃণমূল কংগ্রেসের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি ঘনিষ্ঠ নেতা আবেদ আলি মিয়াঁকে সরিয়ে শীতলকুচি ব্লক সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন তপনকুমার গুহ। শীতলকুচিতে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হয় তৎকালীন তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহারের জেলা সভাপতি পার্থকে। বিধানসভা ভোটে এই আসনে পরাজিত হন জেলা সভাপতি। পরে সংগঠনের জেলা সভাপতি বদল হলে ব্লক সভাপতি হিসাবে শীতলকুচিতে গুরুত্ব বাড়ে তপনের। তাঁর নেতৃত্বে পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটে শীতলকুচিতে ঘুরে দাঁড়ায় তৃণমূল।

হারিয়েছে বানিদহের সেই রুপালি কুর্শা

সঞ্জয় সরকার

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : কোচবিহারের দিনহাটা মহকুমার মধ্য দিয়ে বইছে বানিদহ নদী। কোথাও স্থানভেদে বানিয়াদহ নামে পরিচিত। সেই এখন মৃতপ্রায় হলেও যৌবনে বানিদহ ঘিরেই গল্পের জাল বুনেছিলেন উত্তরের কথা সাহিত্যিক হিতেন নাগ। তাঁর কলমে 'দাও ফিরে'তে জীবন্ত হয়ে উঠেছিলেন মৎস্যজীবী উমাচরণ। তাঁর চোখ দিয়ে রুপালি কুর্শা মাছে ভরা বানিদহকে অনুভব করেছেন পাঠকরা। বানিদহের ভয়ংকরী রূপে উমাচরণের সঙ্গে মোহিত হয়েছিলেন অগণিত পাঠকও।

কালের নিয়মে হারিয়ে গিয়েছেন উমাচরণের স্রষ্টা। ক্রমে উমারাও ঠাঁই পেয়েছেন বিস্মৃতির আড়ালে। এরই মাঝে দু'কূল ছাপানো বানিদহ এখন শীর্ণকায়া। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গিয়েছে এই নদীর গর্ব রুপালি কুর্শা মাছ। শুধু কুর্শাই নয়, কালবাউশ, খট্টি, বোয়ালের মতো স্থানীয় মাছও নদীতে অমিল বললেই চলে। স্বভাবতই, বানিদহের সুস্বাদু মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত বর্তমান প্রজন্ম। কয়েক যুগ ধরে নদীতে মাছ ধরার প্রাচীন পেশা হারিয়ে বিপাকে মৎস্যজীবীরা।

'দিনে মাত্র কয়েকঘণ্টা মাছ ধরলে হেসে-খেলে সংসার চলে যেত। মাছের বাহারও ছিল দেখার মতো। এখন আর মাছ কোথায়। নতুন কাউকে মাছ ধরার কথা বলার সাহসও পাই না।' শুক্রবার পড়ন্ত বিকেলে কিশামতদশগ্রামে বানিদহ নদী লাগোয়া বাড়ির বাইরে বসে এমনটাই জানালেন প্রবীণ মৎস্যজীবী দীনেশ বিশ্বাস। তাঁর সংযোজন, 'দুই ছেলে ও স্ত্রীকে নিয়ে সংসার। ছেলেরা এই পেশায় আসেনি। ওরা পরিযায়ী শ্রমিক। নির্মাণকাজে যুক্ত। ওদের আয়েই সংসার চলে।' শুকারুরকুঠির মৎস্যজীবী বাবলু বিশ্বাসের কথায়, 'অতীতে ঠাকুরদার মুখে শুনেছি, বানিদহের নানা মাছের বাহারের কথা। এখন শীতের শুরুতেই নালার রূপ নেয় নদী। পেশা না বদলালে আর পেট চলবে না।'

দিনহাটা মহকুমার বুড়িরহাট-২, দিনহাটা ভিলেজ-২, কিশামতদশগ্রাম, বড়শাকদল, গোবরাছড়া-নয়ারহাট, শুকারুরকুঠি সহ বিস্তীর্ণ এলাকা দিয়ে বয়ে গিয়েছে বানিদহ। এখন নাব্যতা কমায় গতি হারিয়েছে। কয়েক দশক আগেও নদী গভীর থাকায় যথেষ্ট স্রোত ছিল। নানা নদিয়ালি মাছ যেমন কুর্শা, কালবাউশ, খাটা, খট্টি মাছ প্রচুর মিলত। স্থানীয় প্রবীণদের দাবি, বানিদহের নদিয়ালি মাছ স্বাদে অতুলনীয় ছিল। কুর্শা ছিল ভোজনরসিকের প্রথম পছন্দের। মাছের প্রাচুর্য ও খ্যাতি এতটাই বেশি ছিল যে নদিয়ালি এসব মাছের নামে পরিচিতি পেয়েছে মহকুমার বহু এলাকা। অথচ এখন বানিদহে আর কুর্শা নজরে পড়ে না। খাটা, খট্টি, কালবাউশ, বোয়াল, বাইম, ফলির মতো নদিয়ালি মাছের কালেভদ্রে দেখা মেলে।

নদিয়ালি মাছের সংকটের কথা মেনে নিয়েছেন শিক্ষক তথা দিনহাটা-২ পঞ্চায়েত সমিতির মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ বিষয়ক কর্মাধ্যক্ষ সুধীরচন্দ্র বর্মন। তাঁর কথায়, 'লোকমুখে প্রচলিত, কুর্শাহাট, খট্টিমারি, বাউশমারি, খাটামারি নামগুলি এসেছে এসব স্থানীয় মাছের প্রাচুর্য থেকেই। অথচ এখন আর এসব মাছের দেখা মেলে না। নদিয়ালি মাছের স্বাদ থেকে বঞ্চিত হন মানুষ।' তাঁর সংযোজন, 'বানিদহ নদী সহ ব্লকের নানা প্রান্তে পুকুর তৈরি করে বা জলাশয়গুলি সংস্কারে বহুবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। কিন্তু কোনও কাজের কাজ হয়নি।'

দিনহাটা-২ ব্লকের কিশামত দশগ্রামে শীর্ণ বানিদহ। -সংবাদচিত্র

জ্বালানির জোগান।। পাঠকাঠি দিয়ে তৈরি হচ্ছে গোবরশলাকা। কোচবিহারের শিমূলগুড়িতে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

চিকিৎসকের অভাব, বন্ধ অন্তর্বিভাগ

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৭ ডিসেম্বর : গত কুড়ি বছর ধরে বন্ধ কোচবিহার-১ ব্লকের চিলকিরহাট নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অন্তর্বিভাগের পরিষেবা। চিকিৎসার জন্য এসে সাধারণ মানুষকে শুধু বহির্বিভাগে ডাক্তার দেখিয়ে ফিরে যেতে হয়। দীর্ঘদিন ধরে পরে থাকায় ওই ভবন যেন ভূতুড়ে বাড়িতে পরিণত হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা। বিষয়টি প্রশাসনকে জানিয়েও কাজ হয়নি বলে অভিযোগ তাঁদের। চিলকিরহাট বাজার সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শিবেন রায়ের কথায়, 'এই প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র আজ মুখ থুবড়ে পড়েছে। প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিরা বহুবার অন্তর্বিভাগ চালুর আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কাজের কাজ কিছুই হয়নি।'

এই নিয়ে কোচবিহার জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুকান্ত বিশ্বাসের সঙ্গে কথা বললে, তিনি চিকিৎসকের অভাবের কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, 'প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের চিকিৎসক কম রয়েছে। পর্যাপ্ত চিকিৎসক পেলেই বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বন্ধ থাকা অন্তর্বিভাগ চালু করা সম্ভব হবে।'

কোচবিহারের রাজ আমলে চিলকিরহাট সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার কয়েকজন মানুষ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনে উদ্যোগী হন। এরপর স্থানীয় বাতাসু বর্মন, চন্দ্রকান্ত বর্মন, হরিবোলা বর্মন সহ আরও কয়েকজন মোট আটবিঘা জমি দান করলে সেখানে ১৯৪১ সালে একটি দাতব্য চিকিৎসালয় চালু হয়। পরবর্তীতে সেটি ছয় শয্যার প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে উন্নীত হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে একাধিক ভবন, চিকিৎসক, নার্সদের আবাসন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়।

ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ওপর চিলকিরহাট সহ পার্শ্ববর্তী পাটছড়া, পুঁটিমারি ফুলেশ্বরী, চান্দামারি, শুকটাবাড়ি এলাকার প্রায় ৪০ হাজার মানুষ নির্ভরশীল। প্রতিদিন সেখানে গড়ে প্রায় পাঁচশোজন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আসেন। আর ওই সব রোগীর জন্য বহির্বিভাগে চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র তিনজন। তারওপর নেই অন্তর্বিভাগ। ফলে প্রতিনিয়ত তাঁদের ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। হলদিমোহন এলাকার বাসিন্দা সমর বর্মন বলেন, 'এখানে অন্তর্বিভাগ না থাকায় কেউ অসুস্থ হলে গোসানিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হয়। জরুরি পরিস্থিতিতে খুব সমস্যা হয়।' এই পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করে অন্তর্বিভাগ চালুর দাবি জনিয়েছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এ ব্যাপারে চিলিকিরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য তথা তৃণমূল নেতা সুবল রায় বলেন, 'এখানে অন্তর্বিভাগ চালু হওয়া ভীষণ প্রয়োজন। এ বিষয়ে আমরাও জেলা প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরে দরবার করেছি।'

চিলকিরহাট নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র নিয়ে ক্ষোভ। - সংবাদচিত্র

ব্যাহত পরিষেবা

- চিলকিরহাট নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শুধু বহির্বিভাগ চালু রয়েছে
- প্রতিদিন সেখানে গড়ে প্রায় পাঁচশোজন প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আসেন
- ওইসব রোগীর জন্য বহির্বিভাগে চিকিৎসক রয়েছেন মাত্র তিনজন
- অন্তর্বিভাগ না থাকায় কেউ অসুস্থ হলে গোসানিমারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা কোচবিহার মেডিকেল কলেজে নিয়ে যেতে হয়

কাচের আড়ালে গাঁজা পাচার

রাকেশ শা

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৭ ডিসেম্বর : পাচারের আগে বাজেয়াপ্ত হল প্রায় তিরিশ লক্ষ টাকার গাঁজা। বৃহস্পতিবার রাতে ভিনরাজ্যের ট্রাকে করে পাচারের সময় এসটিএফ এবং পুলিশ পাচারের পরিকল্পনা ভেস্তে দেয়। বেঙ্গল এসটিএফের পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু জানালেন, এই কাজে জড়িত থাকার অভিযোগে চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার রাতে রাজস্থানের নম্বর প্লেটের একটি ১২ চাকার ট্রাক তিনসুকিয়া থেকে কাচের গুঁড়ো, ভাঙা কাচ নিয়ে যাচ্ছিল উত্তরপ্রদেশের ফরিদাবাদে। সেই কাচের আড়ালে গাঁজা পাচার করা হচ্ছে বলে গোপন সূত্রে খবর পায় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ)। ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে রাতেই পুণ্ডিবাড়ি-ফালাকাটা জাতীয় সড়কে হাইরোড চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় ওঁত পেতে বসেছিলেন সকলে। ট্রাকটি এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় আটক করা হয়।

গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করা হয় পাঁচটি প্লাস্টিকের বস্তা। যার মধ্যে পঁচিশটি প্যাকেটে প্রায় ১৩০ কেজি গাঁজা ছিল। পাচারের অভিযোগে চালক সহ চারজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম সঞ্জু কুমার, কমল সিং চৌহান, জিতেন্দ্র সিং এবং রাহুল কাশ্যপ। এরা সকলেই উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা।

বেঙ্গল এসটিএফের এসপি ইন্দ্রজিৎ বসু জানিয়েছেন, বাজেয়াপ্ত হওয়া গাঁজার আনুমানিক বাজারমূল্য ৩০ লক্ষ টাকা। এই গাঁজা উত্তরপ্রদেশে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ট্রাক সমেত বাজেয়াপ্ত গাঁজা ঘোকসাডাঙ্গা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। !এর আগে জাতীয় সড়ক দিয়ে অ্যাম্বুল্যান্সে, শববাহী গাড়িতে, পণ্যবাহী গাড়িতে, কাঁচামালের ভেতরে, কখনও আবার টোটোর সিটের তলায়। প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি গাঁজা পাচারকারীরা এলাকার রাজ্য সড়ক, জাতীয় সড়ককে গাঁজা পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে? তবে গাঁজা পাচার রুখতে লাগাতার অভিযান চালাচ্ছে কোচবিহার জেলা পুলিশ।

পথকুকুরদের খানা ও আস্তানা

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : শীতের মরশুমে পথকুকুরদের ঠান্ডা থেকে রক্ষা করতে ব্যবস্থা করা হল অস্থায়ী আস্তানার। এমন মানবিক উদ্যোগে হলদিবাড়ি শহরের পথকুকুররা পেল নতুন ঘর। শহরের কয়েকজন তরুণ-তরুণীর উদ্যোগে শীতের রাতের কনকনে ঠান্ডা থেকে বাঁচতে পথকুকুরদের জন্য এমন ব্যবস্থা করে সকলের নজর কেড়েছেন।

শহরের বিভিন্ন প্রান্তে বাঁশের খুঁটি দিয়ে পলিথিন ঘিরে ও খড় দিয়ে সাজিয়ে নিরাপদ আস্তানা করে দেওয়া হয় পথকুকুরদের। বিভিন্ন এলাকা ঘুরে ঘুরে দলবেঁধে সেই কাজ করছেন তাঁরা। হলদিবাড়ি পুর এলাকার প্রাণীপ্রেমী সুমন দাস, কেয়া রায়, সাবিনা পারভিন, রাজু আলি, অনিন্দ্য রায়, বুবাই চৌধুরীদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান পুরসভার চেয়ারম্যান শংকরকুমার দাস। শংকরবাবু বলেন, 'ওই তরুণ-তরুণীদের পশুপ্রেম রীতিমতো দৃষ্টান্ত তৈরি করছে। অন্য সময় পথকুকুরদের ভ্যাকসিনেশন সহ গরমকালে পাখি ও কুকুরদের জল খাওয়ার পাত্রেরও ব্যবস্থা করে থাকেন এঁরা। এবার কুকুরদের জন্য ঘর তৈরি করে নজির গড়েছেন। ফলে এখন থেকে ঠান্ডায় কিছুটা হলেও নিজেদের রক্ষা করতে পারবে এই পথকুকুররা।'

হলদিবাড়ি শহরের পথকুকুরদের মাংসভাত খাওয়ানো হচ্ছে।

শিক্ষক সুমন দাস বলেন, 'গত বছর থেকে পথকুকুরদের শীতের হাত থেকে রক্ষার জন্য অস্থায়ী আস্তানা গড়ে দেওয়ার কাজ শুরু করা হয়েছে। সেবার শহরের বিভিন্ন প্রান্তে ৫০টি ঘর তৈরি করা হয়েছিল। এবছর বেড়ে তা ৭০টি করা হচ্ছে। উদ্যমী তরুণী সাবিনা পারভিন জানিয়েছেন, বর্তমানে কুকুরের প্রসবের মরশুম শুরু হয়েছে। এ সময় কনকনে শীতের রাতে বাচ্চা সহ পথকুকুররা আরামদায়কভাবে থাকতে পারছে। তাই নিজ খরচে এমন উদ্যোগ। কেয়া রায়ের কথায়, 'খুব অল্প খরচে ওই ঘর তৈরি করা যায়। তাই অন্যরাও এভাবে এগিয়ে এলে নিরীহ পথকুকুরদের রক্ষা করা সম্ভব হবে।'

অন্যদিকে, শীতের সন্ধ্যায় মাছ-মাংস-ডিম সহ নানা সুস্বাদু খাবার দিয়ে ভোজ সারছে পথকুকুররা। রীতিমতো পাত পেড়ে খাচ্ছে তারা। শীতের সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি শহরে গেলে নজরে আসবে এমনই চিত্র। তাদের খাদ্যের জোগান দিতে উদ্যোগী হয়েছেন পাঁচু আশ্রয় নামে শহরের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। টোটোবোঝাই করে খাবার নিয়ে শহরের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছুটে ছুটে কুকুরকে খাবার দিচ্ছেন ওই সংস্থার সদস্য মন্দিরা মিত্র, রণবীর মৈত্র, শুভাশিস মিত্র, মহম্মদ রাহুলরা। নিয়মিত খাবার পেয়ে কুকুরগুলোও তাদের আপন করে নিয়েছে।

টুকরো খবর

এমএসএমই'র শিবির

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ ডিসেম্বর : শনিবার শেষ হবে এমএসএমই শিবির। এই বিষয়ে মেখলিগঞ্জ ব্লকের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অফিসার মইনুদ্দিন খান বলেন, 'এখানে মূলত পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের আনন্দধারা, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ দপ্তর, কৃষি বিভাগ, উদ্যানপালন বিভাগ, ভূমি সংস্কার দপ্তর, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প উন্নয়ন দপ্তর (এমএসএমই), সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর, শিক্ষা দপ্তর এই সকল দপ্তর থেকে বিভিন্ন বিষয়ে লোন দেওয়ার জন্যই ১৬ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে শিবির।'

সাধারণ সভা

নয়ারহাট, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার বিকালে তৃণমূল কংগ্রেসের শিকারপুর অঞ্চল কমিটির সাধারণ সভা হয়। শিকারপুরে আয়োজিত সভায় দলের অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মন, ব্লক সভাপতি মহেন্দ্রনাথ বর্মন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। দলের কর্মীদের পাশাপাশি আবাস যোজনার উপভোক্তাদের অনেকেই সভায় অংশ নিয়েছেন। সেখানে সাংগঠনিক বিষয়ের পাশাপাশি রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সুবিধা তুলে ধরা হয়।

রক্তদান

নয়ারহাট, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের মোহনপুর সাবিত্রী বিদ্যামন্দিরের প্রাক্তন পড়ুয়ারা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের মাঠে আয়োজিত শিবিরে ১৪ জন রক্তদান করেন। মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের তরফে রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংশ্লিষ্ট স্কুল ও 'ব্লাড ডোনার অর্গানাইজেশন' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা শিবিরে সহযোগিতা করে।

ধর্মীয় জলসা

পারডুবি, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের বারোমাইলে দু'দিনব্যাপী ধর্মীয় জলসা শুরু হল। বারোমাইল দারুল উলুম নুরি মাদ্রাসা কমিটির এই ধর্মীয় জলসায় প্রধান বক্তা ছিলেন অসমের হজরত মৌলানা আবু শামা সিদ্দিক আলি, ধুবড়ির হজরত মৌলানা জিয়ারুল ইসলাম, হজরত মৌলানা সেখ আশরাফি সাহেব প্রমুখ। জলসা উপলক্ষ্যে ধর্মীয় আলোচনা শুনতে বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর মানুষের ভিড় জমেছে।

বাড়িতে চুরি

পারডুবি, ২৭ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের পারডুবিতে হচ্ছে উজানিয়া উৎসব। আর বৃহস্পতিবার রাতে অনুষ্ঠানে গান শুনতে গিয়ে বাড়িতে চুরির অভিযোগ উঠল। পারডুবি বাজার সংলগ্ন এলাকার জনৈক দীনেশ্বর বর্মনের বাড়িতে দরজার তালা ভেঙে সোনা-রুপোর গয়না ও কিছু নগদ টাকা সহ বেশ কিছু জিনিসপত্র চুরি যায় বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, স্থানীয় রাধামণি বর্মনের বাড়িতেও তালা ভেঙে চুরির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। খোয়া যাওয়া সামগ্রী উদ্ধারের আর্জি জানানো হয়েছে পরিবারের তরফে।

হাতির তাণ্ডবে আশ্রয় হারালেন মহিলা

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : স্বামী মারা গিয়েছেন বছর কুড়ি আগে। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রামে খাগড়িবাড়ি এলাকায় একাই ছোট্ট ঘরে থাকেন সুমিত্রা বর্মন। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে রসমতি ফরেস্ট সংলগ্ন ওই এলাকায় একটি হাতির দল হানা দেয়। বুনোদের তাণ্ডবে বছর পঞ্চান্নের ওই মহিলা মাথাগোঁজার একমাত্র ঠাঁইটুকুও হারালেন। সুমিত্রা কাঁদতে কাঁদতে বলেন, 'একা ঘরে থাকি। একটা শোয়ার ঘর ছিল সেটাও ওরা ভেঙে দিল। আমি এখন কোথায় যাব, কোথায় থাকব কিছু বুঝতে পারছি না।'

বাকি পাঁচটা দিনের মতোই ঘুমোচ্ছিলেন সুমিত্রা। হঠাৎ মাঝরাতে বিকট শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে। বাইরে বেরিয়ে দেখেন চার-পাঁচটি হাতির দল তাঁর রান্না ঘরে তাণ্ডব শুরু করেছে। সুমিত্রা প্রাণ বাঁচাতে এক প্রতিবেশীর বাড়িতে পালিয়ে যান। হাতিরও ওই দলটি সুমিত্রার রান্নাঘরের পাশাপাশি শোয়ার ঘরেও বেশ কিছুক্ষণ তাণ্ডব চালায়। মহিলার বাড়িটি একেবারে ভেঙে দিয়েছে বুনোর দল। মহিলা আপাতত প্রতিবেশীর বাড়িতে আশ্রয় নিলেও বাসস্থানের চিন্তায় দু'চোখের পাতা এক করতে পারছেন না।

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য শ্রীমন্ত সরকারের বক্তব্য, 'আমরা গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সুমিত্রাকে যতটা সম্ভব সাহায্য করব। প্রাথমিকভাবে অন্য কোথাও তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হবে।'

খাগড়িবাড়ি এলাকার পাশেই অবস্থিত পাতলাখাওয়া রসমতি ফরেস্ট। স্থানীয় বাসিন্দা রাজু সরকার, গুপি সরকার, তপন দে প্রমুখ জানালেন, এই বনাঞ্চল থেকে মাঝেমধ্যে বাইসন, হাতির দল লোকালয়ে হানা দেয়। বাড়িঘর ভাঙচুর করে। ফসল নষ্ট করে। রাজু বললেন, সপ্তাহখানেক আগেও একটি হাতির দল লোকালয়ে আসে। আমরা সবসময় আতঙ্কে থাকি। বুনোদের হানা ও ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কথা বলার জন্য পুণ্ডিবাড়ি বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার দীনেশ লিম্বু'র কথায়, 'বন দপ্তরের নিয়ম অনুযায়ী ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করা হবে।' সুমিত্রা কবে নিজের ঘরে ফিরতে পারবেন সে বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু জানা যায়নি।

খাগড়িবাড়িতে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

> একা ঘরে থাকি। একটা শোয়ার ঘর ছিল সেটাও ওরা ভেঙে দিল। আমি এখন কোথায় যাব, কোথায় থাকব কিছু বুঝতে পারছি না।
>
> **সুমিত্রা বর্মন**
> *ক্ষতিগ্রস্ত বাসিন্দা*

সচেতনতা শিবির

চৌধুরীহাট, ২৭ ডিসেম্বর : অপচনশীল বর্জ্য থেকে মাটি দূষণ সম্পর্কে অবগত নন অধিকাংশ কৃষক। মাটির স্বাস্থ্য রক্ষা ও মাটির উর্বরতা রক্ষার বিষয়েও সচেতন নন দিনহাটা-২ ব্লকের চৌধুরীহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ণ প্রান্তিক এলাকার চাষিরা। পরিশ্রমের পরও যথাযথ উৎপাদন হয় না। এমন পরিস্থিতিতে কৃষকদের স্বার্থে এগিয়ে এল কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র। শুক্রবার সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিদের বর্জ্য থেকে মাটি দূষণ, মাটির স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও উর্বরতা বজায় রাখার পদ্ধতি সহ নানা বিষয়ে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। স্থানীয় শ্রদ্ধা ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির সহযোগিতায় এদিন সারাদিনব্যাপী আয়োজিত এই শিবিরে কোচবিহার কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রের সয়েল সায়েন্সের বিশেষজ্ঞ সন্দীপ হেমব্রম ছাড়াও স্থানীয় ৫০ জন চাষি উপস্থিত ছিলেন। সন্দীপ জানান, সমগ্র বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা ছাড়াও মাটি পরীক্ষার জন্য মাটি সংগ্রহ করার পদ্ধতিও শেখানো হয়েছে কৃষকদের।

ফসল নষ্টে বচসা

নিশিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার নিশিগঞ্জ-২ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ছাগল ফসল নষ্ট করার অভিযোগ নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায়। দুই পক্ষের বচসার জেরে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য রঞ্জিত চৌহানকে হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগের তির বিজেপি সমর্থকের দিকে। নিশিগঞ্জ ফাঁড়ির পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। পুলিশ এক বিজেপি সমর্থক ও তাঁর ছেলেকে আটক করে ফাঁড়িতে নিয়ে আসে।

ফুড সেফটি রেজিস্ট্রেশন

চ্যাংরাবান্ধা, ২৭ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা বাজারে শুক্রবার ফুড সেফটি রেজিস্ট্রেশন শিবির হয়। উপস্থিত ছিলেন মেখলিগঞ্জ ও হলদিবাড়ির ফুড সেফটি অফিসার। মেখলিগঞ্জ ফুড সেফটি অফিসার ছোগিয়েল ডুকপা বলেন, 'যে কোনও প্যাকেটজাত খাবার থেকে শুরু করে কাঁচা খাবার সবকিছুর জন্যই রেজিস্ট্রেশন করানো হয়।

এদিন চ্যাংরাবান্ধার পাশাপাশি ভোটবাড়ি নিজতরফ থেকেও ব্যবসায়ীরা নিজেদের ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ফুড সেফটি লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে এসেছিলেন। ব্যবসায়ীরা নিজেদের ই-মেল আইডি থেকেও পরবর্তীতে ডাউনলোড করতে পারবেন লাইসেন্স। তবে জানুয়ারিতে লাইসেন্স ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেওয়া হবে।'

সাত দফা দাবি

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৭ ডিসেম্বর : গোটা রাজ্যজুড়ে টিবি রোগমুক্ত করতে কর্মসূচি চলছে। আর এই কর্মসূচি রূপায়ণে আশাকর্মীরা বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা করছেন। আর তাতেই আশাকর্মীদের নানা অভিযোগ উঠে আসছে। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে সাত দফা দাবিতে স্মারকলিপি প্রদান করল পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের মাথাভাঙ্গা-২ ব্লক কমিটি। ব্লকের বিএমওএইচ দাবিগুলো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। কমিটির সম্পাদক ভবতারিণী সরকারের কথায়, 'টিবি একটি অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। সেই রোগের কফ সংগ্রহের ক্ষেত্রে আমাদের পর্যাপ্ত নিরাপদ ব্যবস্থা নিতে হয়। কে মদ খান, বিড়ি, সিগারেট বা গাঁজা সেবন করেন সেই সমীক্ষা করতে গিয়ে আমরা কার্যত সমস্যায়। কারণ যাঁরা এইসব নেশা করেন তাঁরা আমাদের সামনে সত্যিটা কোনও অবস্থাতেই স্বীকার করতে চান না। ফলে স্বাভাবিকভাবে আমাদের সঠিক তথ্য তুলে আনতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'সন্দেহজনক টিবি রোগীকে রেফারের ক্ষেত্রেও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। তাই আমরা টিবি সমীক্ষা ও নেশা করার সমীক্ষার জন্য পর্যাপ্ত সময় প্রদান, কফ সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় মাস্ক, গ্লাভস, স্যানিটাইজারের ব্যবস্থা, বকেয়া ইনসেন্টিভ দ্রুত প্রদান, জল পরীক্ষার টাকা প্রদান, প্রতি মাসের ইনসেন্টিভ প্রদানের পূর্ণ হিসাব দেওয়া সহ ৭ দফা দাবিতে এদিন আমরা স্মারকলিপি প্রদান করি।'

সম্মেলন

মেখলিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার মেখলিগঞ্জে অনুষ্ঠিত হল ডিওয়াইএফআই-এর মেখলিগঞ্জ ১ নম্বর লোকাল কমিটির তৃতীয় সম্মেলন। মেখলিগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে সম্মেলনটি অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর কোচবিহার জেলা সম্পাদক সুধাংশু প্রামাণিক, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য আতাবুল ইসলাম সহ অন্যরা।

সম্মেলনের পর একটি মিছিল মেখলিগঞ্জ বাজার পরিক্রমা করে। এরপর মেখলিগঞ্জ বাসস্ট্যান্ডে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিওয়াইএফআই-এর ১ নম্বর লোকাল কমিটির সম্পাদক কল্পিতা দে বলেন, 'বিগত দিনের ত্রুটিবিচ্যুতি শোধরানোর পাশাপাশি আগামীর কর্মপন্থা সম্মেলনে স্থির করা হয়। এদিন সম্মেলনে একটি নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। সভাপতি হিসেবে সুজয় সেন ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে মনোনীত হয়েছেন সাহাদুল আকন। ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়েছে।

জেলার খেলা

চ্যাম্পিয়ন দেওয়ানহাট

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ কোচবিহারের আন্তঃকলেজ ভলিবলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ছবি : জয়দেব দাস

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ কোচবিহারের অষ্টম আন্তঃকলেজ একদিনের ভলিবলে পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল দেওয়ানহাট কলেজ। রানার্স মেখলিগঞ্জের হলদিবাড়ির নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়। প্রতিযোগিতার সেরা দেওয়ানহাটের সঞ্জয় বর্মন। মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হলদিবাড়ির নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়। রানার্স হয় তুফানগঞ্জ মহাবিদ্যালয়। প্রতিযোগিতার সেরা তুফানগঞ্জ কলেজের লক্ষ্মী পোদ্দার। ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ লিগ্যাল স্টাডিজ কোচবিহারের প্রিন্সিপাল ইনচার্জ জয়তি খার্গে জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ নিখিলচন্দ্র রায়। পুরুষ ও মহিলাদের মিলিয়ে মোট ১৯টি দল অংশ নিয়েছিল।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে শুভঙ্কর বর্মন।

শুভঙ্করের শতরান

নিশিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০১৮ ব্যাচ ১১৩ রানে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১৮ ব্যাচ ৬ উইকেটে ২১২ রান তোলে। জবাবে ২০২২ ব্যাচ ৯৯ রানে আটকে যায়। ১১৭ রান করেন ম্যাচের সেরা শুভঙ্কর বর্মন। ২০০৮ ব্যাচ ৫৪ রানে ২০২৩ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০০৮ ব্যাচ ২ উইকেটে ১৫৭ রান তোলে। জবাবে ২০২৩ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১০৩ রানে আটকে যায়। ৭৩ রান করেন ম্যাচের সেরা কুন্তল বর্মন। ২০২৪ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০০৮ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০০৮ ব্যাচ ৬ উইকেটে ১৪৭ রান তোলে। জবাবে ২০২৪ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৩ উইকেটে ১৪৮ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা অভিরূপ বিশ্বাস ৫৯ রান করেন।

স্বাধীনের জয়

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : বিষ্ণুব্রত বর্মন ফাউন্ডেশনের ক্রিকেটে শুক্রবার স্বাধীন ক্লাব ৮ উইকেটে শান্তিকুটির ক্লাবকে হারিয়েছে। এমজেএন স্টেডিয়ামে প্রথমে শান্তিকুটির ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ৯৭ রান তোলে। রাজকুমার যাদব ২৬ রান করেন। ম্যাচের সেরা নইম হক ১৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে স্বাধীন ১১ ওভারে ২ উইকেটে ৯৮ রান তুলে নেয়।

বার্ষিক ক্রীড়া

মেখলিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার মেখলিগঞ্জ হাইস্কুলের বোর্ডিং মাঠে শিশু মালঞ্চ বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া অনুষ্ঠিত হল। প্রতিযোগিতায় ১৯টি ইভেন্টে খেলা হয়। উদ্বোধন করেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পরেশচন্দ্র অধিকারী।

জয়ী ২০২০

নিশিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে ২০২০ ব্যাচ ১ রানে ২০১১ ব্যাচকে হারিয়েছে। ২০২০ ব্যাচ প্রথমে ৯.৩ ওভারে ৭০ রানে অলআউট হয়। জবাবে ২০১১ ব্যাচ ৮ উইকেটে ৬৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা হন সৌরভ বর্মন। ২০১৬ ব্যাচ ৭ উইকেটে ২০০৬ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। ২০০৬ ব্যাচ ৯.৪ ওভারে ৮৫ রান তোলে। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৬.২ ওভারে ৩ উইকেটে ৮৬ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা হন চিরঞ্জিত বর্মন। ২০২১ ব্যাচ ৫৮ রানে ২০১৭ ব্যাচকে হারায়। প্রথমে ২০২১ ব্যাচ ৪ উইকেটে ১৩৭ রান তোলে। জবাবে ২০১৭ ব্যাচ ৭৯ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা হন সৌরভ বর্মন।

সেমিতে শীতলকুচি

শীতলকুচি, ২৭ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শীতলকুচি একাদশ। শুক্রবার দ্বিতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৮ উইকেটে মাথাভাঙ্গা নবজীবন সংঘকে হারিয়েছে। টসে হেরে নবজীবন ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১১৪ রান তোলে। উদয়মণি সরকার ২৮ রান করেন। রানা ইসলাম ৩০ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে শীতলকুচি ৬ ওভারে ২ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। ঋজু বর্মন ৪২ রান করেন। শনিবার খেলবে আদাবাড়ি বারোমাসিয়া নজরুল সংঘ ও বড়োমরিচা একাদশ।

পুলিশের ক্রীড়া

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলা পুলিশের বার্ষিক ক্রীড়া শুক্রবার হল। পুলিশ লাইনের মাঠে দু'দিনব্যাপী প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন পুলিশের জলপাইগুড়ি রেঞ্জের ডিআইজি সন্তোষ নিম্বলকর। প্রথমদিন ২৪০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

ম্যাচের সেরা হওয়ার পর রাজু হোসেন।

রাজুর ৫৭

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে শুক্রবার ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাব ২৯ রানে বোঞ্জের ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে প্রথমে ইয়ুথ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজু হোসেন ৫৭ রান করেন। বাবন শর্মা ২২ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বোঞ্জের ৩৮ ওভারে ১৩৫ রানে গুটিয়ে যায়। আদর্শ সরকার ২৯ রান করেন। প্রীতম রায় ৩০ রানে নেন ২ উইকেট। শনিবার খেলবে শুকটাবাড়ি গ্রিন ফার্মার্স ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

জিতল ২০২০-'২১

জামালদহ, ২৭ ডিসেম্বর : জামালদহ তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে শুক্রবার ২০২০-'২১ ব্যাচ ৩৮ রানে ২০২২-'২৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। টসে জিতে ২০২০-'২১ ব্যাচ ১০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৩৩ রান তোলে। বিক্রম বর্মন ৩৭ রান করেন। জবাবে ২০২২-'২৪ ব্যাচ ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ৯৫ রানে আটকে যায়। ৩৮ রানে জয়ী হয় ২০২০-'২১ ব্যাচ। ২ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা বিক্রম।

জয়ী নিউ প্রগতি

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগে শুক্রবার নিউ প্রগতি সংঘ ৫ উইকেটে নিউটাউন ক্লাবকে হারিয়েছে। টসে জিতে নিউটাউন ২৫.৫ ওভারে ৮২ রান তোলে। ম্যাচের সেরা আব্দুল কায়ুম রহমান ৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নিউ প্রগতি ১০.২ ওভারে ৫ উইকেটে ৮৩ রান তুলে নেয়। শুভঙ্কর দেবনাথ ২০ রান করেন। শনিবার খেলবে চিলাখানা স্পোর্টস অ্যাকাডেমি ও রাজারকুঠি ইয়াং স্টার ক্লাব।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক
(শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	৩

■ মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০

■ দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	২
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	৯
এবি নেগেটিভ	০
ও পজিটিভ	০
ও নেগেটিভ	০

লাল-দুধে একাকার শ্রমিক থেকে সাহিত্যিক

সব মাথা চায়ের ঠেকে

চায়ে চর্চা

শুধু তরুণরাই নন, কোচবিহারের চায়ে মজেছেন বিকেলে সাগরদিঘির পাড়ে বেড়াতে আসা মাঝবয়সি মা-মাসিদের দল, অবসরপ্রাপ্ত সমমনস্ক বৃদ্ধদের বিভিন্ন গ্রুপ থেকে শুরু করে আমজনতা। এই তালিকায় বাদ নেই সাগরদিঘির পাড়ের অফিসপাড়ার বাবু-বিবিরাও। স্টেট ব্যাংকের পাশে চায়ের স্টল থেকে নিয়ে ঘাটে বসে চা খাওয়া অথবা ওই ক্যান্টিলিভার ঘাটে দাঁড়িয়ে চা খেতে খেতে গল্প করার মজাটাই আলাদা, আলোকপাত করলেন **তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস**।

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : ভোরের কোচবিহার। সাগরদিঘির ঘুম ভাঙেনি তখনও। শরীরচর্চায় অভ্যস্ত মানুষ জোর পায়ে হাঁটতে ব্যস্ত। এক দুই চক্কর দিয়ে জিরোতে বেশিরভাগই চলে আসেন সাগরদিঘির দক্ষিণ-পূর্বে রাখা প্যাটন ট্যাংকটার কাছে। সেখানেই এই ভোরে মেলে গরমাগরম এক কাপ চা। লাল চা, দুধ চা মিলিয়ে সকালবেলা থেকে চায়ের আসর জমে ওঠে। বেলা বাড়তেই জমজমাট।

২০১৭ থেকে এখানে দোকান করছেন বিশু বিশ্বাস। গরমকালে পাঁচটা আর এখন শীতকালে সাড়ে পাঁচটায় দোকান খুলে যায় তাঁর। জানালেন, সকালের দিকেই আড়াই তিনশো কাপ চা বিক্রি হয়ে যায়। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন ৫ তরুণ। কলেজ হোক বা ছুটির দিন, সন্ধ্যার সময় সাগরদিঘির ঠেকে ঘণ্টাখানেকের জন্য না এলে মনটা ভালো লাগে না তাঁদের। আর সেই সঙ্গে আমতলা মোড়ের ঘন দুধের ১০ টাকার এক কাপ চা। এটা না হলে যেন আড্ডাটা ঠিক জমেই না সিদ্ধার্থ, ইন্দ্রনীল, স্বস্তিক, ঋদ্ধিমান আর দেবজ্যোতির।

ব্যস্ত হাতে দোকান সামলাচ্ছে আমতলার বাবলু রাউত। তিন বছরের দোকান তাঁর। সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা অবধি দোকান সামলাতে হয় তাঁকে। মাঝে কিছুক্ষণ সাহায্য করার জন্য স্ত্রী চলে আসেন। রেগুলার চা থেকে শুরু করে কেসর, মালাই, মসলা, এলাচ সহ মোট ১২ রকমের চা পাওয়া যায় এখানে। দাম ১০ থেকে ৫০ টাকা। সারাদিনে দুই তিনশো কাপের মতো বিক্রি হয়। সাগরদিঘি চত্বরে এ ধরনের আরও দোকান রয়েছে চায়ের।

সাগরদিঘি চত্বর ছাড়াও আজকাল শহরের বিভিন্ন জায়গায় শুধুমাত্র চায়ের স্টল দেখতে পাওয়া যায়। এক সময় কোচবিহারে চায়ের দোকান ছিল না বললেই চলে। চা খেতে গেলে হয় যেতে হত মিষ্টির দোকানে, নয় রেস্টুরেন্টে। এখন শহরজুড়ে চায়ের দোকান শুধু বাড়েইনি, সেসব দোকানে চা খেতে ভিড় করে প্রচুর অল্পবয়সিরাও।

বিশ্ব সিংহ রোডের ওপর রয়েছে একটি টি স্টল। সেখানে কাঁসার পাত্রে সমানে তৈরি হচ্ছে চা। এখানে দুধ চা ছাড়া অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। 'আমাদের বিশেষত্বই হচ্ছে কুলহার চা। দিনে ৭০০ থেকে ৮০০ কাপ চা বিক্রি হয় এখানে। লাগে ৬০ থেকে ৬৫ কেজি মতো দুধ। মাটির ভাঁড়গুলো কিছু কোচবিহার থেকে নিলেও বেশিরভাগটাই আসে কৃষ্ণনগর ও মুর্শিদাবাদ থেকে। কাগজের কাপের থেকে ভাঁড়ে চা খেতেই বেশি পছন্দ করেন মানুষ', বললেন উত্তম প্রসাদ।

কোচবিহার স্টেডিয়ামের উলটোদিকে সিলভার জুবিলি অ্যাভিনিউয়ে রয়েছে বাপিদার টি স্টল। পাওয়া যায় ৫, ১০, ২০ বিভিন্ন দামের চা। এখানে যাঁরা চা খান তাঁরা সকলেই লাল চা-প্রেমী। সাধারণ মানুষের চাইতে এখানে ভিড় বেশি কবি, সাহিত্যিক, চিত্রশিল্পী, নাট্যশিল্পী থেকে শুরু করে সাহিত্য সংস্কৃতিক জগতের মানুষের। অবশ্য সেলস প্রোফেশনে যাঁরা রয়েছেন এই চায়ের মৌতাত থেকে বাদ যান না তাঁরাও।

'আগে পাঁচ হাজার কাপ চা বিক্রি হলেও আজকাল দু'হাজারের বেশি বিক্রি হয় না', বললেন মণি সিংহ। কোচবিহার স্টুডেন্ট হেলথ হোমের উলটোদিকে দোকান রয়েছে তাঁর। জানালেন, বাঁধা প্রচুর কাস্টমার রয়েছেন, এছাড়াও বাইরে থেকে যাঁরা সেলসের কাজে আসেন অনেকেই আমার এখানে আসেন শুধু চা খেতে।

একটু দেরিতে হলেও কোচবিহারে জমিয়ে শীত পড়া শুরু হয়েছে। সেই সঙ্গে শহরজুড়ে সমানতালে উঠছে চায়ের কাপে ধোঁয়া। আর সেই ধোঁয়ায় মিশে যাচ্ছেন এ শহরের প্রবীণ-নবীনের সঙ্গে শ্রমজীবী ও সৃজন মানুষ।

চায়ের কাপে তৃপ্তির চুমুক। শুক্রবার কোচবিহারে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

ভয় কাটাতে মেলায় হাজির অঙ্কদাদু

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : জীবনের কোনও না কোনও পর্যায়ে এই অঙ্কের পাল্লায় পড়ে নাকের জলে, চোখের জলে হননি এমন মানুষের দেখা মেলা মুশকিল। এরকমই একজন বালুরঘাটের মিহির সমাজদার। তাঁর কথায়, 'তখন আমার ক্লাস এইট, হঠাৎই অঙ্কে ফেল করে গেলাম। দিশেহারা অবস্থায় যখন কী করব বুঝতে পারছি না তখনই আমার জীবনে খানিক দেবদূতের মতো হাজির হলেন শিক্ষক দ্বিজেন সাটিয়ার। ওঁর সান্নিধ্যে এসে ধীরে ধীরে অঙ্ককে ভালোবেসে ফেলি।' তারপর সেই অঙ্কের শিক্ষক হিসেবেই কর্মজীবন শুরু করা।

কর্মজীবনে সিদ্ধান্ত নিলেন যাদের অঙ্কের নাম শুনলেই গায়ে জ্বর আসে তাদের জন্য কিছু করবেন। যেই ভাবা সেই কাজ। প্রথমে প্রাথমিক থেকে শুরু করে মাধ্যমিক পর্যন্ত অঙ্কের পাঠক্রম সম্বন্ধে নিজে ভালো করে ওয়াকিবহাল হলেন। শুরু করলেন সকলের বোঝার সুবিধার জন্য সহজ-সরল ভাষায় অঙ্কের বই লেখা। তারপর সেইসব বই নিয়ে পৌঁছে যান রাজ্যের বিভিন্ন বইমেলায়। তাঁর লেখা সেসব বই এখন ছোট থেকে শুরু করে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়া, সকলের কাছেই সমান জনপ্রিয়। এখন তিনি পরিচিত 'অঙ্কদাদু' নামে।

তবে তাঁর বইয়ের বিশেষত্ব হচ্ছে এগুলো কেবল রাজ্যের বিভিন্ন বইমেলাতেই পাওয়া যায়। এবারেও এসেছেন কোচবিহার বইমেলায়। সঙ্গী স্ত্রী মাধবী সরকার সমাজদার। মেলায় ঘুরতে আসা একজনের কথায়, 'একসময় অঙ্ক আর আমি পুরো দু'দিকে অবস্থান করতাম। সেবার বাবার সঙ্গে বইমেলায় এসে এই অঙ্কদাদুর থেকে একটা বই কিনেছিলাম ভয় কাটানোর জন্য। এখন চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছি, বইটা এখনও সবসময় আমার সঙ্গে থাকে।'

রাসমেলার মাঠে বইয়ে নজর পড়ুয়ার। ছবি : জয়দেব দাস

মা ক্যান্টিনে মাটিতেই খান উপভোক্তারা

মেখলিগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : মেখলিগঞ্জে মা ক্যান্টিনে বসে খাওয়ার জায়গা দাবি করছেন অনেক উপভোক্তা।

প্রতিদিন গড়ে ২০০ জনের বেশি মানুষ এখান থেকে পাঁচ টাকার বিনিময়ে ডাল, ভাত, সবজি ও ডিম দিয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে থাকেন। তবে মা ক্যান্টিনে বসার কোনও ব্যবস্থা নেই। রোজ চোখে পড়ে ক্যান্টিন থেকে খাবার নিয়ে সংলগ্ন এলাকায় মেঝেতে বসে, দাঁড়িয়ে কিংবা টোটোর সিটে বসে খাবার খেতে সাধারণ মানুষকে। উপভোক্তারা বসে খাওয়ার জায়গার দাবি তোলেন।

মা ক্যান্টিনের উপভোক্তা গোপাল বর্মন বলেন, 'মা কান্টিনে নিয়মিত দুপুরের খাবার খাই। বসার জায়গা না থাকায় এখানে মাটিতে বসেই খেতে হয়। আশপাশে গবাদিপশু ঘোরাফেরা করে। বসে খাওয়ার ব্যবস্থা করলে খুব ভালো হয়।'

মনমোহনকে শ্রদ্ধা বইমেলায়

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের প্রয়াণে শুক্রবার বিশ্বভারতীর পৌষমেলার পর কোচবিহার জেলা বইমেলা কর্তৃপক্ষও শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল।

এদিন সন্ধ্যায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এবিষয়ে লোকাল লাইব্রেরি অথরিটির সদস্য পার্থপ্রতিম রায় বলেন, 'দেশজুড়ে এই মুহূর্তে রাষ্ট্রীয় শোকের আবহ চলছে। এমতাবস্থায় কোচবিহার বইমেলা কমিটির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত যে সমস্ত সান্ধ্যকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ছিল তা স্থগিত করা হয়েছে। মঞ্চে কেবলমাত্র সেমিনার এবং কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হবে।'

অনুষ্ঠান

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার খাগড়াবাড়ি বুড়িরপাট ক্লাব ও ব্যায়ামাগারের পরিচালনায় তিনদিনব্যাপী বার্ষিক প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল। শুক্রবার থেকে রবিবার পর্যন্ত ক্লাবের মাঠে এই অনুষ্ঠান চলবে।

ফাঁকা বাড়িতে চুরি তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : সপরিবারে ঘুরতে গিয়েছিলেন অসমে। ফাঁকাই ছিল বাড়ি। এবার যখন গৃহকর্তা বাড়ি ঢোকেন, দেখেন ঘরের অবস্থা লন্ডভন্ড। ফ্রিজ খুলতেই দেখা গেল উধাও কেক, চকোলেট ও মিনারেল ওয়াটার। টেবিলের আচারের বয়েমও ফাঁকা। এসব যে চোরের কাণ্ড তা বুঝতে আর বাকি থাকে না গৃহকর্তার।

শুক্রবারের ঘটনাটি শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডের রামকৃষ্ণ সরণি এলাকার বাসিন্দা পেশায় আইনজীবী কুশল গুহরায়ের বাড়ির। গত ২৪ জানুয়ারি অসমের বাসুগাঁওয়ের রামকৃষ্ণ আশ্রমে ঘুরতে গিয়েছিলেন কুশলবাবু। শুক্রবার বাড়িতে ফেরেন। বাইরের গেট খুলে ভিতরে ঢুকতেই দেখতে পান গ্রিলের তালা ভাঙা।

ঘরে ঢুকে দেখেন মেঝেতে জমা রয়েছে জামাকাপড়ের স্তূপ। আলমারির যাবতীয় ফাইলপত্রও এলোমেলো। খবর দেন তুফানগঞ্জ থানায়। ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। আইনজীবী জানিয়েছেন, ড্রয়ারের বিভিন্ন জায়গা থেকে প্রায় ১৫ হাজার টাকার মতো নিয়ে চম্পট দিয়েছে দুষ্কৃতী। গয়নাপত্র ভেঙে দেখার পর বুঝতে পারে সেগুলো সিটিগোল্ডের। তাই খুচরো পয়সা ও সেগুলো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে গিয়েছে।

তুফানগঞ্জ শহর ও গ্রামাঞ্চলে চুরির ঘটনা নতুন নয়। কয়েক মাস ধরে একটানা চুরির খবর প্রকাশ্যে আসতেই ঘুম ভাঙে পুলিশ প্রশাসনের। জেলা পুলিশ সুপারের উদ্যোগে ৩৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয় শহর সহ গ্রামের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ জায়গায়। কিন্তু তারপরেও চুরির দৌরাত্ম্য অব্যাহত থাকায় আবারও শহরের মানুষের নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে।

মা সন্তোষী TVS-এ পাবেন নতুন মডেল Apache 160 4V USD

কোচবিহার মা সন্তোষী TVS Showroom-এ নতুন বাইক Apache 160 4V USD মডেলের শুভ উদ্বোধন হল আজ। উত্তরবঙ্গে TVS কোম্পানির এই রেসিং মডেলের প্রথম লঞ্চ হল কোচবিহার শোরুমে। কোচবিহারের বাইকপ্রেমীদের জন্য এটি দারুণ সুখবর। পাশাপাশি এই নতুন মডেলের বুকিং শুরু হয়ে গিয়েছে। শোরুমের কর্ণধার বলরাম সাহা জানালেন, ইতিমধ্যে ২৩টি এই মডেলের বুকিং হয়ে গিয়েছে। প্রত্যেক বাইকপ্রেমীদের টেস্ট রাইডের জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে শোরুম কর্তৃপক্ষের তরফে।

ঠাকুরমার বদলি অডিও গল্প

এখনকার মাইক্রো পরিবারে মা-মাসি-ঠাকুরমার বড় অভাব। আজকালকার অডিও স্টোরি তার কিছুটা পরিপূরক হতে পারে। আলোকপাত করলেন **দীপায়ন পাঠক**।

বইমেলা

তখন আমি খুব ছোট। তিন কি চার। টেলিভিশন, মোবাইল, ইন্টারনেটের দূষণবিহীন, যৌথ পরিবারের মায়াময় জগৎ। বিনোদন বলতে বই, রেডিও এবং পাড়ার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। তখন মায়েরা বাচ্চাদের খাবার সময় মোবাইলে কার্টুন চালিয়ে দিতেন না। কমিক্সের বইগুলো ছিল আকর্ষণের মূল। একটা বইয়ের নাম আমার বিশেষভাবে মনে আছে, 'মুণ্ডহীন প্রেত'। কার লেখা এখন আর মনে নেই। আমার জেঠিমা রোজ দু'বেলা আমায় পড়ে শোনাতেন। শুনতে শুনতে সেই বই এমনভাবে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল যে পড়ার সময় যদি একটা শব্দও ভুল হত আমি তৎক্ষণাৎ সেটা ধরিয়ে দিতাম।

এখন সেই রামও নেই, সেই অযোধ্যাও নেই। মোবাইল নামের একটা ছোট্ট দানব গোটা দুনিয়াকে তার সামনে হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করেছে। যৌথ যাপন ছেড়ে এই ক্যাপসুল পরিবারের কাছেও এর বিকল্প খুঁজে পাওয়া মুশকিল হচ্ছে। পিসি, মাসি, কাকি, জেঠির বদলিও সেই মোবাইলই। যে গল্প এতদিন আমরা মা-মাসির মুখে শুনতাম, আর পাড়ি দিতাম কল্পনার এক অলীক জগতে, সেই গল্প শোনার জন্য আজ আমাদের সেই মোবাইল অথবা কম্পিউটারের সাহায্য নিতে হচ্ছে। বক্তার ভূমিকাটা শুধু বদলে গিয়েছে। গল্পের নাম এখন অডিও স্টোরি। ইন্টারনেট বিপ্লবের আরও একটি ফসল।

যাঁরা একটু প্রাচীনপন্থী। নতুন বইয়ের গন্ধ, কিংবা সাদা কাগজে কালো অক্ষর যাঁদেরকে নস্টালজিক করে তোলে, তাঁরা এখনও এতে সড়োগড়ো হয়ে উঠতে পারেননি বলে মাঝেমধ্যেই গেল গেল রব তোলেন। প্রায়শই আমরা এই যুক্তি শুনতে পাই যে, এইভাবে যদি বিনে পয়সায়, এত সহজে মানুষ গল্প, কবিতা, নাটক ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুনতে বা দেখতে পান, তবে তো আর কেউ বই কিনতেই চাইবে না। এত বছরের এই যে বই শিল্প, প্রকাশক, লেখক, বিক্রেতা সকলেই এর মধ্যে দিয়ে গভীর এক সমস্যার সম্মুখীন হবেন।

> মানুষ যেমন বিজ্ঞানের সঙ্গে চলতে ভালোবাসে। ইতিহাসকেও সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসে।

কিন্তু মহাকালের রথকে কে ঠেকাবে। সময়ের নিয়মে সব কিছুই পরিবর্তিত হবে। সময়ের সঙ্গে যে থাকবে প্রাকৃতিক নিয়মে সেই টিকে থাকবে। বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সব কিছুরই পরিবর্তন হয়েছে। আধুনিকতার ছোঁয়া লেগেছে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এখনকার এই মাইক্রো পরিবারের সমাজে, যেখানে মা-মাসি-ঠাকুরমার বড় অভাব। আজকালকার এই অডিও স্টোরি তার কিছুটা পরিপূরক হয়ে দাঁড়াবে। দিনকে দিন বেড়ে চলা কাগজের দাম, ছাপা, বাঁধাই খরচ যতই বাড়ুক না কেন। আরাম কেদারায় বসে বই পড়ার সুখ নেওয়ার লোকেরও খুব একটা অভাব হবে না।

ইতিহাস সাক্ষী আছে নতুন কিছু আবিষ্কার হলেই পুরোনো সব কিছু হারিয়ে যায় না। তাহলে তো মাত্র দেড়শো বছরের সিনেমা, পঞ্চাশ বছরের টেলিভিশন, পাঁচ হাজার বছরের ঐতিহ্যশালী থিয়েটারকেও হারিয়ে দিত। মানুষ যেমন বিজ্ঞানের সঙ্গে চলতে ভালোবাসে। তার নিত্যনতুন আবিষ্কারকে মানিয়ে নিয়ে চলতে ভালোবাসে। ঠিক সেভাবেই মানুষ ইতিহাসকেও সঙ্গে নিয়ে বাঁচতে ভালোবাসে। বিজ্ঞানের অগ্রগতি কখনও হতাশা বয়ে নিয়ে আসেনি। তাই হতাশ হওয়ার কিছু নেই। ইন্টারনেট বিপ্লবের যুগেও সারা দেশজুড়ে শয়ে-শয়ে বইমেলা হচ্ছে এবং পাঠকেরাও নতুন বইয়ের গন্ধে নিজেদের পরিতৃপ্তি খুঁজে নিচ্ছেন।

বইমেলায় পাঠকদের বই উপহার

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : নতুন প্রজন্মকে বইমুখী করতে নিজের জন্মদিনে বই বিলি করলেন সমাজকর্মী শংকর রায়। শুক্রবার দুপুর নাগাদ মেলায় আসা ছোট থেকে শুরু করে বড়দের মধ্যে দুই শতাধিক বই এবং কলম তিনি উপহার দেন।

দুপুরে টিউশন শেষ করে তখন মেলায় এসেছিলেন অলক দাস। 'শহরতলি' প্রকাশনীতে বই দেখবার সময়ই তাঁর সঙ্গে দেখা হয় শংকরের। তাঁর হাতে 'বীরশ্রেষ্ঠ চিলারায়'-এর একটি বই তুলে দেন তিনি। আচমকা উপহার পেয়ে খুশি তিনি। শংকরের আবেদন, 'সুস্থ থাকতে মোবাইল নয়, বই পড়ুন।'

কিছুক্ষণ পর বইমেলার স্টলগুলিতে ঘুরতে দেখা যায় নিউটাউন গার্লস স্কুল, বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের পড়ুয়াদের। স্কুল পড়ুয়াদের পেয়ে তাদের হাতেও ক্ষুদিরাম, বিদ্যাসাগর সহ জেনারেল নলেজের বেশ কিছু বই তুলে দেন তিনি। শংকরের কথা, বই পড়ার আগ্রহ যেন দিন-দিন কমছে তরুণ প্রজন্মের। আজকাল সবকিছুই প্রযুক্তিনির্ভর। লাইব্রেরিতে এত বই থাকলেও প্রতিদিন সেখানে দেখা যায় গুটিকয়েক পড়ুয়াকে। বইমেলাতেও হাতেগোনা কিছু সংখ্যক মানুষ ভিড় করেন। পাঠ্যবইয়ের বাইরে আজকাল গল্পের বই, উপন্যাস-এসব আর পড়ে ক'জন? তাই ছোটদের গল্পের বই, কোচবিহার বিষয়ক নানা বই এবং প্রবীণদের হাতে গীতা তুলে দেন তিনি। শুক্রবার ছিল শংকরের ৪৭তম জন্মদিন। তিনি পেশায় ট্যাক্সিচালক। মায়ের সঙ্গে বইমেলায় এসেছিল প্রথম শ্রেণির শৌভিক ধর। মেলায় এসে 'ঠাকুরদার ঝুলি' বই পেয়ে খুশি সেই খুদেও।

রংদার

হে প্রিয়, বিদায়

২০২৪ শেষ হতে আর মাত্র কয়েকদিন। বছরটা যেমন ভারতকে প্রচুর দিল, আবার নিয়েও গেল অনেক। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কিংবদন্তিদের অনেকেই হারিয়ে গেলেন চিরদিনের মতো। বছর বিদায়ের আবহে হারিয়ে যাওয়া কিছু মৃত্যুহীন মুখ বেছে নেওয়া হল এবারের প্রচ্ছদে।

প্রচ্ছদ কাহিনী : দীপ সাহা, অলকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপায়ন বসু, শুভ সরকার, অনুপ দত্ত, প্রদীপ দে তপাদার, সৌভিক সেন ও অনিমেষ দত্ত

গল্প : হর্ষ দত্ত

একগুচ্ছ কবিতা : সুবোধ সরকার

ধারাবাহিক : পূর্বা সেনগুপ্ত

এলেনবাড়ি চা বাগানের কাছে জাতীয় সড়কে মুখোমুখি সংঘর্ষ ডাম্পার ও বাসের।

ছাত্র রাজনীতি দিয়ে উত্থান উত্তমের

ছয় বছরে কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : ২০০৬ সালে ছাত্র রাজনীতি দিয়ে শুরু। আর এই ছাত্র রাজনীতির সুবাদে ২০১৪ সালে পুরসভায় অস্থায়ী কর্মী রূপে যোগ দেন উত্তম চক্রবর্তী এবং চার বছরের মধ্যেই স্থায়ী কর্মী হয়ে যান। আর তারপর থেকেই আস্তে আস্তে পুরসভার নানা কাজে হাত পাকাতে শুরু করেন উত্তম। বিল্ডিং প্ল্যান পাশ জালিয়াতি কাণ্ডে তাঁর সহযোগী হিসেবে উঠে এসেছে তৃণমূলের এক যুব নেত্রীর নামও। ওই নেত্রীকে বাঁচাতে মাঠে নেমেছেন একাধিক প্রভাবশালী।

উত্তম ছয় বছর হল স্থায়ী কর্মচারী হলেও এর মধ্যেই কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক হয়েছেন। বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে সম্পদের পাহাড় গড়ার অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। আবাসের ঘরের জন্য জালিয়াতি করে প্ল্যান পাশ করে প্রচুর টাকা গ্রাহকদের কাছ থেকে তোলা তুলেছেন বলে অভিযোগ। পুরসভার তরফে দিনহাটা থানায় অভিযোগ দায়ের করার পর তদন্তে উত্তমের নাম উঠে আসে। খোঁজখবর নিয়ে জানা যায় শহরের সাহেবগঞ্জ রোড এলাকায় প্রায় কোটি টাকার প্রাসাদপ্রমাণ বাড়ি ছাড়াও শহরে আরও একটি বাড়ি এবং বেশ কয়েকটি প্লট রয়েছে উত্তমের নামে।

সাহেবগঞ্জে উত্তমের বাড়ি।

> একজন পুরসভার কর্মচারীর কোথায় কী সম্পত্তি রয়েছে, আদৌ কি সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব! উত্তমের কোনও সহযোগী ছিল না। প্রশাসন তদন্ত করে বের করবে ঠিক কী হয়েছে।
>
> গৌরীশংকর মাহেশ্বরী
> চেয়ারম্যান

ইতিমধ্যেই দিনহাটা পুরসভার তরফে অভিযোগ দায়ের করার পরই পুলিশ টানা জেরা শুরু করেছে। তাঁর লাগামহীন দুর্নীতি আস্ত একটা পুকুর চুরিকেও হার মানাবে বলে অনেকের অভিমত। ইতিমধ্যেই একজন, দুজন নয়, বেশ কয়েকজন গ্রাহকের অভিযোগ জমা পড়েছে পুরসভায়। উঠে আসছে আরও নানা তথ্য।

প্রশ্ন উঠছে উত্তম কি একাই এই কাজের সঙ্গে যুক্ত নাকি অন্য কেউ তাঁর সঙ্গে ছিল? খবর ছড়িয়েছে, তাঁর এই কাণ্ডে সহযোগী হিসেবে উঠে আসছে শহরের এক যুব নেত্রীর নাম। অনেকের মতে উত্তমকে সামনে রেখে প্রভাবশালী নেতারা দুর্নীতি করে নিজেদের আখের গুছিয়েছেন।

উদয়ন গুহ পুরসভার দায়িত্বে থাকাকালীন তাঁর খুব কাছের লোকও হয়ে উঠেছিলেন উত্তম। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাবশালী নেতা এবং শহরের ওই যুব নেত্রীর নাম করে তিনি টাকার দাবি করেছেন গ্রাহকদের কাছে।

এই ব্যাপারে উত্তমের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় কথা বলা যায়নি। সাহেবগঞ্জ রোডের বাড়িতে গিয়েও তাঁকে পাওয়া যায়নি।

এই বিষয়ে দিনহাটা পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরী বলেন, 'একজন পুরসভার কর্মচারীর কোথায় কী সম্পত্তি রয়েছে, আদৌ কি সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব!' মাথার ওপরে প্রভাবশালীদের হাত থাকার কথার তীব্র বিরোধিতা করেন তিনি। উত্তমের কোনও সহযোগী ছিল না বলেও দাবি তাঁর। তিনি বলেন, 'প্রশাসন তদন্ত করে বের করবে ঠিক কী হয়েছে।' এর আগে বিভিন্ন সময় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতাদের অঢেল সম্পত্তির কথা উঠে এলেও একজন সাধারণ কর্মচারীর উত্থান এবং অতি অল্প সময়ে প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তির পরিমাণ দেখে কটাক্ষ করতে ছাড়ছে না বিরোধীরা।

উত্তরের চার জেলায় সেচের জল দেবে রাজ্য

তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশনের বৈঠকে সিদ্ধান্ত

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : তিস্তা কমান্ড এলাকায় অসেচ সেবিত কৃষিজমিতে পাইপলাইনের মাধ্যমে সেচের জল পৌঁছে দেবে রাজ্য সেচ দপ্তর। যদিও এজন্য নতুন করে কোনও জমি অধিগ্রহণ করা হবে না। রাজ্যে নয়া এই পাইপ ইরিগেশনপ্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে শুক্রবার জলপাইগুড়ির রেসকোর্সপাড়ায় সেচ নিবাসে জেলা প্রশাসন, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদকে নিয়ে তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন বৈঠক বসেছিল। সেখানে ভূমি ও কৃষি দপ্তরের কর্তারাও হাজির ছিলেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি মহকুমা ও উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই প্রকল্প রূপায়িত হবে।

তিস্তা ব্যারেজের প্রকল্পে যেখান দিয়ে সেচখালের মাধ্যমে জল নিয়ে যাওয়া হয় তার বাইরেও বহু অসেচ এলাকা রয়েছে। গজলডোবার তিস্তা ব্যারেজ থেকে কয়েকটি সেচখাল ও লিংক ক্যানাল সহ উপখালের মাধ্যমে সেচের জল দেওয়া হয়। তিস্তা কমান্ড এলাকায় বহু ফাঁকা জমি থাকলেও সেচখাল তৈরি হয়নি। সেজন্য বহু কৃষক এখনও সেচের জল পান না। এই অবস্থায় কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ উদ্যোগে পাইপ ইরিগেশনপ্রকল্প শুরু হচ্ছে।

মহানন্দা ব্যারেজ ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডেন্ট ইঞ্জিনিয়ার স্বপনকুমার সাহা জানান, কৃষিজমির নীচ দিয়ে পাইপ বসিয়ে জলসেচ দেওয়া হবে। ফলে, কৃষকরা নিজের প্রয়োজনমাফিক জল ব্যবহার করতে পারবেন। জলের অপচয়ও রোধ হবে। বিষয়টি প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের বোঝানো হচ্ছে। যেখানে আপত্তি উঠছে তা নথিভুক্ত করা হয়েছে। রাজ্যকে সংশোধিত প্রকল্প রিপোর্ট পাঠানো হবে। ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায়, জলপাইগুড়ি সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় ও রাজগঞ্জের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রূপালি সরকাররা প্রকল্পটিকে স্বাগত জানান। তাঁরা জানান, প্রকল্পটি বাস্তবায়িত করতে গিয়ে দেখতে হবে কৃষকরা যাতে ঠিকমতো সেচের জল পান। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে কৃষকদের যেমন প্রয়োজনমতো সেচের জল মিলবে তেমনই জলের অপচয়ও বন্ধ হবে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন বলেন, 'আমরা সবাই চাই কৃষকরা যাতে উপকৃত হন। তাঁদের জমিতে যাতে ঠিকমতো সেচের জল পৌঁছায় সেই প্রস্তাব রাখা হয়েছে।'

তিস্তা ব্যারেজ ডিভিশন (মহানন্দা)-এর কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার জেপি পান্ডে জানান, তিস্তা কমান্ড এলাকাকে আগে থেকেই তিস্তা ব্যারেজের মাধ্যমে সেচের জল পৌঁছানোর জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল। অনেক অধিগৃহীত জমিতে ক্যানাল হয়নি। ওখানে কিছু অংশে সেচখাল তৈরি করা হবে। যেখানে সেচ খাল যাবে না যেখানে পাইপ ইরিগেশন দিয়ে জল দেওয়া হবে। তবে কত এলাকায় পাইপ দিয়ে জল সেচ দেওয়া হবে, কতগুলি জলাধার হবে এসব চূড়ান্ত করতে সময় লাগবে। রাজ্যকেও (ডিপিআর) দিয়ে জানানো হবে। রাজ্যের সম্মতি মিললে কাজ হবে।

জখম ১৪

বাস-ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষ

অনুপ সাহা

ওদলাবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : যাত্রীবাহী বাস এবং পাহাড়গামী বজরিবোঝাই ছোট ডাম্পারের মুখোমুখি সংঘর্ষে মহিলা ও শিশু সহ মোট ১৪ জন আহত হলেন। তাঁদের কারও মাথায়, কারও কোমরে, হাতে, পায়ে চোট লেগেছে। শুক্রবার বিকেলে ঘটনাটি ঘটে মাল থানার এলেনবাড়ি চা বাগানের কাছে ১৭ নম্বর জাতীয় সড়কে। বাসটি শিলিগুড়ির দিক থেকে বীরপাড়ার দিকে যাচ্ছিল। এলেনবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ ও স্থানীয়দের তৎপরতায় আহতদের ১২ কিলোমিটার দূরে ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়।

হাসপাতালের জরুরি বিভাগের কর্তব্যরত চিকিৎসক আবির সরকার জানান, আহতদের মধ্যে সাড়ে সাত বছরের এক শিশু সহ আরেক মহিলার আঘাত গুরুতর। তাদের শিলিগুড়ি পাঠানো হয়েছে। বাকিদের প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে পাওয়া আহতদের তালিকায় নাম রয়েছে চন্দ্রমায়া ছেত্রী, ইলিয়ানা সোরেন, সুশান্ত সরকার, বাসুদেব ভাদুড়ি, চন্দ মণ্ডল, রোহিত ছেত্রী, ডাঃ বলদেব, বুলু লামা, সুনীল ওরাওঁ, সৌমেন তামাং, দীপা লামা, নীলমণি ওরাওঁ, তাপস রায়, নিহাল ওরাওঁয়ের। তাঁরা সবাই ডুয়ার্সের বাসিন্দা। এঁরা চালসা, বীরপাড়া, লিসরিভার, আলিপুরদুয়ারের বলে জানা গিয়েছে।

ওদলাবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর বাসযাত্রী তাপস রায় বলেন, 'শিলিগুড়ি থেকে বাসে বীরপাড়া যাচ্ছিলাম। পিসি মিত্তাল বাস টার্মিনাস থেকে ছেড়ে বাসটি ঠিকঠাক চলছিল। এলেনবাড়ির কাছে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ডাম্পারকে পাশ কাটিয়ে বেরোতেই অন্য একটি ছোট ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষের তীব্রতায় বাসটির জানলার কাচগুলো সব ভেঙে যায়।'

প্রসঙ্গত, মাল থানার ট্রাফিক ওসি দেবজিৎ বসু বলেন, 'ক্রেন দিয়ে দুটি গাড়িকে উদ্ধার করে মাল থানায় নিয়ে আসা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

৬৩ কিমি রুটের সমীক্ষা শেষ

শীঘ্রই ইন্দো-ভুটান নতুন রেলপথের অনুমোদনের আশা

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : কোকরাঝাড় থেকে গেলেফু পর্যন্ত প্রায় ৬৩ কিলোমিটার রেলরুটের সমীক্ষার কাজ শেষ হয়েছে। চলছে ডিটেলড প্রোজেক্ট রিপোর্ট (ডিপিআর) তৈরির কাজ। ফলে ইন্দো-ভুটান নতুন রেলপথ তৈরি শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। সামনের অর্থবর্ষেই ওই রেলপথ তৈরির অনুমোদন মিলতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু ঠিক কবে থেকে শুরু হবে, সেটা এখনই বলছে না রেল কর্তৃপক্ষ।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের সিপিআরও কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'কোকরাঝার থেকে গেলেফু পর্যন্ত রেলরুটের সমীক্ষার কাজ শেষ। ডিপিআরের কাজ চলছে। শেষ হলে সেটা রেল বোর্ডের কাছে পাঠানো হবে।'

দুই দেশের তরফে সম্মতি পাওয়ার পরে ২০২২ সালে অসমের কোকড়াঝার থেকে গেলেফু পর্যন্ত রেলরুটের প্রাথমিক সমীক্ষার কাজ শুরু হয়। তারপর ফের সমীক্ষা হয়। ফাইনাল লোকেশন সার্ভের কাজও নভেম্বর মাসে শেষ হয়ে গিয়েছে।

ডিপিআর তৈরির পর সেই রিপোর্টটি অনুমোদন পেলে টেন্ডার বের করা হবে। পাশাপাশি চলবে অন্যান্য কাজও। নতুন অর্থবর্ষে রেলরুটের জন্য অর্থবরাদ্দ হলে কাজ শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ইন্দো-ভুটান রেলপথ তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। এর আগে ভুটানের সঙ্গে এদেশের রেলপথে যোগাযোগ গড়ে তুলতে পাঁচটি সম্ভাব্য রুটের কথা ভাবা হয়েছিল।

তার মধ্যে অসম থেকে তিনটি রুট, জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে একটি করে রুটের কথা ভাবা হয়েছিল। অসমের কোকড়াঝাড় থেকে ভুটানের গেলেফুর দূরত্ব প্রায় ৫৭.৭০ কিলোমিটার। শেষপর্যন্ত সেই রুটকেই বেছে নেয় রেলমন্ত্রক। এমনকি, দুই দেশের সম্মতিক্রমে রেলপথের সমীক্ষার কাজ শুরু করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। প্রায় দুই বছর ধরে ধাপে ধাপে সেই সমীক্ষার কাজ চলে।

> **সুবিধা কী**
>
> - কোকড়াঝার থেকে গেলেফু পর্যন্ত রেলপথ হলে ঘণ্টাখানেকে পৌঁছানো যাবে
> - প্রসার ঘটবে দুই দেশের পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যে
> - পণ্য পরিবহণের ক্ষেত্রেও মিলবে বাড়তি সুবিধা
> - তখন আর সড়কপথের ওপর ভরসা করতে হবে না

কোকরাঝার থেকে গেলেফু পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হলে ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ভুটানে পৌঁছানো যাবে।

এতে দুই দেশের মধ্যে পর্যটন এবং ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রসার ঘটবে বলে মনে করা হচ্ছে। পণ্য পরিবহণেও সুবিধা মিলবে। বিভিন্ন সময় ভুটান রেলপথে পণ্য পরিবহণ করে। সেক্ষেত্রে ভুটান সীমান্ত সংলগ্ন হাসিমারা স্টেশন সহ অন্যান্য রেলস্টেশনের ওপর নির্ভর করতে হয়। তারপর আবার সেগুলি সড়কপথে ভুটানে নিয়ে যাওয়া হয়। এতে পরিবহণ খরচ আরও বেড়ে যায়। তবে কোকরাঝার থেকে গেলেফু পর্যন্ত রেলপথ তৈরি হলে সময় ও খরচ দুটোই বাঁচবে।

হেপাটাইটিস রোগের বিরুদ্ধে প্রচার ময়নাগুড়িতে।

পুতুল নাটকে রোগ প্রতিরোধের বার্তা

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : ক্রমে হারিয়ে যেতে বসা মুখোশ ও পুতুল নাটকের মাধ্যমে ফের হেপাটাইটিস রোগের প্রতিরোধে প্রচার শুরু করল রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর। শুক্রবার ময়নাগুড়ি হাসপাতালে জনসাধারণ সহ অ্যাম্বুল্যান্সচালক, রোগী ও রোগীর পরিজনদের সামনে মুখোশ ও পুতুল নাটকের মাধ্যমে সচেতনতামূলক এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কলকাতার ধূমকেতু পাপেট থিয়েটারের সদস্যরা এই নাটক পরিবেশন করেন। নাটকের পাশাপাশি তাঁরা হেপাটাইটিস রোধে লিফলেটও বিলি করেন। জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মোট ৫৫টি জায়গায় নাটক পরিবেশিত হবে।

নাটকের নির্দেশক দিলীপ মণ্ডলের কথায়, 'সব জায়গায় নাটকে বেশ ভালো সাড়া মিলছে। সাধারণ মানুষও আনন্দের সঙ্গে নাটক দেখছেন।' একদিকে যেমন হেপাটাইটিস রোধে প্রচার চলছে একইভাবে হারিয়ে যেতে বসা এই সংস্কৃতি মানুষের সামনে তুলা ধরা সম্ভব হচ্ছে।'

মোট ৩০ মিনিটের এই নাটকে একজন পুরুষ একজন মহিলার চরিত্র ছাড়াও শিশু, চিকিৎসক, আশাকর্মীর চরিত্র রয়েছে। সেইসব চরিত্রকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছেন নিখিলেশ সরকার, অজয় ফলিয়া ও সুদীপ দাস সহ অন্যরা।

নাটকের মাধ্যমে হেপাটাইটিস-বি এবং হেপাটাইটিস-সি রোগ কীভাবে ছড়িয়ে পড়ে, রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে রোগ শনাক্তকরণের উপায়, রোগের চিকিৎসা কীভাবে হয়, সে ব্যাপারে প্রচার করা হয়।

ময়নাগুড়ি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা এক রোগীর পরিজন দিনবন্ধু সরকার বলেন, 'দীর্ঘদিন পর এই ধরনের নাটক দেখলাম। সেখানে হেপাটাইটিস রোগটি যেভাবে তুলে ধরা হয়েছে তা অভিনব।' স্থানীয় বাসিন্দা অমিতাভ দাসের বক্তব্য, 'শিশুরাও নাটকটি দেখে খুবই আনন্দ পেয়েছে। ছোট থেকেই ওদের এই সংক্রান্ত বোধ তৈরি হওয়াটাও জরুরি।'

খোঁজ মিলল পুলিশ অফিসারের স্বামীর

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা মহিলা পুলিশ অফিসার শান্তিদাস বসাকের স্বামী হঠাৎই নিখোঁজ হন বৃহস্পতিবার। এই নিয়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

থানায় নিখোঁজ ডায়েরির পাশাপাশি সমাজমাধ্যমেও নিখোঁজ সংক্রান্ত পোস্ট করেন ওই মহিলা অফিসার। তাঁর স্বামী দীপাঞ্জন বসাক অভিনয় জগতের সঙ্গে যুক্ত। দিনভর টানাপোড়েনের পর রাতে অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় দীপাঞ্জনকে।

সুস্থ অবস্থায় তাঁর খোঁজ মিলেছে বলে জানিয়েছেন শান্তি। উল্লেখ্য, সিআইডি ও মানবাধিকার কমিশনে বেশ কিছুদিন কর্মরত ছিলেন শান্তি।

অভিষেকের নাম করে প্রতারণা

বিধায়কের চিঠির সঙ্গে নাম মিলছে না ধৃতদের

অরূপ দত্ত ও গৌরহরি দাস

কলকাতা ও কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নিয়ে প্রতারণা কাণ্ডে ধৃতদের নামের সঙ্গে কোচবিহারের বিজেপি বিধায়কের চিঠিতে উল্লেখিত নামের আপাতদৃষ্টিতে মিল নেই। বিশেষ সূত্রে খবর, বিধায়ক হস্টেলের অতিথিশালার ঘর থেকে কোচবিহার দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র বিধায়ক প্যাডের পাতায় বিধানসভার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে হুগলির মহম্মদ ইমরাজ ও খালিফ খানের নাম রয়েছে। অথচ বৃহস্পতিবার প্রতারণা কাণ্ডে পুলিশ জুনেইদুল হক চৌধুরী, শেখ তসলিম ও শুভদীপ মল্লিককে গ্রেপ্তার করে। পুলিশের দাবি, ধৃতদের মধ্যে জুনেইদুল ও শুভদীপ হুগলির বাসিন্দা আর শেখ তসলিম পার্ক স্ট্রিট এলাকার। স্বাভাবিকভাবেই বিধায়কের চিঠিতে উল্লেখিত নাম ও ধৃতদের নামের সঙ্গে অসংগতি থাকা তদন্ত প্রক্রিয়ায় নতুন মোড় নিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শাসকদলের উপদেষ্টার অফিসের শীর্ষকর্তার নাম নিয়ে প্রতারণা কাণ্ডে বৃহস্পতিবার বিধায়ক হস্টেল থেকে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করে। কাটোয়ার বিধায়ক ও পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল সভাপতি রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দাবি করেন, বিধায়ক হস্টেলের যে ঘরে টাকা লেনদেনের জন্য আনন্দ দত্তকে আসতে বলা হয়েছিল সেটি কোচবিহার দক্ষিণের বিধায়ক নিখিলরঞ্জন দে'র।

> নিখিল সজ্জন লোক। তবে উনি কাকে থাকার জন্য চিঠি দিয়েছেন সেটা উনিই বলতে পারবেন।
>
> শুভেন্দু অধিকারী

তবে বিজেপি বিধায়ক সেখানে থাকতেন না। এরপরই বিজেপি বিধায়কের নামে নেওয়া ঘর কীভাবে প্রতারকদের হাতে গেল তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। নিখিলের বক্তব্য, 'নিয়ম হল আমাদের যদি কোনও অতিথি যান তাহলে আমরা আমাদের প্যাডে তাঁর নাম লিখে হস্টেল সুপারকে চিঠি দিই। সেই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে হস্টেলে রুম থাকলে কর্তৃপক্ষ তাঁকে তা দেয়। এর জন্য দিনে ৬০ টাকা ভাড়া দিতে হয়। কিন্তু যে ওখানে ছিল বলে শুনেছি তাকে চিঠি দেওয়া তো দূরের কথা, তার নামই আমি কোনওদিন শুনিনি। তাহলে আমার সম্মতি ছাড়া আমার নামে ওই রুম কী করে বুক হল?'

এই ঘটনার পর ঘর বুকিং নিয়ে বিধানসভার সচিবালয় রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও নিখিলরঞ্জনের দাবি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে। সূত্রের খবর, সেখানেই বিজেপি বিধায়কের প্যাডের পাতায় মহম্মদ ইমরাজ ও খালিফ খানের ২৪ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত দুটি এসি রুম বুকিংয়ের আবেদনের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। জরুরি কাজে এই ঘর প্রয়োজন বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়েছে। যদিও এদিন এই প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বিধায়ক হস্টেলের রেকর্ড অনুযায়ী বিজেপি বিধায়কের নামে ওই ঘর বুক করা হয়েছে। নিরাপত্তার জন্য তাঁদের নাম, আধার কার্ডের প্রতিলিপিও হস্টেলের কাছে রয়েছে। কিন্তু আমরা তো জানি না, কার রেফারেন্সে কে ভিতরে ঢুকছে। কেউ যদি অসৎ উদ্দেশ্যে ঢুকে থাকে তাহলে তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

বাংলাদেশে নৈরাজ্য আমাদেরও সতর্কবার্তা

প্রথম পাতার পর

যে পরিসংখ্যান বুঝিয়ে দেবে, ভালো নেই পড়শি দেশের মানুষগুলো।

পোশাক বাংলাদেশের অন্যতম বড় শিল্প। যা এখন গভীর সংকটে। ১৪০টি কারখানা বন্ধ। কাজ হারিয়েছেন ৯৪ হাজার শ্রমিক। এছাড়া প্রসিদ্ধ শিল্প সংস্থা বেক্সিমকো গ্রুপ ১৫টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়ায় বেকার আরও প্রায় ৪০ হাজার কর্মী। সব মিলিয়ে পোশাক, বস্ত্রশিল্পে কর্মচ্যুত ১ লক্ষ ৩৪ হাজার শ্রমিক। তাঁদের রোজগারে কত মানুষ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকেন, সেই সরল অঙ্কে না হয় নাই গেলাম। বাস্তব হল, বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানি কমেছে ৩.৩৩ শতাংশ।

বস্ত্রশিল্পের ভবিষ্যৎ তাই অনিশ্চিত বাংলাদেশে। অন্তর্বর্তী সরকার ব্যস্ত শেখ হাসিনাকে ভারত থেকে নিয়ে গিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানোর চেষ্টায়। মৌলবাদীরা মগ্ন ইসলামিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে। এদিকে, আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি। দেশটা জুড়ে ভয়ের পরিবেশ। চরম অরাজক পরিস্থিতি। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারের পাশাপাশি দুষ্কৃতীরাজ। এই তো ৭২ ঘণ্টা আগে চাঁদপুরে নোঙর করে রাখা জাহাজে পাওয়া গিয়েছে পাঁচজনের গলাকাটা লাশ।

খোলা মাঠ, লেক, নদী ইত্যাদি জায়গায় কত যে দেহ পড়ে থাকছে! নানা দুষ্কর্মের পুলিশি হিসাবটা দেখুন। চলতি বছরের নভেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশে খুনের ঘটনা ৩,৮০৪টি। শুধু ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের এলাকায় ৫১৪টি। ২০২৩-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে ডাকাতির মামলা হয়েছিল ৪৩টি। ২০২৪-এ সেই একই সময়ে সংখ্যাটি বেড়ে হয়েছে ১১১। এ পরিসংখ্যান অন্য কারও নয়, বাংলাদেশের পুলিশের।

ধর্ম নিয়ে মাতামাতির ফাঁকে মানুষের জান-মাল, জীবিকা যায় যায়। এই অরাজকতায় নিরাপদ নন সে দেশের মুসলিম ধর্মাবলম্বীরাও। কাট্টু টু ভারতবর্ষ। হিন্দুত্ববাদীদের ঘরোয়া মুষলপর্ব চরমে। রাম মন্দির স্রেফ ঝাঁকি হ্যায়, কাশী-মথুরা বাকি হ্যায়- স্লোগানে ঘোর আপত্তি জানিয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। তাঁর বার্তা, রাম মন্দিরেই শেষ। মসজিদ ভেঙে মন্দির খুঁজে বেড়ানোয় ইতি টানার সওয়াল ভাগবত-বাণীতে।

মৌচাকে যেন ঢিল পড়েছে। দু'ভাগ হিন্দুত্ববাদীরা। যোগী আদিত্যনাথ ভাগবত-কথার কট্টর বিরোধী। তিনি যে মেরুকরণের রথে চেপে পরের বার প্রধানমন্ত্রীর চেয়ারে উঠতে চান। হিন্দু হৃদয় সম্রাটের শিরোপাটা তাঁর মোদির কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া চাই। অস্বস্তিতে বিজেপিও। কিন্তু প্রকাশ্যে সরসংঘচালককে চ্যালেঞ্জ করা অসম্ভব। ফলে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে সাধু-সন্ন্যাসী, বিভিন্ন হিন্দুত্ববাদী সংগঠনকে। যেমন স্বামী রামভদ্রাচার্য। চিত্রকূটের জগৎগুরু রামভদ্র আচার্য হ্যান্ডিক্যাপড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। নরেন্দ্র মোদি ও যোগী আদিত্যনাথ-দুজনেরই ঘনিষ্ঠ। পদ্মবিভূষণ প্রাপক। আরএসএস প্রধানের উদ্দেশে তিনি হুংকার ছেড়েছেন, 'মোহন ভাগবত হিন্দু ধর্মের ঠিকাদার নাকি! সনাতন ধর্মকে পরিচালনা করবেন সাধুরা, উনি নন।' বুঝতে অসুবিধা হয় না খোদ সরসংঘচালককের বিরুদ্ধাচরণে তাঁর সাহসের উৎস কোথায়! আসলে হিন্দুত্বই হোক বা ইসলামের নাম নিয়ে মৌলবাদ, ধর্মের নামে প্যান্ডোরার বাক্স খুলে সামলানো কঠিন হয়ে যায়। ধর্মকে ব্যবহার করে অন্য স্বার্থসিদ্ধিই প্রধান হয়ে ওঠে। যেখানে রাজনৈতিক নেতারা দাবার বোড়ে হয়ে যাচ্ছেন। যেমন হয়েছেন ইউনূস। তাতে পেটের ভাত, মাথা গোঁজার ঠাঁই, জীবিকা ইত্যাদি অনিশ্চিত হলে হোক। ধর্মে ভর করে ক্ষমতা ও অন্যান্য স্বার্থ তো নিশ্চিত।

তাই মোহন ভাগবত যাই বলুন, 'যার যা ধর্ম সেই সে করে/ তোমার বলা অকারণ' গাওয়া আর চলবে না। তাতে বাংলাদেশের মতো নৈরাজ্যের আখড়া ভারতে হবে না, এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই!

লাচেনের পথে পারমিট

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : ফের খুলে গেল লাচেনের পথ। পাঁচদিনের ব্যবধানে শুক্রবার থেকে নতুন করে পারমিট দেওয়া শুরু হল উত্তর সিকিমের এই পর্যটনকেন্দ্রটির জন্য। ২০ ডিসেম্বর রংমা রেঞ্জে ধস নামায় বন্ধ হয়ে যায় চুংথাং-লাচেন সড়ক। লাচেন বেড়াতে গিয়ে আটকে পড়েন বেশ কয়েকজন পর্যটক। যদিও কোনওরকমে রাস্তা সংস্কার করে ওই রাতেই পর্যটকদের গ্যাংটকে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এরপর সিকিম প্রশাসনের তরফে বন্ধ রাখা হয় পারমিট। পাশাপাশি রাস্তা সংস্কারে জোর দেয় মংগন জেলা প্রশাসন। এক বছর পর চালু হয়েও লাচেনে পর্যটকদের যাওয়া বন্ধ হওয়ায় হতাশ হয়ে পড়েন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। তাঁদের মুখে হাসি ফিরিয়ে এদিন থেকে ফের পারমিট দেওয়া শুরু করেছে প্রশাসন। তবে রাস্তার যা অবস্থা তাতে নতুন করে পথটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

ফিরছে ট্রেনের পুরোনো নম্বর

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : প্রায় চার বছর পর 'কোভিড আতঙ্ক' মুক্ত হল ভারতীয় রেল। কোভিডের সময় মূলত প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলিকে স্পেশাল হিসেবে চালিয়েছিল রেল। যে কারণে ট্রেন নম্বরের আগে জিরো যুক্ত করা হয়েছিল। আগামী ১ জানুয়ারি থেকে জিরো অবলুপ্ত হয়ে ফিরছে পুরানো নম্বর। বৃহস্পতিবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের তরফে এই সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। মালদা টাউন-কাটিহার প্যাসেঞ্জার, এনজেপি-হলদিবাড়ি প্যাসেঞ্জারের মতো শতাধিক ট্রেনের পুরোনো নম্বর ফিরছে।

সব পক্ষকে মেলালেন মনমোহন

প্রথম পাতার পর

মনমোহনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে দুই মিনিট নীরবতা পালন করে। তাঁর স্মরণে একটি শোকপ্রস্তাব গ্রহণ করে।

প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, 'ভারতের উন্নয়নে মনমোহন সিংয়ের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমগ্র জীবনযাত্রা তাঁর সাধারণত্ব এবং সততার প্রতিফলন। মনমোহন সিং ছিলেন একজন দুর্দান্ত সাংসদ। বঞ্চনা এবং লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে কীভাবে একজন মানুষ সফলতাকে ছুঁতে পারে, তাঁর জীবন সেই শিক্ষা দান করে।'

তাঁর সংযোজন 'একজন সৎ মানুষ, মহান অর্থনীতিবিদ এবং সংস্কারের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করা ব্যক্তি হিসেবে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কঠিন সময়ে রিজার্ভ ব্যাংকের গর্ভনর পদে বসেছিলেন তিনি। তিনি অর্থমন্ত্রী হিসেবে আর্থিক সংকটে ধুঁকতে থাকা অর্থনীতিকে নতুন দিশা দেখিয়েছিলেন।'

মহানাম সংকীর্তন

ফুলবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম কালীবাড়ি মহিলা কমিটির অষ্টপ্রহর মহানাম সংকীর্তন শুক্রবার হয়।

কমিটির সম্পাদিকা কণিকা শাঁখারি জানান, বৃহস্পতিবার রাতে ভাগবত পাঠ ও অধিবাস কীর্তন হয়।

শনিবার মহাপ্রভুর ভোগ ও প্রসাদ বিতরণ হবে।

দার্জিলিং মেল ফিরতে পারে

প্রথম পাতার পর

এই সূত্র ধরেই ডাবল লাইন প্রসঙ্গে শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলছেন, 'রেলের সম্প্রসারণ অত্যন্ত প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের ভূমিকা ইতিবাচক হওয়া উচিত। কেন না, রেলপ্রকল্পের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হয়। কিন্তু বিজেপি বিরোধিতা করতে গিয়ে তৃণমূল সরকার মানুষের কল্যাণে নজর দিচ্ছে না।'

যদিও বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণ প্রসঙ্গ টেনে এই অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির মেয়র ও তৃণমূলের বর্ষীয়ান নেতা গৌতম দেব। তাঁর বক্তব্য, 'বিমানবন্দরের ক্ষেত্রে প্রথমে বিনামূল্যে ২৮ একর জমি দেওয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ১১৬ একর দেওয়া হয়েছে সরকারি দরে। ফলে রাজ্য সরকার উন্নয়নের পক্ষে নয়, এধরনের অভিযোগ ঠিক নয়। তাছাড়া যে কোনও প্রকল্পের ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে সরকারের কথা হয়।'

রাজনৈতিক 'লড়াই'-এর বাইরে খোঁজ নিতে গিয়ে দখলদারির একাধিক ঘটনা সামনে এসেছে। প্রস্তাবিত ডাবল লাইনের পথে (এনজেপি থেকে ঠাকুরগঞ্জ) ফুলেশ্বরী, বাগরাকোট, হকার্স কর্নার, দার্জিলিং মোড়, শিবমন্দির বাজার, বাগডোগরা ও নকশালবাড়ির কিছু এলাকায় রেলের জমিতে জবরদখল রয়েছে। একাধিকবার নোটিশ ধরিয়েও ব্যবসায়ী বা বাসিন্দাদের সরাতে পারেনি রেল। সম্প্রতি এ ব্যাপারে আরও একবার রাজ্য প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

বর্তমান পরিকাঠামোতেও শিলিগুড়ি জংশন থেকে দার্জিলিং মেল চালানো সম্ভব বলে মনে করছে শিলিগুড়ি বাগডোগরা রেল উন্নয়ন ফোরাম। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গোপাল দেবনাথ বলছেন, 'বাগডোগরা রুটে রাতেরবেলা তেমন কোনও ট্রাফিক সমস্যা নেই। ফলে আড়াই দশকের দাবি মেনে দার্জিলিং মেলকে শিলিগুড়ি জংশন থেকে রেল চালাতেই পারে। তাতে পর্যটক সহ বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ উপকৃত হবেন। তবে রেলের সম্প্রসারণের জন্য উচ্ছেদটাও অত্যন্ত প্রয়োজন।'

এনজেপির পরিবর্তে দার্জিলিং মেল হলদিবাড়ি থেকে চলাচল করছে ২০২২ সালের ৮ অগাস্ট থেকে। সেইসময় রেলের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ সহ অনেকেই। তবে রেলের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়, যা নিয়ে সেসময় বিজেপির গৃহযুদ্ধও প্রকাশ্যে আসে। নতুন সিদ্ধান্ত বাস্তবের মুখ দেখলে আরও একবার যে দ্বন্দ্ব দেখবে উত্তরবঙ্গ, তা কার্যত নিশ্চিত।

শুধু দার্জিলিং মেল হলদিবাড়িতে আটকে থাকা নয়, বাগডোগরা রুটে ডাবল লাইন না হওয়ায় চিকেন নেকের নিরাপত্তা নিয়ে রেলের পরিকল্পনাও মার খাচ্ছে।

ইতিমধ্যে আরারিয়া-গলগলিয়া রেল প্রকল্পের কাজ প্রায় শেষপর্যায়ের দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে রেল। প্রকল্পটির একটা অংশ ইতিমধ্যে পরিদর্শন করে রেলওয়ে সেফটি কমিশনারের (সিআরএস) তরফ থেকে সবুজ সংকেত দেওয়া হয়েছে। রেল আধিকারিকদের বক্তব্য, বাগডোগরা ডাবল লাইন গলগলিয়ার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হলে নিরাপত্তা আরও সুনিশ্চিত হবে।

নতুন ট্রেন, যাত্রাপথের সম্প্রসারণ, চলাচলের দিন বৃদ্ধি, ট্রেন চলাচলের নিয়মিতকরণ, সময়সূচীর পরিবর্তন ইত্যাদি, যেগুলি নতুন সময় সারণী যা **১লা জানুয়ারি, ২০২৫** থেকে কার্যকর হবে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ–

১) নতুন ট্রেন চালু ঃ–

ডিভিশন	প্রস্তাবিত ট্রেন	চলাচলের দিন	ছাড়বে	পৌঁছবে
শিয়ালদহ	৩১৭২৮ কৃষ্ণনগর সিটি জংশন–রানাঘাট	প্রত্যহ	১১.৪৫	১২.২৫

২) ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ ঃ দুটি ইএমইউ ট্রেন নিম্নলিখিত গন্তব্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে ঃ–

ক্রঃ নং	ট্রেনের নাম ও নম্বর	যে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে
১.	৩৭৩০৩ / ৩৭৩০৪ হাওড়া–সিঙ্গুর–হাওড়া লোকাল	তারকেশ্বর
২.	৩৭৩০৫ / ৩৭৩০৬ হাওড়া–সিঙ্গুর–হাওড়া লোকাল	হরিপাল

৩) যে সকল ট্রেনের সময়সূচীতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঃ

ক. মেল/এক্সপ্রেস ঃ

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী	সংশোধিত সময়সূচী
১.	১৩৪৬৫	হাওড়া — মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১৫.১৫ মালদা টাউনে পৌ. ঃ ২১.৫০	হাওড়া ছা. ঃ ১৪.০০ মালদা টাউনে পৌ. ঃ ২০.৩০
২.	১৩০৩৪	কাটিহার — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৯.১০/১৯.২০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৩.৫৫	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৮.২০/১৮.৩০ হাওড়া পৌ. ঃ ০২.৫০
৩.	১৩১০৬	বালিয়া — শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.০০/১৯.১০ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০৩.০৫	ঝাঝা ছা. ঃ ১৮.৩৫/১৮.৪৫ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০২.০৫
৪.	১৩১৬৫	কলকাতা — সীতামাঢ়ী এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ঃ ২২.৪৫ ঝাঝা পৌ. ঃ ০৫.৩০/০৫.৩৫	কলকাতা ছা. ঃ ২৩.৩৫ ঝাঝা পৌ. ঃ ০৫.৩০/০৫.৩৫
৫.	১৩১৫৯	কলকাতা - যোগবাণী এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ঃ ২০.৫৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৫.০০/০৫.১০	কলকাতা ছা. ঃ ২১.৪৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৪.৫৫/০৫.০৫
৬.	১৩০৬৪	বালুরঘাট — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২৩.০০/২৩.১০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৬.১৫	মালদা টাউন ছা. ঃ ২৩.০০/২৩.১০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৫.৩০
৭.	১৩১৬০	যোগবাণী — কলকাতা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.০৫/২০.১৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.২০	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.০৫/২০.১৫ হাওড়া পৌ. ঃ ০২.৩৫
৮.	১৩১৩৬	জয়নগর — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.০০
৯.	১৩১৩৮	আজমগড় — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.০০
১০.	১৩১৫৬	সীতামাঢ়ী — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.০০
১১.	১৩১৫৮	মুজফ্‌ফরপুর — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ঃ ০৩.০০
১২.	১৪০৫০	দিল্লি — গোড্ডা এক্সপ্রেস	গোড্ডা পৌ. ঃ ১৫.৪৫	গোড্ডা পৌ. ঃ ১৫.১৫
১৩.	১২৩২২	সিএসএমটি মুম্বাই — হাওড়া এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌ. ঃ ১১.৪০	হাওড়া পৌ. ঃ ১১.১০
১৪.	১৫৯৬০	ডিব্রুগড় — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৫.১০	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৪.৪০
১৫.	১৫৯৬২	ডিব্রুগড় — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৫.১০	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ঃ ০৪.৪০
১৬.	১৩০৩১	হাওড়া — জয়নগর এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১১.০৫ কিউল পৌ. ঃ ০৩.১০/০৩.২৫	হাওড়া ছা. ঃ ১১.২৫ কিউল পৌ. ঃ ০৩.১০/০৩.১৮
১৭.	১৫৬৫৭	ব্রহ্মপুত্র মেল	কিউল ছা. ঃ ১৭.১০/১৭.১৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০০.০৫/০০.১৫	কিউল ছা. ঃ ১৭.১০/১৭.১৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ২৩.৪৫/২৩.৫৫
১৮.	২২৩১০	ভাগলপুর — হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ঃ ১৫.২০ হাওড়া পৌ. ঃ ২১.২০	ভাগলপুর ছা. ঃ ১৫.০৫ হাওড়া পৌ. ঃ ২১.০০
১৯.	১৩০১৫	হাওড়া — জামালপুর এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১০.৪০ জামালপুর পৌ. ঃ ২১.০০	হাওড়া ছা. ঃ ১১.০৫ জামালপুর পৌ. ঃ ২১.৩৫
২০.	১২৩৪৯	গোড্ডা — নয়াদিল্লি হামসফর এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ঃ ১৪.০০ কিউল পৌ. ঃ ২০.১০/২০.১৫	গোড্ডা ছা. ঃ ১৪.১০ কিউল পৌ. ঃ ২০.১০/২০.১৫
২১.	১৫৬২৫	দেওঘর — আগরতলা এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ঃ ২০.০৫ মুঙ্গের পৌ. ঃ ০০.১০/০০.১৫	দেওঘর ছা. ঃ ২০.০০ মুঙ্গের পৌ. ঃ ০০.০৫/০০.১০
২২.	১৫৯২৫	দেওঘর — ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ঃ ২০.০৫ মুঙ্গের পৌ. ঃ ০০.১০/০০.১৫	দেওঘর ছা. ঃ ২০.০০ মুঙ্গের পৌ. ঃ ০০.০৫/০০.১০
২৩.	১৩৪৬৬	মালদা টাউন — হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ০৬.১৫ হাওড়া পৌ. ঃ ১২.৫০	মালদা টাউন ছা. ঃ ০৬.০৫ হাওড়া পৌ. ঃ ১২.৪০
২৪.	২২৫০৪	ডিব্রুগড় — কামাখ্যা বিবেক এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৯.৪৫/১৯.৫৫	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.২৫/২০.৩৫
২৫.	১৩১৪২	নিউ আলিপুরদুয়ার — শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.২০/২০.৩০ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০৩.৪৫	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৯.৪৫/১৯.৫৫ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০৩.৩৫
২৬.	১৩১৫৪	মালদা টাউন — শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.৩০ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০৪.৪০	মালদা টাউন ছা. ঃ ২১.২৫ শিয়ালদহ পৌ. ঃ ০৪.৪০
২৭.	১৩২৩৬	দানাপুর — সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	কিউল ছা. ঃ ০৯.০২/০৯.০৭ সাহেবগঞ্জ পৌ. ঃ ১৩.১৫	কিউল ছা. ঃ ০৯.২০/০৯.২৫ সাহেবগঞ্জ পৌ. ঃ ১৩.৪৫
২৮.	২২৪৯৯	দেওঘর — বারাণসী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ঃ ১৫.১৫	দেওঘর ছা. ঃ ১৫.১০
২৯.	২২৩০৩	হাওড়া — গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ০৬.৫০	হাওড়া ছা. ঃ ০৬.৪৫
৩০.	২২৩০৪	গয়া — হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌ. ঃ ২১.০৫	হাওড়া পৌ. ঃ ২১.১০
৩১.	২২৩০৯	হাওড়া — ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ০৭.৪৫ ভাগলপুর পৌ. ঃ ১৪.০৫	হাওড়া ছা. ঃ ০৭.৪৫ ভাগলপুর পৌ. ঃ ১৩.৫০
৩২.	১৩২০৮	পাটনা — জসিডি মেমু এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ঃ ১৫.০৩/১৫.০৫ জসিডি পৌ. ঃ ১৬.১০	ঝাঝা ছা. ঃ ১৫.৫০/১৫.৫২ জসিডি পৌ. ঃ ১৬.৫২
৩৩.	১২৩৪৭	হাওড়া — রামপুরহাট এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১১.৫৫ রামপুরহাট পৌ. ঃ ১৫.৩০	হাওড়া ছা. ঃ ১২.১৫ রামপুরহাট পৌ. ঃ ১৫.৫০
৩৪.	১২২৬০	বীকানের — শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ পৌ. ঃ ১৩.১৫	শিয়ালদহ পৌ. ঃ ১৩.২৫
৩৫.	১৩১৫৩	শিয়ালদহ — মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ ছা. ঃ ২২.১৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৬.১৫	শিয়ালদহ ছা. ঃ ২২.০৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৬.১৫
৩৬.	১২৩৪৩	শিয়ালদহ — হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল	শিয়ালদহ ছা. ঃ ২২.০৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৪.১৫/০৪.২৫	শিয়ালদহ ছা. ঃ ২২.১৫ মালদা টাউন পৌ. ঃ ০৪.১৫/০৪.২৫

খ. প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঃ

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
			যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ
১.	৩৩৬২৩	শিয়ালদহ — দত্তপুকুর ইএমইউ	১৯.৫২	২০.৫৪	২০.০৮	২১.১০
২.	৩৩৬৩০	দত্তপুকুর — শিয়ালদহ ইএমইউ	২১.০৬	২২.০৫	২১.২২	২২.২১
৩.	৩১৭৮১	রানাঘাট — শান্তিপুর ইএমইউ	০৮.১৫	০৮.৪২	০৮.১০	০৮.৩৭
৪.	৩১৭৮২	শান্তিপুর — রানাঘাট ইএমইউ	০৮.৫৬	০৯.২২	০৮.৫১	০৯.১৭
৫.	৩১৫১৮	শান্তিপুর — শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.২৬	০৯.৪০	০৭.২৪	০৯.৪০
৬.	৩৩৮১৩	শিয়ালদহ — বনগাঁ ইএমইউ	০৪.১৫	০৬.০৮	০৪.০০	০৫.৫৫
৭.	৩৭৯২২	কাটোয়া — হাওড়া ইএমইউ	১০.২৫	১৪.০৫	১০.৩৬	১৪.১০
৮.	৫৩০৩৪	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	১৫.৪৫	১৭.২৫	১৬.০৫	১৭.৪৫
৯.	৫৩০২৪	সাহেবগঞ্জ — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	২২.৩০	০০.০৫	২২.৪০	০০.১৫
১০.	৬৩০২০	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	১৬.৪০	১৮.১৫	১৭.০০	১৮.৩৫
১১.	৬৩১৫১	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	০৫.৩৫	০৫.৫৫	০৫.২০	০৫.৪০
১২.	৬৩১৬১	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	১৬.৪০	১৭.০০	১৬.২০	১৬.৪০
১৩.	৬৩১৫৮	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১৩.০৫	১৩.২৫	১৩.৩০	১৩.৫০
১৪.	৬৩১৬৭	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	২২.৫০	২৩.০৫	২২.৫০	২৩.১০
১৫.	৩৭৫৪২	ব্যান্ডেল — নৈহাটি ইএমইউ	১৫.০০	১৫.২০	১৫.২০	১৫.৪২
১৬.	৩৩৭৩৯	রানাঘাট — বনগাঁ ইএমইউ	২৩.১২	২৩.৫৮	২৩.২৫	০০.০৮
১৭.	৩৩৭৩৮	বনগাঁ — রানাঘাট ইএমইউ	২৩.০৯	২৩.৫২	২৩.২০	০০.০৩
১৮.	৩৭২৮৫	হাওড়া — ব্যান্ডেল ইএমইউ	২২.২০	২৩.২০	২২.৩০	২৩.৩০
১৯.	৩৭২৮৭	হাওড়া — ব্যান্ডেল ইএমইউ	২২.৩০	২৩.৩০	২২.৫০	২৩.৫০
২০.	৩৭৮৪০	বর্ধমান — হাওড়া মেইন ইএমইউউ	১৫.১৫	১৭.৩৫	১৫.০৫	১৭.২৫
২১.	৩১৭৭৬	কৃষ্ণপুর — কাশিমবাজার ইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৬.৪৫	০৭.২৮	০৬.৫৫	০৭.৪০
২২.	৬৩০০৭	কাটোয়া — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	১০.১০	১৩.২০	১০.৩০	১৪.০৫
২৩.	৬৩০৬৯	বর্ধমান — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	২০.২০	২২.৩০	২০.৪৫	২৩.০০
২৪.	৬৩০৭৫	রামপুরহাট — বারহারওয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	২২.৪০	০০.৩০	২৩.১০	০১.০০
২৫.	৬৩৫০১	হাওড়া — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	০১.৫০	০৩.৪০	০১.৪৫	০৩.৩৫
২৬.	৬৩০৪১	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	০৮.০০	০৮.২০	০৭.৩০	০৭.৫০
২৭.	৬৩০৪২	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	০৭.২০	০৭.৪০	০৬.৫৫	০৭.১৫
২৮.	৬৩০৪৫	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	২১.১০	২১.৩০	২১.০০	২১.২০
২৯.	৬৩০৪৬	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	২০.২৫	২০.৪৫	১৯.৫০	২০.১০
৩০.	৬৩০৫৭	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	২১.৪৫	২২.০৫	২২.০২	২২.২২
৩১.	৬৩০৫৮	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	২১.১০	২১.৩০	২১.৩০	২১.৫০
৩২.	৬৩০২৬	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	১৮.২৫	২০.১৫	১৭.৫৫	১৯.৩০
৩৩.	৬৩০৩২	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	০৮.৫৫	১০.৪০	০৮.৩৮	১০.২৩
৩৪.	৬৩১৫৬	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১০.৫০	১১.১০	১০.৩৫	১০.৫৫
৩৫.	৬৩১৫৯	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	১৪.৪০	১৫.০০	১৪.৩৫	১৪.৫৫
৩৬.	৬৩১৬২	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১৭.১০	১৭.৩০	১৬.৫৫	১৭.১৫
৩৭.	৬৩১৬৩	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	১৭.৪৫	১৮.০৫	১৭.৫৫	১৮.১৫
৩৮.	৬৩১৬৪	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১৮.২৫	১৮.৪৫	১৮.৪০	১৯.০০
৩৯.	৬৩৫০৭	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	০৫.১৫	০৭.১৫	০৫.০৫	০৭.১৫
৪০.	৬৩৫০৯	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	০৭.৩০	১২.৫৫	০৭.১৫	১৩.০০
৪১.	৬৩৫১১	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	০৮.০৫	১০.০৫	০৮.১৫	১০.৩০
৪২.	৬৩৫১৫	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	১১.৫৫	১৩.৫০	১১.৫০	১৪.০৫
৪৩.	৬৩৫১৭	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	১৩.০৮	১৫.০৫	১৩.০০	১৫.০৮
৪৪.	৬৩৫১৯	বর্ধমান-আসানসোল-বোকারো স্টিল সিটি মেমু প্যাসেঞ্জার	১৫.৩৫	১৭.৫০	১৫.৩০	১৭.৪৫
৪৫.	৬৩৫২০	বোকারো সিটল সিটি-আসানসোল-বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	০৯.১০	১১.০০	০৯.০৮	১১.২০
৪৬.	৬৩৫২১	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	১৬.০০	১৭.৫৫	১৫.৫৭	১৭.৫৫
৪৭.	৬৩৫২৫	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	২০.২৩	২২.৩০	২০.০৫	২২.৪০
৪৮.	৬৩৫৪১	আসানসোল — এনএসসি গোমো মেমু প্যাসেঞ্জার	০৪.৫০	০৫.৫৫	০৪.৪৫	০৫.৫৫
৪৯.	৬৩৫৬৪	জসিডি — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	১৭.৪০	১৯.৫০	১৭.৩০	২০.০০
৫০.	৬৩৫৬৯	আসানসোল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১৭.৩৩	২০.০২	১৭.৩০	১৯.৫৭
৫১.	৬৩৫৭০	বৈদ্যনাথধাম — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	০৬.১০	০৮.৫০	০৬.০৫	০৯.১০
৫২.	৬৩৫৭৩	জসিডি — কিউল মেমু প্যাসেঞ্জার	১১.২০	১২.১৮	১১.০৫	১২.১৮
৫৩.	৬৩৫৪৯	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	১২.৩২	১৪.৩০	১২.৩০	১৪.৪০
৫৪.	৬৩৫৫০	অন্ডাল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	১৮.৩৫	১৯.৫৫	১৮.২৫	১৯.৫০
৫৫.	৬৩৫৪৭	জসিডি — বাঁকা মেমু প্যাসেঞ্জার	১০.২০	১২.০৫	১০.৩০	১২.০৫
৫৬.	৫৩৩৬৯	মধুপুর — কোডারমা প্যাসেঞ্জার	১৯.১০	১৯.৫৫	১৯.০০	১৯.৫৫
৫৭.	৫৩৫১৩	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	০৮.০০	০৮.৫৮	০৭.৫০	০৮.৪৫
৫৮.	৫৩৫১৪	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	০৯.২০	১০.১৬	০৯.১০	১০.১০
৫৯.	৫৩৫১৮	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	১৮.০০	১৮.৫৮	১৮.৪০	১৯.৪৫
৬০	৬৩১৬৯	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	০৩.৩৫	০৩.৫০	০৩.২০	০৩.৪০
৬১.	৭৩৪০২	ভাগলপুর — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১০.৩০	১৩.৩৫	১১.০৫	১৪.০৫
৬২.	৫৩০২১	আজিমগঞ্জ — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	০৪.২০	০৮.২৫	০৪.৩০	০৮.৩৫
৬৩.	৫৩০২৭	আজিমগঞ্জ — মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার	১৬.১৫	১৯.৪৫	১৬.১০	১৯.৪৫
৬৪.	৫৩০২৮	মালদা টাউন — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	০৭.১৫	১০.১৫	০৭.১০	১০.২০
৬৫.	৫৩০২৯	আজিমগঞ্জ — ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার	১৬.৪৫	০০.২০	১৬.৩৫	০০.২৫
৬৬.	৭৩৪১৯	সাহেবগঞ্জ — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৮.২৫	১০.২০	০৮.৪৫	১০.৫০
৬৭.	৭৩৪২০	ভাগলপুর — সাহেবগঞ্জ ডেমু প্যাসেঞ্জার	১১.৪০	১৩.৫০	১১.১০	১৩.১০
৬৮.	৫৩০৫১	আজিমগঞ্জ — নিমতিতা প্যাসেঞ্জার	০২.৩০	০৩.৫০	০২.২০	০৩.৪০
৬৯.	৫৩০৫২	নিমতিতা — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	১৮.৩৫	২০.০০	১৮.৩০	২০.০০
৭০.	৬৩০৬৩	বর্ধমান — তিনপাহাড় মেমু প্যাসেঞ্জার	০৭.০৫	১২.০৭	০৭.০০	১২.২৫
৭১.	৫৩৪০৪	গয়া — কিউল — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	১১.১৫	১২.৩০	১১.১০	১২.৩০
৭২.	৫৩৪০৫	রামপুরহাট — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	০৬.০৫	০৯.৩৫	০৬.১৫	০৯.৪০
৭৩.	৫৩৪১১	বারহারওয়া — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	১৩.৫০	১৫.১০	১৩.৪০	১৫.১০
৭৪.	৫৩৪১২	সাহেবগঞ্জ — বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার	১২.১০	১৩.৩৫	১২.০০	১৩.৩৫
৭৫.	৫৩৪১৬	জামালপুর — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	০৭.০৫	১১.০০	০৭.০০	১১.০৫
৭৬.	৫৩৬১৫	জামালপুর — কিউল — গয়া প্যাসেঞ্জার	০৮.২০	০৯.৪৩	০৮.২৫	০৯.৪৮
৭৭.	৫৩৪৮১	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	০৩.৫০	০৪.১৫	০৩.৪৫	০৪.১৫
৭৮.	৫৩৪৮৫	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	০৯.৫০	১০.১৫	০৯.৪৫	১০.১৫
৭৯.	৫৩৪৮৮	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	১২.২৫	১২.৫০	১২.২০	১২.৫০
৮০.	৫৩৪৯০	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	১৪.৫৫	১৫.২০	১৪.৫০	১৫.২০
৮১.	৫৩৪৯৩	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	২১.৩০	২১.৫৫	২১.২০	২১.৫০
৮২.	৫৩৪৯৫	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	২৩.৩০	২৩.৫৫	২৩.২৫	২৩.৩৫
৮৩.	৫৩৪৯৬	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	২২.২০	২২.৪৫	২২.১৫	২২.৪৫
৮৪	৬৩০২২	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	১৯.৩০	২১.০০	১৯.২৫	২০.৫৫
৮৫.	৬৩১৪২	গোড্ডা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	০৯.৩০	১৮.৩৫	০৯.৪৫	১৮.৩৫
৮৬.	৭৩৪২২	কিউল — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৯.২০	১০.৩৫	০৯.০৫	১০.২০
৮৭.	৭৩৪২৭	জামালপুর — কিউল ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৩.১৫	০৪.৪০	০৩.১০	০৪.৪০
৮৮.	৭৩৪২৮	কিউল — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৫.১৫	০৬.৩০	০৫.১০	০৬.৩০
৮৯.	৭৩৪৪৩	হাঁসদিহা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৫.৫০	১৭.৫৮	১৬.৩০	১৮.৫০
৯০.	৭৩৪৪৬	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৯.৩৫	২২.০২	১৯.৫৮	২২.১০
৯১.	৭৩৪৪৮	ভাগলপুর — বাঁকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৬.৫৫	১৮.৪৫	১৭.০৫	১৮.৫০
৯২.	৭৩৪৭১	দুমকা — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৯.৩০	১০.২৫	০৯.১৫	১০.০৫
৯৩.	৭৩৪০১	গোড্ডা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	০৬.২২	০৯.৩০	০৬.৪০	০৯.৫৭
৯৪.	৭৩৪১১	গোড্ডা — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৭.১০	১৭.৫০	১৭.২০	১৮.০০
৯৫.	৭৩৪৯৪	গোড্ডা — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	২০.৩৫	২২.১৫	২১.১৫	২২.৫৫
৯৬.	৭৩৪৯২	গোড্ডা — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৫.৫৫	১৭.৩০	১৬.১০	১৮.০৫
৯৭.	৭৩৪৩৫	ভাগলপুর — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	২১.৫০	২৩.৩৫	২২.০০	০০.০৫
৯৮.	৫৩৪৪১	দেওঘর — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	১৫.২৫	২১.২০	১৫.৪৫	২২.০৫
৯৯.	৫৩৪৪৩	গোড্ডা — দেওঘর প্যাসেঞ্জার	১২.৫৫	১৫.০০	১৩.১৫	১৫.০৫
১০০.	৫৩৪৪৪	দেওঘর — গোড্ডা প্যাসেঞ্জার	১০.৩৫	১২.৩০	১০.৪৫	১২.৪০
১০১.	৩৪৩৩৪	বারুইপুর — লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	১৮.৪০	১৯.৩০	১৮.৩০	১৯.২০
১০২.	৫৩০১১	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	১৪.০০	১৫.৪০	১৩.৫৫	১৫.৪০
১০৩.	৩১৫১৬	শান্তিপুর — শিয়ালদহ ইএমইউ	০৫.৫২	০৮.০৭	০৫.৪২	০৮.০০
১০৪.	৩৭৩০৯	হাওড়া — তারকেশ্বরর ইএমইউ	০৪.৫৫	০৬.২৫	০৪.০৫	০৫.৩৫
১০৫.	৩৭৯১১	হাওড়া — কাটোয়া ইএমইউ	০৫.৩৮	০৮.৪৩	০৫.৩০	০৮.৩৫
১০৬.	৩৭৩৮৫	তারকেশ্বর — আরামবাগ ইএমইউ	০৪.০০	০৪.৪০	০৩.৫৭	০৪.৩৫
১০৭.	৩৭৩৮৭	তারকেশ্বর — আরামবাগ ইএমইউ	০৫.৩২	০৬.০৮	০৫.২৬	০৬.০২
১০৮.	৬৩৫৩৬	সাঁইথিয়া — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	১৬.৪০	১৮.২০	১৬.১০	১৭.৫০
১০৯.	৩৩৪৪৫	শিয়ালদহ — বারাসাত ইএমইউ	২১.১২	২১.৫৬	২১.২০	২২.০৫
১১০.	৩৩৬২৩	শিয়ালদহ — দত্তপুকুর ইএমইউ	১৯.৫২	২০.৫৪	২০.০৮	২১.১০
১১১.	৩৩৬৩০	দত্তপুকুর — শিয়ালদহ ইএমইউ	২১.০৬	২২.০৫	২১.২২	২২.২১
১১২.	৩১৭৮১	রানাঘাট — শান্তিপুর ইএমইড	০৮.১৫	০৮.৪২	০৮.১০	০৮.৩৭
১১৩.	৩১৮২৪	কৃষ্ণনগর সিটি জংশন — শিয়ালদহ ইএমইউ	১২.০৭	১৪.২৫	১২.১২	১৪.৩০
১১৪.	৩১৬২৪	রানাঘাট — শিয়ালদহ ইএমইউ	১২.৫০	১৪.৩৬	১২.৫৫	১৪.৪১
১১৫.	৩১৭৮২	শান্তিপুর — রানাঘাট ইএমইউ	০৮.৫৬	০৯.২২	০৮.৫১	০৯.১৭
১১৬.	৩১৪২৪	নৈহাটি — শিয়ালদহ ইএমইউ	১০.৪৭	১১.৫২	১০.৫০	১১.৫৫
১১৭.	৩১৬২২	রানাঘাট — শিয়ালদহ ইএমইউ	১০.১২	১১.৫৮	১০.১৪	১২.০০
১১৮.	৩১৬১৬	রানাঘাট — শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.২০	০৯.১০	০৭.১৭	০৯.০৭
১১৯.	৩১৫১৮	শান্তিপুর — শিয়ালদহ ইএমইড	০৭.২৬	০৯.৪০	০৭.২৪	০৯.৪০
১২০.	৩১৪৩২	নৈহাটি — শিয়ালদহ ইএমইউ	১৩.৪০	১৪.৪২	১৩.৪৫	১৪.৪৭
১২১.	৩৩৮১৩	শিয়ালদহ — বনগাঁ ইএমইউ	০৪.১৫	০৬.০৮	০৪.০০	০৫.৫৫
১২২.	৩১৮৩৩	শিয়ালদহ — কৃষ্ণনগর সিটি জংশন ইএমইউ	১৬.১৬	১৮.৩৫	১৬.০৮	১৮.৩৫
১২৩.	৩১৬২৫	শিয়ালদহ — রানাঘাট ইএমইউ	১৬.২৫	১৮.১২	১৬.১৫	১৮.১০
১২৪.	৩৫০১১	বর্ধমান — কাটোয়া ইএমইউ	০৫.২০	০৬.৩৫	০৫.১৫	০৬.৩০
১২৫.	৩৫০১২	কাটোয়া — বর্ধমান ইএমইউ	০৫.২০	০৬.৩৫	০৫.১৫	০৬.৩০
১২৬.	৩৪৯১৬	লক্ষ্মীকান্তপুর — নামখানা ইএমইউ	০৬.০০	০৬.৫৩	০৬.০৫	০৬.৫৫
১২৭.	৩৪৯১৩	নামখানা — লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	০৫.৫৮	০৬.৫২	০৬.০০	০৬.৫৫
১২৮.	৩৪৯৩২	লক্ষ্মীকান্তপুর — নামখানা ইএমইউ	১৯.২০	২০.১৫	১৯.২৫	২০.২০
১২৯.	৩৪৯২৯	নামখানা — লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	১৯.৪৫	২০.৩৭	১৯.৪৯	২০.৪০
১৩০.	৩১৫১৭	শিয়ালদহ — রানাঘাট ইএমইউ	০৮.৫০	১১.০৮	০৮.৫৫	১১.১৩
১৩১.	৩৩৮৫৭	শিয়ালদহ — বনগাঁ ইএমইউ	২১.৪৭	২৩.৪২	২১.৫০	২৩.৪৫
১৩২.	৫৩০৯২	আজিমগঞ্জ — কৃষ্ণনগর সিটি জংশন প্যাসেঞ্জার	১৬.০৫	১৮.২৫	১৬.১০	১৮.৩০
১৩৩.	৩৭২৭১	হাওড়া — ব্যান্ডেল ইএমইউ	১৯.৩০	২০.২৮	১৯.৩৫	২০.৩৫
১৩৪.	৩৭২৭৩	হাওড়া — ব্যান্ডেল ইএমইউ	১৯.৫০	২০.৫০	১৯.৫৫	২০.৫৫
১৩৫.	৩৬৮৪৬	বর্ধমান — হাওড়া কর্ড ইএমইউ	১৬.৫০	১৮.৫৫	১৬.৫৫	১৯.০০
১৩৬.	৭৩৪৯১	দুমকা — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৩.৩২	১৫.০৫	১৩.৩৫	১৫.৪০
১৩৭.	৬৩১৫৭	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	১২.৩০	১২.৫০	১২.৩৫	১২.৫৫
১৩৮.	৬৩৫২৬	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	২১.৫০	২৩.৫০	২১.৫৫	০০.০৫
১৩৯.	৬৩৫১২	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	০৬.২০	০৮.০৬	০৬.২৫	০৮.৩৫
১৪০.	৬৩৫৬৩	আসানসোল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	২০.৪০	২২.৫০	২০.৪৫	২৩.০৫
১৪১.	৬৩৫৬৫	জসিডি — ঝাঝা মেমু প্যাসেঞ্জার	১০.০০	১০.৫৫	১০.০৫	১১.১০
১৪২.	৬৩৫৬৬	ঝাঝা — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১১.২৫	১২.২৫	১১.৩০	১২.৩০
১৪৩.	৬৩৫৪৮	বাঁকা — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	১২.৩০	১৪.১৫	১২.৩৫	১৪.১৫
১৪৪.	৫৩৪৮৬	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	০৬.১৫	০৬.৪০	০৬.২০	০৬.৫০
১৪৫.	৭৩৪৩০	জামালপুর — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	১০.৪৮	১২.১৫	১০.৫০	১২.২৫
১৪৬.	৭৩৪৪৪	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১২.৪০	১৪.৫০	১২.৪৫	১৪.৫৫
১৪৭.	৭৩৪৪৫	হাঁসদিহা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	২২.২০	০০.৪৫	২২.২৫	০০.৫০

পরের পাতায় দেখুন...

আগের পাতার পর ...

৪) পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্র থেকে যাত্রা শুরু করা কয়েকটি মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা শুরুর সময় এগিয়ে আনা হয়েছে ঃ

ক্রঃনং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী	সংশোধিত সময়সূচী	মন্তব্য
১.	১৩৪৬৫	হাওড়া — মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১৫.১৫	হাওড়া ছা. ১৪.০০	৭৫ মিনিট আগে ছাড়বে
২.	২২৩১০	ভাগলপুর — হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ১৫.২০	ভাগলপুর ছা. ১৫.০৫	১৫ মিনিট আগে ছাড়বে
৩.	১৩২২৯	গোড্ডা — রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ০৭.৩৫	গোড্ডা ছা. ০৭.২০	১৫ মিনিট আগে ছাড়বে
৪.	১৩১৫৩	শিয়ালদহ — মালদা টাউন গৌড় এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ ছা. ২২.১৫	শিয়ালদহ ছা. ২২.০৫	১০ মিনিট আগে ছাড়বে
৫.	১৩৪৬৬	মালদা টাউন — হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ০৬.১৫	মালদা টাউন ছা. ০৬.০৫	১০ মিনিট আগে ছাড়বে
৬.	১৩৪০৯	মালদা টাউন — কিউল ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ০৬.০০	মালদা টাউন ছা. ০৫.৫০	১০ মিনিট আগে ছাড়বে
৭.	১৫৬২৫	দেওঘর — আগরতলা এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ২০.০৫	দেওঘর ছা. ২০.০০	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
৮.	১৫৯২৫	দেওঘর — ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ২০.০৫	দেওঘর ছা. ২০.০০	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
৯.	২২৪৯৯	দেওঘর — বারাণসী বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	দেওঘর ছা. ১৫.১৫	দেওঘর ছা. ১৫.১০	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১০.	২২৩০৩	হাওড়া — গয়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ০৬.৫০	হাওড়া ছা. ০৬.৪৫	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১১.	১৩১৫৪	মালদা টাউন — শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২১.৩০	মালদা টাউন ছা. ২১.২৫	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১২.	১২৩৩৭	হাওড়া — বোলপুর শান্তিনিকেতন এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১০.০৫	হাওড়া ছা. ১০.০০	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১৩.	১৩৪০১	ভাগলপুর — দানাপুর ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ০৫.৩০	ভাগলপুর ছা. ০৫.২৫	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১৪.	১২৩৬৭	ভাগলপুর – আনন্দ বিহার টার্মিনাল এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ১২.০০	ভাগলপুর ছা. ১১.৫৫	৫ মিনিট আগে ছাড়বে
১৫.	১৩৪১৯	ভাগলপুর — মুজফ্ফরপুর এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ১৪.১০	ভাগলপুর ছা. ১৪.০৫	৫ মিনিট আগে ছাড়বে

৫) কয়েকটি ট্রেনের গতি বৃদ্ধি ঃ

ক. মেল / এক্সপ্রেস ট্রেন

ক্রঃনং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী	সংশোধিত সময়সূচী	ট্রেনের গতি বৃদ্ধি
১.	১৩১৫৯	কলকাতা — যোগবাণী এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ২০.৫৫ মালদা টাউন পৌ. ০৫.০০/০৫.১০	কলকাতা ছা. ২১.৪৫ মালদা টাউন পৌ. ০৪.৫৫/০৫.০৫	৫৫ মিনিট
২.	১৩১৬৫	কলকাতা — সীতামাঢ়ী এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ২২.৪৫ ঝাঝা পৌ. ০৫.৩০/০৫.৩৫	কলকাতা ছা. ২৩.৩৫ ঝাঝা পৌ. ০৫.৩০/০৫.৩৫	৫০ মিনিট
৩.	১৩১৬০	যোগবাণী — কলকাতা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২০.০৫/২০.১৫ কলকাতা পৌ. ০৩.২০	মালদা টাউন ছা. ২০.০৫/২০.১৫ কলকাতা পৌ. ০২.৩৫	৪৫ মিনিট
৪.	১৩০৬৪	বালুরঘাট — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২৩.০০/২৩.১০ হাওড়া পৌ. ০৬.১৫	মালদা টাউন ছা. ২৩.০০/২৩.১০ হাওড়া পৌ. ০৫.৩০	৪৫ মিনিট
৫.	১৩১৩৬	জয়নগর — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.০০	৪০ মিনিট
৬.	১৩১৩৮	আজমগড় — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.০০	৪০ মিনিট
৭.	২২৫০৪	ডিব্রুগড় — কামাখ্যা বিবেক এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ১৯.৪৫/১৯.৫৫	মালদা টাউন ছা. ২০.২৫/২০.৩৫	৪০ মিনিট
৮.	১৩১৫৬	সীতামাঢ়ী — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.০০	৪০ মিনিট
৯.	১৩১৫৮	মুজফ্ফরপুর — কলকাতা এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.৪০	ঝাঝা ছা. ১৯.২৫/১৯.৩৫ কলকাতা পৌ. ০৩.০০	৪০ মিনিট
১০.	১২৩২২	ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস — হাওড়া এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌ. ১১.৪০	হাওড়া পৌ. ১১.১০	৩০ মিনিট
১১.	১৪০৫০	দিল্লি — গোড্ডা এক্সপ্রেস	গোড্ডা পৌ. ১৫.৪৫	গোড্ডা পৌ. ১৫.১৫	৩০ মিনিট
১২.	১৩১০৬	বালিয়া — শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৯.০০/১৯.১০ শিয়ালদহ পৌ. ০৩.১৫	ঝাঝা ছা. ১৮.৩৫/১৮.৪৫ শিয়ালদহ পৌ. ০২.০৫	৩৫ মিনিট
১৩.	১৫৯৬০	ডিব্রুগড় — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ০৫.১০	মালদা টাউন ছা. ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ০৪.৪০	৩০ মিনিট
১৪.	১৫৯৬২	ডিব্রুগড় — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ০৫.১০	মালদা টাউন ছা. ২১.৫০/২২.০০ হাওড়া পৌ. ০৪.৪০	৩০ মিনিট
১৫.	১৩০৩১	হাওড়া — জয়নগর এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১১.০৫ কিউল পৌ. ০৩.১০/০৩.২৫	হাওড়া ছা. ১১.২৫ কিউল পৌ. ০৩.১০/০৩.১৮	২০ মিনিট
১৬.	১৫৬৫৭	ব্রহ্মপুত্র মেল	কিউল ছা. ১৭.১০/১৭.১৫ মালদা টাউন পৌ. ০০.০৫/০০.১৫	কিউল ছা. ১৭.১০/১৭.১৫ মালদা টাউন পৌ. ২৩.৪৫/২৩.৫৫	২০ মিনিট
১৭.	১৫৯২৬	ডিব্রুগড় — দেওঘর এক্সপ্রেস	মুঙ্গের ছা. ০১.২০/০১.২৫ দেওঘর পৌ. ০৬.০০	মুঙ্গের ছা. ০১.২০/০১.২৫ দেওঘর পৌ. ০৫.৪০	২০ মিনিট
১৮.	১৫৬২৬	আগরতলা — দেওঘর এক্সপ্রেস	মুঙ্গের ছা. ০১.২০/০১.২৫ দেওঘর পৌ. ০৬.০০	মুঙ্গের ছা. ০১.২০/০১.২৫ দেওঘর পৌ. ০৫.৪০	২০ মিনিট
১৯.	১৩০৫৪	রাধিকাপুর — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ০৯.০৫/০৯.১৫ হাওড়া পৌ. ১৫.৩৫	মালদা টাউন ছা. ০৯.০৫/০৯.১৫ হাওড়া পৌ. ১৫.২০	১৫ মিনিট
২০.	১৩০২৪	গয়া — হাওড়া এক্সপ্রেস	কিউল ছা. ১৫.৪০/১৫.৫০ হাওড়া পৌ. ০৩.৫০	কিউল ছা. ১৫.৪০/১৫.৫০ হাওড়া পৌ. ০৩.৩৫	১৫ মিনিট
২১.	১৩০২৭	হাওড়া — আজিমগঞ্জ এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ২২.৪০ আজিমগঞ্জ পৌ. ০৪.২০	হাওড়া ছা. ২২.৪০ আজিমগঞ্জ পৌ. ০৪.০৫	১৫ মিনিট
২২.	২২৩০৯	হাওড়া — ভাগলপুর বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ০৭.৪৫ ভাগলপুর পৌ. ১৪.০৫	হাওড়া ছা. ০৭.৪৫ ভাগলপুর পৌ. ১৩.৫০	১৫ মিনিট
২৩.	১৮৬২০	গোড্ডা — রাঁচি এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১৬.৪৫	গোড্ডা ছা. ১৭.০০	১৫ মিনিট
২৪.	১৩০৩৪	কাটিহার — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ১৯.১০/১৯.২০ হাওড়া পৌ. ০৩.৫৫	মালদা টাউন ছা. ১৮.২০/১৮.৩০ হাওড়া পৌ. ০২.৫০	১৫ মিনিট
২৫.	১২৩৪৬	গুয়াহাটি — হাওড়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ২৩.৪৮/২৩.৫৮ হাওড়া পৌ. ০৫.৩০	মালদা টাউন ছা. ২৩.৪৮/২৩.৫৮ হাওড়া পৌ. ০৫.২০	১০ মিনিট
২৬.	১৫২৩৫	হাওড়া — ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১১.০৫ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	হাওড়া ছা. ১১.১৫ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	১০ মিনিট
২৭.	১৫২৭১	হাওড়া — মুজফ্ফরপুর এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১১.০৫ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	হাওড়া ছা. ১১.১৫ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	১০ মিনিট
২৮.	২২৪৫৯	মধুপুর — আনন্দ বিহার টার্মিনাল হামসফর এক্সপ্রেস	মধুপুর ছা. ১২.০৫ ঝাঝা পৌ. ১৩.৪৫/১৩.৫০	মধুপুর ছা. ১২.১০ ঝাঝা পৌ. ১৩.৪০/১৩.৪৫	১০ মিনিট
২৯.	১৫৬২৯	তাম্বরম — শিলঘাট টাউন এক্সপ্রেস	আসানসোল ছা. ০৩.০৫/০৩.১৫ মালদা টাউন পৌ. ০৯.১০/০৯.২০	আসানসোল ছা. ০৩.১৫/০৩.২৫ মালদা টাউন পৌ. ০৯.১০/০৯.২০	১০ মিনিট
৩০.	১৫৯২৯	তাম্বরম — নিউ তিনসুকিয়া এক্সপ্রেস	আসানসোল ছা. ০৩.০৫/০৩.১৫ মালদা টাউন পৌ. ০৯.১০/০৯.২০	আসানসোল ছা. ০৩.১৫/০৩.২৫ মালদা টাউন পৌ. ০৯.১০/০৯.২০	১০ মিনিট
৩১.	১২০২০	রাঁচি — হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌ. ২১.৩০	হাওড়া পৌ. ২১.২০	১০ মিনিট
৩২.	১২৩৪৩	শিয়ালদহ — হলদিবাড়ি দার্জিলিং মেল	শিয়ালদহ ছা. ২২.০৫ মালদা টাউন পৌ. ০৪.১৫/০৪.২৫	শিয়ালদহ ছা. ২২.১৫ মালদা টাউন পৌ. ০৪.১৫/০৪.২৫	১০ মিনিট
৩৩.	১৩০২৫	হাওড়া — ভোপাল এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১২.৩৫	হাওড়া ছা. ১২.৩৫	১০ মিনিট
৩৪.	১৪০৪৯	গোড্ডা — দিল্লি এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১০.০০	গোড্ডা ছা. ১০.১০	১০ মিনিট
৩৫.	১৮৬০৪	গোড্ডা — রাঁচি এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১৪.০০	গোড্ডা ছা. ১৪.১০	১০ মিনিট
৩৬.	১৮১৮৬	গোড্ডা — টাটানগর এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১৪.০০	গোড্ডা ছা. ১৪.১০	১০ মিনিট
৩৭.	১২৩৪৯	গোড্ডা — নয়াদিল্লি হামসফর এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১৪.০০ কিউল পৌ. ২০.১০/২০.১৫	গোড্ডা ছা. ১৪.১০ কিউল পৌ. ২০.১০/২০.১৫	১০ মিনিট
৩৮.	১৩৪২৪	আজমেঢ় — ভাগলপুর এক্সপ্রেস	কিউল ছা. ১২.৩৫/১২.৪০ ভাগলপুর পৌ. ১৫.১০	কিউল ছা. ১২.৩৫/১২.৪০ ভাগলপুর পৌ. ১৫.০০	১০ মিনিট
৩৯.	১৩৩৩৩	দুমকা — পাটনা এক্সপ্রেস	দুমকা ছা. ১৪.০৫ কিউল পৌ. ১৮.৪৭/১৮.৫২	দুমকা ছা. ১৪.১০ কিউল পৌ. ১৮.৫০/১৮.৫২	০৭ মিনিট
৪০.	১৩২০৮	পাটনা —জসিডি মেমু এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ১৫.০৩/১৫.০৫ জসিডি পৌ. ১৬.১০	ঝাঝা ছা. ১৫.৫০/১৫.৫২ জসিডি পৌ. ১৬.৫২	০৫ মিনিট
৪১.	১২৫৫১	বেঙ্গালুরু — কামাখ্যা এক্সপ্রেস	আসানসোল ছা. ১৯.৩০/১৯.৪০ মালদা টাউন পৌ. ০২.০৫/০২.১৫	আসানসোল ছা. ১৯.৩০/১৯.৪০ মালদা টাউন পৌ. ০২.০০/০২.১০	০৫ মিনিট
৪২.	১৫৬৪৭	লোকমান্য তিলক টার্মিনাস — গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	কিউল ছা. ১৬.০০/১৬.০৫ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১৫/২৩.২৫	কিউল ছা. ১৬.০০/১৬.০৫ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১০/২৩.১৫	০৫ মিনিট
৪৩.	১৫৬১৯	গয়া — কামাখ্যা এক্সপ্রেস	কিউল ছা. ১৬.০৭/১৬.১২ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১৫/২৩.২৫	কিউল ছা. ১৬.০৭/১৬.১২ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১০/২৩.১৫	০৫ মিনিট
৪৪.	২২৬১১	চেন্নাই সেন্ট্রাল — নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস	আসানসোল ছা. ১৬.২৫/১৬.৩৫ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১৫/২৩.২৫	আসানসোল ছা. ১৬.২৫/১৬.৩৫ মালদা টাউন পৌ. ২৩.১০/২৩.২০	০৫ মিনিট
৪৫.	১২০৪১	হাওড়া — নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১৪.২৫ মালদা টাউন পৌ. ১৯.৩০/১৯.৩৫	হাওড়া ছা. ১৪.২৫ মালদা টাউন পৌ. ১৯.২৫/১৯.৩০	০৫ মিনিট
৪৬.	১২৩০৭	হাওড়া — যোধপুর এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ২৩.২৫	হাওড়া ছা. ২৩.৩০	০৫ মিনিট
৪৭.	২২৩০৭	হাওড়া — বীকানের এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ২৩.২৫	হাওড়া ছা. ২৩.৩০	০৫ মিনিট
৪৮.	১২৩২১	হাওড়া — ছত্রপতি শিবাজী মহারাজ টার্মিনাস মেল	হাওড়া ছা. ২৩.৩৫	হাওড়া ছা. ২৩.৪০	০৫ মিনিট
৪৯.	১৫২৩৩	কলকাতা — ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ১০.৪০ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	কলকাতা ছা. ১০.৪৫ ঝাঝা পৌ. ১৭.২০/১৭.২৫	০৫ মিনিট
৫০.	১৩১৩৫	কলকাতা — জয়নগর এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ২০.৫৫ ঝাঝা পৌ. ০৪.০০/০৪.১০	কলকাতা ছা. ২০.৫৫ ঝাঝা পৌ. ০৩.৫৫/০৪.০৫	০৫ মিনিট
৫১.	১৭০০৫	হায়দরাবাদ — রক্সৌল এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ০৮.১৫/০৮.২০	ঝাঝা ছা. ০৮.১০/০৮.১৫	০৫ মিনিট
৫২.	১৭০০৭	সেকেন্দ্রাবাদ — ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস	ঝাঝা ছা. ০৮.১৫/০৮.২০	ঝাঝা ছা. ০৮.১০/০৮.১৫	০৫ মিনিট
৫৩.	১২৩৬৯	হাওড়া — দেরাদুন এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১৩.০০ ঝাঝা পৌ. ১৮.১০/১৮.১৫	হাওড়া ছা. ১৩.০০ ঝাঝা পৌ. ১৮.০৫/১৮.১০	০৫ মিনিট
৫৪.	১২৩২৭	হাওড়া — দেরাদুন এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১৩.০০ ঝাঝা পৌ. ১৮.১০/১৮.১৫	হাওড়া ছা. ১৩.০০ ঝাঝা পৌ. ১৮.০৫/১৮.১০	০৫ মিনিট
৫৫.	২২৯৪৮	ভাগলপুর — সুরাট এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ০৬.৪৫ কিউল পৌ. ০৯.১০/০৯.১৫	ভাগলপুর ছা. ০৬.৫০ কিউল পৌ. ০৯.১০/০৯.১৫	০৫ মিনিট
৫৬.	১৩৪৬৫	হাওড়া — মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ১৫.১৫ মালদা টাউন পৌ. ২১.৫০	হাওড়া ছা. ১৪.০০ মালদা টাউন পৌ. ২০.৩০	০৫ মিনিট
৫৭.	১২৩৭৮	নিউ আলিপুরদুয়ার — শিয়ালদহ পদাতিক এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ০০.৪০/০০.৪৫ শিয়ালদহ পৌ. ০৬.৫০	মালদা টাউন ছা. ০০.৪০/০০.৪৫ শিয়ালদহ পৌ. ০৬.৪৫	০৫ মিনিট
৫৮.	২২৫১২	কামাখ্যা — লোকমান্য তিলক টার্মিনাস এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ০৭.৩৫/০৭.৪৫	মালদা টাউন ছা. ০৭.৩৫/০৭.৪৫	০৫ মিনিট
৫৯.	২২৩১০	ভাগলপুর — হাওড়া বন্দে ভারত এক্সপ্রেস	ভাগলপুর ছা. ১৫.২০ হাওড়া পৌ. ২১.২০	ভাগলপুর ছা. ১৫.০৫ হাওড়া পৌ. ২১.০০	০৫ মিনিট
৬০.	১২৫১৭	কলকাতা — গুয়াহাটি গরিব রথ এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ২১.৪০ মালদা টাউন পৌ. ০৪.০০/০৪.১০	কলকাতা ছা. ২১.৪৫ মালদা টাউন পৌ. ০৪.০০/০৪.১০	০৫ মিনিট
৬১.	১২৫০১	কলকাতা — আগরতলা গরিব রথ এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ২১.৪০ মালদা টাউন পৌ. ০৪.০০/০৪.১০	কলকাতা ছা. ২১.৪৫ মালদা টাউন পৌ. ০৪.০০/০৪.১০	০৫ মিনিট
৬২.	১২৩৪৪	হলদিবাড়ি — শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল	মালদা টাউন ছা. ২৩.৩০/২৩.৪০ শিয়ালদহ পৌ. ০৫.৪০	মালদা টাউন ছা. ২৩.৩০/২৩.৪০ শিয়ালদহ পৌ. ০৫.৩৫	০৫ মিনিট
৬৩.	১৫০৮৯	গোড্ডা — গোমতী নগর এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ১৪.১০ মুঙ্গের পৌ. ০৬.৪০/০৬.৪৫	গোড্ডা ছা. ১৪.১০ মুঙ্গের পৌ. ০৬.৩৫/০৬.৪০	০৫ মিনিট

খ. প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঃ

ক্রঃনং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী		গতি বৃদ্ধি
			যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	
১.	৬৩১৪১	শিয়ালদহ — গোড্ডা মেমু প্যাসেঞ্জারর	১২.০৫	২১.৫০	১২.০৫	২১.৩০	২০ মিনিট
২.	৬৩০২৬	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	১৮.২৫	২০.১৫	১৭.৫৫	১৯.৩০	১৫ মিনিট
৩.	৬৩১৪২	গোড্ডা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	০৯.৩০	১৮.৩৫	০৯.৪৫	১৮.৩৫	১৫ মিনিট
৪.	৭৩৪৪৬	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	১৯.৩৫	২২.০২	১৯.৫৮	২২.১০	১৫ মিনিট
৫.	৬৩০৬৪	তিনপাহাড় — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	১৪.১০	২০.০৫	১৪.৪৫	২০.৩০	১০ মিনিট
৬.	৬৩০২১	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	০৫.৩৫	০৭.১০	০৫.৩০	০৬.৫৫	১০ মিনিট
৭.	৭৩৪২০	ভাগলপুর — সাহেবগঞ্জ ডেমু প্যাসেঞ্জার	১১.৪০	১৩.৫০	১১.১০	১৩.১০	১০ মিনিট
৮.	৩৭৯২২	কাটোয়া — হাওড়া ইএমইউ	১০.২৫	১৪.০৫	১০.৩৬	১৪.১০	০৬ মিনিট

৬) পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে চলাচল করা প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মূল নম্বর সহ নতুন নম্বর ঃ

পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে চলাচল করা প্যাসেঞ্জার ট্রেন (কনভেনশনাল)

ক্রঃনং	ট্রেনের মূল নাম	ধরন	চলাচলের দিন	স্পেশাল নম্বর	ট্রেনের মূল নম্বর
১	হাওড়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০০৩	৫৩০০১
২	আজিমগঞ্জ — হাওড়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০০৪	৫৩০০২
৩	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৪১	৫৩০০৫
৪	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৪২	৫৩০০৬
৫	রামপুরহাট — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৮৪	৫৩০০৮
৬	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জাব	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৩৫	৫৩০০৯
৭	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জাব	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৬১	৫৩০১১
৮	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৩৬	৫৩০১২
৯	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জাব	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৮৩	৫৩০১৩
১০	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯৬	৫৩০১৪
১১	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জাব	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯৭	৫৩০১৫
১২	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯৮	৫৩০১৬
১৩	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জাব	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৮৯	৫৩০১৭
১৪	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯০	৫৩০১৮
১৫	আজিমগঞ্জ — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯১	৫৩০২১
১৬	সাহেবগঞ্জ — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯২	৫৩০২২
১৭	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৯৩	৫৩০২৩
১৮	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৬৬	৫৩০২৪
১৯	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৬৫	৫৩০২৫
২০	আজিমগঞ্জ — মালদা টাউন প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৩৭	৫৩০২৭
২১	মালদা টাউন — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৩৮	৫৩০২৮
২২	আজিমগঞ্জ — ভাগলপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৩৯	৫৩০২৯
২৩	ভাগলপুর — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৪০	৫৩০৩০
২৪	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৬৯	৫৩০৩১
২৫	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৭০	৫৩০৩৪
২৬	হাওড়া — রামপুরহাট বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৪৭	৫৩০৪৭
২৭	রামপুরহাট — হাওড়া বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৪৮	৫৩০৪৮
২৮	আজিমগঞ্জ — নিমতিতা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৫৭	৫৩০৫১
২৯	নিমতিতা — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৫৮	৫৩০৫২
৩০	কাটোয়া — নিমতিতা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৫৯	৫৩০৫৩
৩১	নিমতিতা — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৬০	৫৩০৫৪
৩২	কাটোয়া — আহমেদপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৫৫	৫৩০৫৫
৩৩	আহমেদপুর — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০৫৬	৫৩০৫৬
৩৪	শিয়ালদহ — লালগোলা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৭১	৫৩১৭১
৩৫	লালগোলা — শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৭২	৫৩১৭২
৩৬	শিয়ালদহ — লালগোলা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৮৩	৫৩১৭৫
৩৭	লালগোলা — শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৯০	৫৩১৭৮
৩৮	লালগোলা — শিয়ালদহ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৯২	৫৩১৮০
৩৯	শিয়ালদহ — লালগোলা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩১৯১	৫৩১৮১
৪০	রামপুরহাট — গয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪০৭	৫৩৪০৩
৪১	গয়া — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪০৪	৫৩৪০৪
৪২	রামপুরহাট — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪০৫	৫৩৪০৫
৪৩	সাহেবগঞ্জ — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪০৬	৫৩৪০৬
৪৪	জামালপুর — রামপুরহাট প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪০৮	৫৩৪০৮
৪৫	বারহারওয়া — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪১১	৫৩৪১১
৪৬	সাহেবগঞ্জ — বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪১২	৫৩৪১২
৪৭	সাহেবগঞ্জ — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪১৫	৫৩৪১৫
৪৮	জামালপুর — সাহেবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪১৬	৫৩৪১৬
৪৯	আজিমগঞ্জ — বারহারওয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪৩৩	৫৩৪৩৩
৫০	বারহারওয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪৩৪	৫৩৪৩৪
৫১	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪৩৫	৫৩৪৩৫
৫২	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৫৪৩৬	৫৩৪৩৬
৫৩	জামালপুর — কিউল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৭৭	৫৩৪৭৯
৫৪	কিউল — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৭৮	৫৩৪৮০
৫৫	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬১	৫৩৪৮১
৫৬	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬৮	৫৩৪৮২
৫৭	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬৩	৫৩৪৮৩
৫৮	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬২	৫৩৪৮৪
৫৯	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬৭	৫৩৪৮৫
৬০	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৬৪	৫৩৪৮৬
৬১	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৭১	৫৩৪৮৭
৬২	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৭২	৫৩৪৮৮
৬৩	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৫	৫৩৪৮৯
৬৪	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৬	৫৩৪৯০
৬৫	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯১	৫৩৪৯১
৬৬	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৮	৫৩৪৯২
৬৭	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৩	৫৩৪৯৩
৬৮	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯২	৫৩৪৯৪
৬৯	তিনপাহাড় — রাজমহল প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৭	৫৩৪৯৫
৭০	রাজমহল — তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৪৯৪	৫৩৪৯৬
৭১	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২১	৫৩৫১১
৭২	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২২	৫৩৫১২
৭৩	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৩	৫৩৫১৩
৭৪	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৪	৫৩৫১৪
৭৫	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	বৃহস্পতিবার ছাড়া	০৩৬০৩	৫৩৫১৫
৭৬	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	বৃহস্পতিবার ছাড়া	০৩৬০৪	৫৩৫১৬
৭৭	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৫	৫৩৫১৭
৭৮	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৬	৫৩৫১৮
৭৯	মধুপুর — গিরিডি প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৭	৫৩৫১৯
৮০	গিরিডি — মধুপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩৫২৮	৫৩৫২০
৮১	আজিমগঞ্জ — কৃষ্ণনগর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০২০	৫৩০৯২
৮২	কৃষ্ণনগর — আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	প্রত্যহ	০৩০১৯	৫৩০৯১
৮৩	দেওঘর — জামালপুর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	রবিবার ছাড়া	০৩৬৩৩	৫৩৪৪১
৮৪	জামালপুর — দেওঘর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	রবিবার ছাড়া	০৩৬৩৪	৫৩৪৪২
৮৫	দেওঘর — গোড্ডা প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	রবিবার ছাড়া	০৩৭৮৬	৫৩৪৪৪
৮৬	গোড্ডা — দেওঘর প্যাসেঞ্জার	কনভেনশনাল	রবিবার ছাড়া	০৩৭৮৫	৫৩৪৪৩

পরের পাতায় দেখুন...

বনবস্তির বাড়িতে অরন্ধন, একত্রে ভূরিভোজ

জিষ্ণু চক্রবর্তী

গয়েরকাটা, ২৭ ডিসেম্বর : বাড়িতে জ্বলেনি উনুন। কিন্তু তারপরেও কবজি ডুবিয়ে ভূরিভোজ! অবাক হলেন বুঝি? এভাবেই বড়দিনের উৎসব পালন করেছেন জলপাইগুড়ির মোরাঘাট জঙ্গল লাগোয়া রাভা জনজাতির মানুষ। বড়দিনের মতো নিউ ইয়ারের ক্ষেত্রেও তাঁরা বেশ ব্যতিক্রমী। ১ জানুয়ারিতে কৃষিজীবী রাভারা তাঁদের বাৎসরিক আয়ের এক দশমাংশ চার্চে দান করার মধ্য দিয়ে নতুন বছর উদযাপন করেন। সংগৃহীত অর্থ বিভিন্ন সামাজিক খাতে ব্যয় করে চার্চ।

মেলাবস্তির বড়দিন উৎসবের উদ্যোক্তা রতন রাভার বক্তব্য, 'এই সময়টায় আমরা সবাই উৎসবে মেতে উঠি। ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে ধর্মীয় রীতি পালনের পাশাপাশি পরদিন ২৬ ডিসেম্বর বনবস্তির সব বাড়িতে রান্না বন্ধ থাকে। সবাই একত্রে শামিল হই বিরাট গণভোজে। গরিব, ধনী সবাই এক টেবিলে বসে খাওয়াদাওয়া করি। এটাই আমাদের দীর্ঘদিনের রীতি।'

জলপাইগুড়ি বন বিভাগের মোরাঘাট বনাঞ্চলের গা ঘেঁষে রয়েছে সাতটি বনবস্তি। এই এলাকার অধিকাংশই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী। সাতটি বনবস্তির মধ্যে গোঁসাইরহাট, খুকলুং, মেলা ও মোগলকাটা বনবস্তিতে প্রায় ৩৫০ রাভা জনজাতির বাস। তাঁদের সিংহভাগের রোজগার বলতে দিনমজুরি। জঙ্গলের পাশে বন্যপ্রাণীর আক্রমণের আশঙ্কা সহ নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়েই দিন কাটে। তবে বড়দিন এলেই প্রতি বছর সেসব ভুলে আনন্দে মেতে ওঠেন তাঁরা।

১৯৭৭ সালে হিন্দুধর্ম ছেড়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন রাভারা। ১৯৭৯-১৯৮৩ সালের মধ্যে মোরাঘাটের ওই চার বনবস্তিতে চারটি চার্চ তৈরি হয়। ২৪ ডিসেম্বর রাত থেকে শুরু হয় অনুষ্ঠান। বাইবেল পাঠ, জিশুর জন্মদিন পালন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও হয়। ২৬ ডিসেম্বর গণভোজের মধ্য দিয়ে ওই বড়দিনের সমগ্র অনুষ্ঠান শেষ হয়। বনবস্তির সকলের রান্না হয় এক জায়গায়। সকলে পাত পেড়ে খান লোকাল ও চালানি মাছ, মুরগি, শুয়োরের মাংস প্রভৃতি।

খুকলুংবস্তির বাসিন্দা নৃপেন রাভার কথায়, 'আমাদের উৎসবের মধ্যেই ঐতিহ্যের ছাপ থাকে। হাতেবোনা কোচা লুফন, কামবাংয়ের মতো ট্র্যাডিশনাল পোশাক পরেই উৎসবে শামিল হই।' নৃপেনের বক্তব্যে সায় দিয়ে ওই বস্তির আরেক বাসিন্দা রবি রাভা বললেন, 'নতুন বছরের প্রথম দিন আমাদের কাছে মূলত দানের। ওইদিন সবাই যা দান করেন সেই টাকা থেকে দুঃস্থদের সাহায্য করা হয়। এইভাবেই আমাদের এলাকার কয়েকজন গরিব মেয়ের বিয়ে দেওয়া হয়েছে।'

আগের পাতার পর....

পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে চলাচল করা প্যাসেঞ্জার ট্রেন (ডেমু)

ক্রমনং	ট্রেনের মূল নাম	ধরন	চলাচলের দিন	স্পেশাল নম্বর	ট্রেনের মূল নম্বর
১	সাহেবগঞ্জ — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩০৩৭	৭৩৪১৯
২	ভাগলপুর — সাহেবগঞ্জ ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩০৩৮	৭৩৪২০
৩	ভাগলপুর — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৯	৭৩৪৩৫
৪	জামালপুর — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৬০	৭৩৪৩৬
৫	গোড্ডা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮১	৭৩৪০১
৬	ভাগলপুর — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮২	৭৩৪০২
৭	গোড্ডা — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮৫	৭৩৪১১
৮	হাঁসদিহা — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮৬	৭৩৪১২
৯	জামালপুর — কিউল ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮৭	৭৩৪২১
১০	কিউল — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮৮	৭৩৪২২
১১	জামালপুর — কিউল ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭৯	৭৩৪২৫
১২	কিউল — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮০	৭৩৪২৬
১৩	জামালপুর — কিউল ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪২৭	৭৩৪২৭
১৪	কিউল — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪২৮	৭৩৪২৮
১৫	ভাগলপুর — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪০৫	৭৩৪২৯
১৬	জামালপুর — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪০৬	৭৩৪৩০
১৭	হাঁসদিহা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪১	৭৩৪৪১
১৮	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪২	৭৩৪৪২
১৯	হাঁসদিহা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৩	৭৩৪৪৩
২০	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৪	৭৩৪৪৪
২১	হাঁসদিহা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৫	৭৩৪৪৫
২২	ভাগলপুর — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৬	৭৩৪৪৬
২৩	বাঁকা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৭	৭৩৪৪৭
২৪	ভাগলপুর — বাঁকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৮	৭৩৪৪৮
২৫	বাঁকা — ভাগলপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৪৯	৭৩৪৪৯
২৬	ভাগলপুর — বাঁকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫২	৭৩৪৫০
২৭	তিলরথ — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫১	৭৩৪৫১
২৮	জামালপুর — তিলরথ ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫০	৭৩৪৫২
২৯	তিলরথ — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৩	৭৩৪৫৩
৩০	জামালপুর — তিলরথ ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৪	৭৩৪৫৪
৩১	মানসি — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭৩	৭৩৪৬১
৩২	জামালপুর — মানসি ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭৪	৭৩৪৬২
৩৩	খাগারিয়া — জামালপুর ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭৫	৭৩৪৬৩
৩৪	জামালপুর — খাগারিয়া ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭৬	৭৩৪৬৪
৩৫	দুমকা — হাঁসদিহা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৭	৭৩৪৭১
৩৬	হাঁসদিহা — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৮	৭৩৪৭২
৩৭	দুমকা — জসিডি ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৭৮১	৭৩৪৮১
৩৮	জসিডি — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৭৮২	৭৩৪৮২
৩৯	দুমকা — জসিডি ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৭৮৩	৭৩৪৮৩
৪০	জসিডি — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৭৮৪	৭৩৪৮৪
৪১	দুমকা — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৫	৭৩৪৯১
৪২	গোড্ডা — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৫৬	৭৩৪৯২
৪৩	দুমকা — গোড্ডা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৮৯	৭৩৪৯৩
৪৪	গোড্ডা — দুমকা ডেমু প্যাসেঞ্জার	ডেমু	প্রত্যহ	০৩৪৯০	৭৩৪৯৪

পূর্ব রেলওয়ের অধিক্ষেত্রে চলাচল করা প্যাসেঞ্জার ট্রেন (মেমু)

ক্রমনং	ট্রেনের মূল নাম	ধরন	চলাচলের দিন	স্পেশাল নম্বর	ট্রেনের মূল নম্বর
১	রামপুরহাট — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮০	৬৩০৬৮
২	বর্ধমান — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৯	৬৩০৬৯
৩	রামপুরহাট — সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪০৭	৬৩০৭৩
৪	সাহেবগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪০৮	৬৩০৭৪
৫	রামপুরহাট — বারহারওয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪১১	৬৩০৭৫
৬	বারহারওয়া — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪১২	৬৩০৭৬
৭	রামপুরহাট — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮১	৬৩০৮১
৮	জসিডি — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮২	৬৩০৮২
৯	কাটোয়া — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৬৭	৬৩০০৭
১০	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৬৮	৬৩০১০
১১	বর্ধমান — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৩	৬৩০১১
১২	রামপুরহাট — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৪	৬৩০১২
১৩	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৫	৬৩০১৯
১৪	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৬	৬৩০২০
১৫	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৭	৬৩০২১
১৬	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৭৮	৬৩০২২
১৭	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৯৪	৬৩০২৬
১৮	কাটোয়া — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৯৫	৬৩০৩১
১৯	আজিমগঞ্জ — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৬২	৬৩০৩২
২০	নলহাটি — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮৫	৬৩০৩৩
২১	আজিমগঞ্জ — নলহাটি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮৬	৬৩০৩৪
২২	কাটোয়া — আহমদেপুর মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৯৯	৬৩০৩৯
২৩	আহমেদপুর — কাটোয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১০০	৬৩০৪০
২৪	আজিমগঞ্জ — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮৭	৬৩০৫১
২৫	রামপুরহাট — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৮৮	৬৩০৫২
২৬	কলকাতা — লালগোলা ইএমইউ প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৩	৬৩১০১
২৭	লালগোলা — কলকাতা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৪	৬৩১০২
২৮	শিয়ালদহ — লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৫	৬৩১০৩
২৯	লালগোলা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৬	৬৩১০৪
৩০	শিয়ালদহ — লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৭	৬৩১০৫
৩১	লালগোলা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৯৮	৬৩১০৬
৩২	শিয়ালদহ — লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১১৫	৬৩১০৭
৩৩	লালগোলা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১১৬	৬৩১০৮
৩৪	শিয়ালদহ — রানাঘাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৩৯	৬৩১১১
৩৫	রানাঘাট — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৪০	৬৩১১২
৩৬	রানাঘাট — লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৪৩	৬৩১৩৩
৩৭	লালগোলা — রানাঘাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৪৪	৬৩১৩৪
৩৮	শিয়ালদহ — গোড্ডা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১১১	৬৩১৪১
৩৯	গোড্ডা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১১২	৬৩১৪২
৪০	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৫১	৬৩১৫১
৪১	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬১	৬৩১৫৩
৪২	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৪	৬৩১৫৪
৪৩	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৫	৬৩১৫৫
৪৪	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৬	৬৩১৫৬
৪৫	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৫৭	৬৩১৫৭
৪৬	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৫৮	৬৩১৫৮
৪৭	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৫৯	৬৩১৫৯
৪৮	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬০	৬৩১৬০
৪৯	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬১	৬৩১৬১
৫০	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬২	৬৩১৬২
৫১	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬৩	৬৩১৬৩
৫২	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬৪	৬৩১৬৪
৫৩	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬৫	৬৩১৬৫
৫৪	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৬৬	৬৩১৬৬
৫৫	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৭	৬৩১৬৭
৫৬	বৈদ্যনাথধাম — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৮	৬৩১৬৮
৫৭	জসিডি — বৈদ্যনাথধাম মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৯	৬৩১৬৯
৫৮	জামালপুর — কিউল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৩৩	৬৩৪২৩
৫৯	কিউল — জামালপুর মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৩৪	৬৩৪২৪
৬০	সাহেবগঞ্জ — জামালপুর মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৩১	৬৩৪৩১
৬১	জামালপুর — সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৩২	৬৩৪৩২
৬২	হাওড়া — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৫১	৬৩৫০১
৬৩	বর্ধমান — হাওড়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০৫২	৬৩৫০২
৬৪	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫২৯	৬৩৫০৫
৬৫	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩০	৬৩৫০৬
৬৬	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩১	৬৩৫০৭
৬৭	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩২	৬৩৫০৮
৬৮	বর্ধমান — ঝাঝা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩৩	৬৩৫০৯
৬৯	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩৪	৬৩৫১২
৭০	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩৫	৬৩৫১১
৭১	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩৬	৬৩৫১৪
৭২	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৩	৬৩৫১৩
৭৩	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৫	৬৩৫১৫
৭৪	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৬	৬৩৫১৬
৭৫	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৭	৬৩৫১৭
৭৬	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৮	৬৩৫১৮
৭৭	বর্ধমান — বোকারো স্টিল সিটি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫১৯	৬৩৫১৯
৭৮	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫২০	৬৩৫২২
৭৯	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৩৭	৬৩৫২১
৮০	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫৮	৬৩৫২৪
৮১	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪৭	৬৩৫২৩
৮২	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫১	৬৩৫২৫
৮৩	আসানসোল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫২	৬৩৫২৬
৮৪	দুর্গাপুর — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬০৯	৬৩৫২৭
৮৫	আসানসোল — দুর্গাপুর মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬১০	৬৩৫২৮
৮৬	অন্ডাল — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫৯	৬৩৫২৯
৮৭	রামপুরহাট — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬০	৬৩৫৩০
৮৮	অন্ডাল — সাঁইথিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭৭	৬৩৫৩১
৮৯	সাঁইথিয়া — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭৮	৬৩৫৩২
৯০	অন্ডাল — সাঁইথিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭৯	৬৩৫৩৩
৯১	সাঁইথিয়া — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮০	৬৩৫৩৪
৯২	অন্ডাল — সাঁইথিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৩	৬৩৫৩৫
৯৩	সাঁইথিয়া — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৪	৬৩৫৩৬
৯৪	অন্ডাল — সাঁইথিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৫	৬৩৫৩৭
৯৫	সাঁইথিয়া — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৬	৬৩৫৩৮
৯৬	আসানসোল — এনএসসি গোমো মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪১	৬৩৫৪১
৯৭	এনএসসি গোমো — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪২	৬৩৫৪২
৯৮	আসানসোল — এনএসসি গোমো মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪৩	৬৩৫৪৩
৯৯	এনএসসি গোমো — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪৪	৬৩৫৪৪
১০০	আসানসোল — বরকাকানা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫৫	৬৩৫৫৫
১০১	বরকাকানা — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৫৬	৬৩৫৫৬
১০২	বরকাকানা — বেনারস মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৩৫৯	৬৩৫৫৭
১০৩	বেনারস — বরকাকানা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৩৬০	৬৩৫৫৮
১০৪	আসানসোল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৮১	৬৩৫৬১
১০৫	বৈদ্যনাথধাম — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬২	৬৩৫৬২
১০৬	আসানসোল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৬৩	৬৩৫৬৩
১০৭	জসিডি — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৮২	৬৩৫৬৪
১০৮	জসিডি — ঝাঝা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৭৬৯	৬৩৫৬৫
১০৯	ঝাঝা — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৭৭০	৬৩৫৬৬
১১০	ঝাঝা — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৭৬	৬৩৫১০
১১১	আসানসোল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৭৭	৬৩৫৬৯
১১২	বৈদ্যনাথধাম — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৬৭৮	৬৩৫৭০
১১৩	জসিডি — মোকামা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭১	৬৩৫৭১
১১৪	মোকামা — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭২	৬৩৫৭২
১১৫	জসিডি — কিউল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭৩	৬৩৫৭৩
১১৬	কিউল — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৭৪	৬৩৫৭৪
১১৭	বর্ধমান — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৭	৬৩৫৮১
১১৮	রামপুরহাট — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৮	৬৩৫৮২
১১৯	বর্ধমান — রামপুরহাট মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৮৯	৬৩৫৮৩
১২০	রামপুরহাট — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯০	৬৩৫৮৪
১২১	বোকারো স্টিল সিটি — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	রবিবার ছাড়া	০৩৫৯১	৬৩৫৯১
১২২	আসানসোল — বোকারো স্টিল সিটি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	রবিবার ছাড়া	০৩৫৯২	৬৩৫৯২
১২৩	পুরুলিয়া — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯৩	৬৩৫৯৩
১২৪	আসানসোল — পুরুলিয়া মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯৪	৬৩৫৯৪
১২৫	বোকারো স্টিল সিটি — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯৫	৬৩৫২০
১২৬	রাঁচি — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯৭	৬৩৫৯৭
১২৭	আসানসোল — রাঁচি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৯৮	৬৩৫৯৮
১২৮	বর্ধমান — আসানসোল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০০৫	৬৩৫৪৯
১২৯	অন্ডাল — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৫৪৬	৬৩৫৫০
১৩০	অন্ডাল — জসিডি (ভায়া বারাবনি) মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	শনিবার ছাড়া	০৩৫৩৯	৬৩৫৪৫
১৩১	জসিডি — অন্ডাল (ভায়া বারাবনি) মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	শনিবার ছাড়া	০৩৫৩৮	৬৩৫৪৬
১৩২	জসিডি — বাঁকা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	শনিবার ছাড়া	০৩৫৮১	৬৩৫৪৭
১৩৩	বাঁকা — জসিডি মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	শনিবার ছাড়া	০৩৫৮২	৬৩৫৪৮
১৩৪	বর্ধমান — তিনপাহাড় মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৬৯	৬৩০৬৩
১৩৫	তিনপাহাড় — বর্ধমান মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৪৭০	৬৩০৬৪
১৩৬	শিয়ালদহ — লালগোলা মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৮৯	৬৩১৭৭
১৩৭	লালগোলা — শিয়ালদহ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহচ	০৩১৮৪	৬৩১৭৬
১৩৮	সাহেবগঞ্জ — মালদা টাউন মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৭৬৭	৬৩৪০১
১৩৯	মালদা টাউন — সাহেবগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩৭৬৮	৬৩৪০২
১৪০	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১২	৬৩০৪২
১৪১	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১১	৬৩০৪১
১৪২	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১৪	৬৩০৪৬
১৪৩	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১৩	৬৩০৪৫
১৪৪	আজিমগঞ্জ — কাশিমবাজার মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১৬	৬৩০৫৮
১৪৫	কাশিমবাজার — আজিমগঞ্জ মেমু প্যাসেঞ্জাব	মেমু	প্রত্যহ	০৩০১৫	৬৩০৫৭
১৪৬	আসানসোল — অন্ডাল মেমু প্যাসেঞ্জার	মেমু	প্রত্যহ	০৩১৫২	৬৩৫৩২

৭) মেল/এক্সপ্রেস এবং প্যাসেঞ্জার ট্রেনের সময়সূচীর সংশোধন করা হয়েছে এবং এনটিইএস-এ আপডেট করা হচ্ছে, যা ০১.০১.২০২৫ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

আর্থিক ধস সামাল দেয় মনমোহনের পঞ্চ-বাঁধ

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : বিপর্যস্ত অর্থনীতির উদাহরণ টানতে গেলে ইদানীং আপনা থেকেই মুখে 'পাকিস্তান' শব্দটা চলে আসে। বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারে 'হাঁড়ির হাল', আকাশ ছোঁয়া মুদ্রাস্ফীতি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, কঠিন শর্ত চাপাচ্ছে ঋণদাতারা... সবগুলিই আমাদের প্রতিবেশী দেশের কথা মনে করিয়ে দেয়। কিছুদিন আগে একই ধরনের পরিস্থিতি দেখা গিয়েছিল ভারতের অপর প্রতিবেশী শ্রীলঙ্কায়। তবে এখন কল্পনা বলে মনে হলেও আড়াইদশক আগে ভারতীয় অর্থনীতির ছবিটা এর থেকে আলাদা কিছু ছিল না।

সেবার আর্থিক বিপর্যয় সামাল দিতে ডাক পড়েছিল এক অর্থনীতিবিদের। তিনি মনমোহন সিং। ১৯৯১-এর ২৪ জুলাই তিনি যে বাজেট পেশ করেছিলেন সেটি আধুনিক ভারতের ভিত তৈরি করেছিল। বাজেটে মূলগতভাবে ৫টি বিষয়ের ওপর জোর দিয়েছিলেন মনমোহন। এক, লাইসেন্সরাজে ইতি টানা। দুই, টাকার মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ। তিন, বিলগ্নিকরণ। চার, প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য। পাঁচ, ভরতুকি ছাঁটাই। এই পাঁচের সমীকরণকেই এককথায় উদার অর্থনীতি বলা হয়।

ঔপনিবেশিক আমল থেকে ভারতে কলকারখানা তৈরির জন্য সরকারের বিভিন্ন স্তর থেকে অনুমতি নিতে হত। ১৯৪৭-এর পর দেশীয় শিল্পকে অক্সিজেন জোগাতে যে ব্যবস্থাকে আরও কঠোর করে তোলা হয়। '৭০-এর দশকে ব্যাংক বেসরকারিকরণ যাকে নতুন মাত্রা প্রদান করেছিল। কিন্তু এর জেরে ভারতে বিদেশি বিনিয়োগের দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আশির দশকের মাঝামাঝি থেকে বিনিয়োগের অভাবে ধুঁকতে শুরু করে দেশের অর্থনীতি। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এবং আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম বৃদ্ধির জেরে পরিস্থিতি ক্রমশ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে থাকে।

প্রথম বাজেটে শিল্পক্ষেত্রে বিনিয়োগ বাড়াতে লাইসেন্সরাজের অবসান ঘোষণা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী মনমোহন সিং। একসঙ্গে ৩৪টি শিল্পে বিদেশি বিনিয়োগের সুবিধার কথা জানান তিনি। টাকার দামে পতন ঠেকাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থা এবং আমদানি-রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করেন। এর ফলে একদিকে যেমন মূল্যবৃদ্ধিতে রাশ টানা সম্ভব হয়, তেমনই বাজারে টাকার জোগান বাড়ে। নাগালে আসে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। বেশ কয়েকটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পে সরকারি অংশীদারিত্ব হ্রাস করা হয়। বাজার অর্থনীতিতে প্রতিযোগিতা বাড়াতে একাধিক সুবিধার কথা ঘোষণা করেছিলেন মনমোহন। বিভিন্ন খাতে অযৌক্তিক খরচেও রাশ টেনেছিলেন। এই ৫ পদক্ষেপই বদলে দিয়েছিল ভারতের অর্থনীতিকে।

এক ফোনে অর্থনীতিবিদ থেকে রাজনীতিক

সালটা ১৯৯২। নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও এবং বিশ্বব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট লুই প্রেস্টনের সঙ্গে মনমোহন সিং। *-ফাইলছবি*

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : ১৯৯১-এর জুন। কেন্দ্রে সদ্য ক্ষমতায় এসেছে পিভি নরসীমা রাওয়ের কংগ্রেস সরকার। উথালপাতাল বিশ্বরাজনীতি। সোভিয়েত ইউনিয়ন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছে। খামেনেই প্রভাবিত ইরান মধ্যপ্রাচ্যে দ্রুত শক্তিসঞ্চয় করছে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে অপ্রতিদ্বন্দ্বী আমেরিকা। এদিকে আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দাম আকাশ ছুঁয়েছে। নাভিশ্বাস উঠছে ভারতীয় অর্থনীতির। দেশের বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ার তলানিতে। টন টন সোনা বন্ধক রেখে বিদেশ থেকে ঋণ নিতে হচ্ছে। দু-অঙ্কে পৌঁছে গিয়েছে মুদ্রাস্ফীতি। রাজনীতি, অর্থনীতির এই ডামাডোল থেকে শতহস্ত দূরে নিজের জগৎ আর পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত তিনি। সবে নেদারল্যান্ডসে এক সম্মেলনে ভাষণ দিয়ে হোটেলে ফিরেছেন মনমোহন সিং। সঙ্গী জামাই বিজয় তঙ্খা।

মাঝরাতে ঘরের ল্যান্ডফোনটা বেজে উঠল। এত রাতে তো কেউ ফোন করে না। দ্বিধাগ্রস্তভাবে রিসিভার তুলেছিলেন মনমোহনের জামাই। ফোনের অন্যপ্রান্তে পিসি আলেকজান্ডার। প্রধানমন্ত্রী রাওয়ের সবচেয়ে কাছের লোকদের একজন। মনমোহনের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন তিনি। রিসিভার তাঁর হাতে যেতেই আলেকজান্ডার জানালেন, মনমোহনকে অর্থমন্ত্রী করতে চাইছেন রাও। বহু বছর পর মনমোহন-কন্যা দামন সিংয়ের লেখা 'স্ট্রিক্টলি পার্সোনাল : মনমোহন অ্যান্ড গুরশরণ' বইয়ে সেই কথোপকথনের উল্লেখ রয়েছে। সেখানে মনমোহন জানিয়েছেন আলেকজান্ডার তাঁকে মজার ছলে বলেছিলেন, দেশের অর্থনীতি মজবুত হলে সেই কৃতিত্ব তাঁরা নেবেন আর সেটা না ঘটলে তাঁকে অর্থমন্ত্রীর পদটি খোয়াতে হবে। একসময় রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর মনমোহন সেই শর্ত মেনেই রাওয়ের মন্ত্রীসভায় যোগ দিয়েছিলেন। ২১ জুন রাষ্ট্রপতি ভবনে গিয়ে আরও কয়েকজনের সঙ্গে মন্ত্রীপদের শপথ নিয়েছিলেন।

সেই অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে মনমোহন জানিয়েছিলেন, মন্ত্রীপদে শপথগ্রহণকারীদের মধ্যে তাঁকে দেখে উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনে কোনওদিন রাজনীতির সংস্পর্শে না আসা মানুষটি জুটি বেঁধেছিলেন পোড়খাওয়া রাজনীতিক পিভি নরসীমা রাওয়ের সঙ্গে। তারপরের টুকু ইতিহাস। খাদের কিনারা থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে টেনে এনেছিলেন দুই মহারথী। প্রথম বাজেটেই আমূল সংস্কারের পথে হাঁটলেন মনমোহন। লালফিতের ফাঁস আলগা করে প্রত্যক্ষ বিদেশি বিনিয়োগের পথ প্রশস্ত করলেন। অবসান ঘটল লাইসেন্স-রাজের। টাকার অবমূল্যায়ন ঠেকাতে প্রতিযোগিতামূলক বাজার ব্যবস্থার ভিত তৈরি করলেন। শুরু হয়েছিল রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির বিলগ্নিকরণ। তবে সীমিত পরিসরে। যার পরবর্তী ধাপ বিভিন্ন খাতে ভরতুকি ছাঁটাই।

মনমোহনী জাদুস্পর্শে মাত্র ৫ বছরে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল ভারতের অর্থনীতি। এরপর রাজনীতির গঙ্গা-যমুনা দিয়ে প্রচুর জল প্রবাহিত হয়েছে। অর্থমন্ত্রীর পদ ছাড়লেও কংগ্রেসেই রয়ে যান মনমোহন। মাঠময়দানের রাজনীতি থেকে দূরে থাকলেও জটিল আর্থিক ব্যাপারে দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে তাঁকেই এগিয়ে দিত কংগ্রেস। মিতভাষী মনমোহন সহজভাবে বুঝিয়ে দিতেন বিষয়ের সুফল-কুফল। ২০০৪-এ বাজপেয়ী-আদবানির বিজেপির অপ্রত্যাশিত পরাজয়ের পর 'অন্তরাত্মা'র ডাকে কংগ্রেস সরকারের নেতৃত্ব দিতে রাজি হননি সোনিয়া গান্ধি। তখন ফের ডাক পড়ে পরীক্ষিত মনমোহনের। টানা ১০ বছর প্রধানমন্ত্রী থাকার কৃতিত্ব ঝুলিতে পুরেছিলেন। চালিয়েছিলেন ইউপিএ-র জোট সরকার।

তাঁর মিতভাষণ ও আত্মপ্রচারে উদাসীনতাকে বহুবার দুর্বল প্রধানমন্ত্রী, সোনিয়ার হাতের পুতুল, মৌনীমোহনের তকমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একের পর এক সংস্কার, জনমুখী প্রকল্প, বামেদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ উপেক্ষা করে আমেরিকার সঙ্গে অসামরিক পরমাণু চুক্তি বাস্তবায়িত করা... যাবতীয় সমালোচনার জবাব দিয়েছিলেন রাজনীতিবিদ মনমোহন। তবে নিজের মতো করে। ২০২৪-এর শেষলগ্নে দেশ তাঁকে শুধু উদারনীতির জনক হিসাবে নয়, আজকের ভারতের অনুঘটক এবং অনন্য রাজনীতিক হিসাবেও স্মরণে রাখবে।

প্রধানমন্ত্রী হয়েও প্রণবকে 'স্যর' ডাকতেন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : প্রধানমন্ত্রী হয়েও প্রণববাবুকে 'স্যর' ডাকতেন মনমোহন সিং।

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের বিনম্র এবং শালীন আচরণ নিয়ে বহুবার আলোচনা হয়েছে। এমনই এক নজির হল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও মনমোহন সিং প্রণব মুখোপাধ্যায়কে 'স্যর' বলে সম্বোধন করতেন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের অধীনে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করার ফলে এই ডাক তাঁর অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৮২ সালে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার গর্ভনর নিযুক্ত হন মনমোহন। প্রণব মুখোপাধ্যায় তখন তাঁর 'বস'। ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত রিজার্ভ ব্যাংকের গভর্নর পদে ছিলেন মনমোহন সিং। কিন্তু স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তাঁকে 'স্যর' সম্বোধন করায় চূড়ান্ত অস্বস্তিতে পড়েন প্রণববাবু। শেষ পর্যন্ত তাঁকে স্বস্তি দিতেই 'প্রণবজি' হিসেবে ডাক পালটান মনমোহন সিং। উলটো দিকে, তাঁকে চিরকাল 'ডক্টর সিং' বলেই ডেকে গিয়েছেন কীর্ণাহারের ব্রাহ্মণ সন্তান ও দেশের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি।

ইলিশে তাঁর তপস্যা ভেঙেছিল

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : জীবনযাপনের সরলতা খাদ্যাভ্যাসেও ফুটে উঠত প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর। তিনি সাধারণত নিরামিষই খেতেন। মাছ-মাংস তাঁর রোজকার খাবারে জায়গা পেত না। কিন্তু এহেন সংযমী মানুষটিও স্বীকার করেছিলেন, একটি খাবার চেখে দেখার জন্য নিরামিষ খাওয়ার অভ্যাস ভাঙতে তাঁর আপত্তি নেই। সেটি হল বাংলার ইলিশ। ২০১১ সালে বাংলাদেশ সফরে গিয়ে প্রথম ইলিশ মাছের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন মনমোহন। বলেছিলেন, 'এই সুস্বাদু মাছের কথা অনেক শুনেছি। আমি আমার নিরামিষভোজী শপথ ভাঙতে প্রস্তুত, শুধু এই পদটির স্বাদ নেওয়ার জন্য।'

মনমোহনী সংস্কার

▶ **মহাত্মা গান্ধি গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চিতি আইন :** ২০০৫ সালে মনমোহন সরকার চালু করে এমজিএনআরইজিএ, যা গ্রামীণ ভারতের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়নে বড় ভূমিকা নেয়। এই প্রকল্প গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বছরে ১০০ দিনের মজুরিভিত্তিক কাজের নিশ্চয়তা দিয়েছিল। পাশাপাশি এই প্রকল্প মহিলাদের আর্থিক স্বাধীনতায় সহায়ক হয়।

▶ **তথ্যের অধিকার আইন :** ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইন প্রণয়ন। নাগরিকদের সরকারি তথ্যের জন্য আবেদন করার ক্ষমতা দিয়েছিল শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে মান্যতা দিয়েছিল জনসাধারণের স্বচ্ছ প্রশাসনের দাবিকেও।

▶ **শিক্ষার অধিকার আইন :** ২০১০ সালে চালু হয় শিক্ষার অধিকার আইন। ৬-১৪ বছর বয়সি শিশুদের জন্য বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করে। এই আইন শিক্ষাকে মৌলিক অধিকারের মর্যাদা দেয়।

▶ **ভারত-মার্কিন অসামরিক পরমাণু চুক্তি :** ২০০৮ সালে মনমোহন সিং এবং তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের মধ্যে ভারত-আমেরিকা পারমাণবিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ভারতের পরমাণু কেন্দ্রগুলির নিরাপত্তা দেখভালের দায়িত্ব নেয় আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা (আইএইএ)। ফলে ভারতের পারমাণবিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা উঠে যায় এবং আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হয়।

▶ **খাদ্য সুরক্ষা আইন :** ২০১৩ সালে চালু হওয়া জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন (এনএফএসএ)-এ দেশের ৭০ শতাংশ জনসংখ্যাকে কম খরচে খাদ্যশস্য সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। ১-৩ টাকায় গম, চাল এবং অন্যান্য শস্য দেওয়া হয় দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা পরিবারগুলিকে।

▶ **আধার কার্ড :** আধার কার্ড বর্তমানে যে কোনও পরিষেবা পেতে জরুরি। আধার কার্ড তৈরি হয়েছিল মনমোহন সিং-এর আমলেই। দেশের সর্বস্তরে পরিবর্তন এনেছিলেন মনমোহন। তাঁর সেই সব সিদ্ধান্তের সুবিধা আজও ভোগ করছে ভারত।

প্রয়াণে শোকবার্তা

নরেন্দ্র মোদি : প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড. মনমোহন সিংয়ের সরল সাদাসিধা জীবন ও উন্নত চিন্তাধারা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। তাঁর জীবনসংগ্রাম ও সর্বোচ্চস্তরে উত্থান থেকে অনেক শেখার আছে। তিনি কেবল তাঁর সততা, সরলতা, পাণ্ডিত্যের জন্য নয়, দেশের অর্থনৈতিক সংস্কারে অবদান রাখার জন্যও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। পিভি নরসীমা রাওয়ের মন্ত্রীসভায় অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন ড. সিংয়ের সাহসী, দূরদর্শী ও বিচক্ষণ পদক্ষেপ দেশের অর্থনীতিকে একধাক্কায় অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল।... দেখেছি, যখনই কোনও গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশন থাকত, তিনি হুইলচেয়ারে এসেও নিজের দায়িত্ব পালন করতেন। তাঁর এই নিষ্ঠা আমাদের সকলের জন্য এক অনুপ্রেরণা।... গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন আমি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বিষয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতাম। প্রতিটি আলোচনাই বিশেষ অভিজ্ঞতা হয়ে থাকত। দিল্লি আসার পরেও সেই সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে বজায় ছিল। আমি তাঁর সাদাসিধে জীবনধারা এবং সততাকে বরাবর শ্রদ্ধা করেছি।...

সোনিয়া গান্ধি : আমার কাছে ড. মনমোহন সিংয়ের মৃত্যু গভীর ব্যক্তিগত ক্ষতি। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, দার্শনিক এবং পথপ্রদর্শক। তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত কোমল, কিন্তু নিজের দৃঢ় বিশ্বাসে তিনি ছিলেন অবিচল। সামাজিক ন্যায়বিচার, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার ছিল গভীর এবং অটল। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানো মানেই তাঁর জ্ঞান ও প্রজ্ঞার আলোকছটায় উদ্ভাসিত হওয়া শুধু তা-ই নয়, একইসঙ্গে সততা, স্বচ্ছতা, সরলতা ও নীতিবোধে মুগ্ধ হওয়া এবং তাঁর প্রকৃত নম্রতায় বিমোহিত হওয়া।

রাহুল গান্ধি : আমাদের পরামর্শদাতা ও পথপ্রদর্শককে হারালাম। ব্যক্তি মনমোহন এবং নেতা মনমোহনকে কখনই ভোলা যাবে না। তাঁর সততা, নম্রতা ও নীতির প্রশ্নে দৃঢ়তা গোটা জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

প্রিয়াংকা গান্ধি : রাজনীতিতে খুব কম মানুষই সর্দার মনমোহন সিংজি-র মতো শ্রদ্ধার প্রতীক হয়ে উঠতে পেরেছেন। তাঁর সততা ও কর্মদক্ষতা আমাদের সর্বদা অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে। বিরোধীদের অন্যায় এবং গভীরভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণের শিকার হয়েও কখনও ধৈর্য হারাতে দেখা যায়নি তাঁকে।

অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন, বিদেশ সচিব, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মনমোহন সিং ভারত-মার্কিন কৌশলগত অংশীদারিত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ চ্যাম্পিয়ন।

হামিদ কারজাই, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আফগানিস্তান : ভারত তার মহান ছেলেকে হারাল। আফগানিস্তানের প্রকৃত বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন মনমোহন সিং। পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানানোর ভাষা নেই।

মহম্মদ নাসিদ, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, মালদ্বীপ : মালদ্বীপের ভালো বন্ধু ছিলেন। আমার কাছে পিতৃসম। তাঁর সঙ্গে কাজ করতে পেরে আমি কৃতজ্ঞ।

পুষ্পকমল দহল 'প্রচণ্ড', প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, নেপাল : তিনি দূরদর্শী নেতা ও অসাধারণ রাষ্ট্রনায়ক।

মাহিন্দা রাজাপাক্ষে, প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট, শ্রীলঙ্কা : ভারতের অর্থনৈতিক উদারীকরণের স্থপতি। দূরদর্শী অর্থনীতিবিদ। তাঁর হাতে ভারতে নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

লুলা দ্য সিলভা, প্রেসিডেন্ট, ব্রাজিল : একুশ শতকের প্রথম দিকে আমরা সরকারে সমসাময়িক ছিলাম। দুদেশের সম্পর্ক মজবুত করেছি। সুন্দর বিশ্ব গড়ার জন্য একসঙ্গে কাজ করেছি।

মনমোহনকে ভারতরত্ন দেওয়ার দাবি

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : মরণোত্তর ভারতরত্ন দেওয়া হোক মনমোহন সিংকে। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টা কাটার আগেই নরেন্দ্র মোদি সরকারকে এই বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরুর কথা মনে করিয়ে দিল আম আদমি পার্টি। বছর ঘুরলেই দিল্লি বিধানসভার ভোট। তার আগে আপ শিবিরের দাবিতে বিজেপির অস্বস্তি বাড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। শুক্রবার আপ-এর রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং বলেন, 'ভারতরত্ন পাওয়ার জন্য যেসব যোগ্যতা থাকা দরকার, তার সবকটিই মনমোহন সিংয়ের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ছিল। ভারত সরকারের অবশ্যই উচিত এই বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করা।'

থাকতেন দু'কামরার ভাড়াবাড়িতে

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : গুয়াহাটির নন্দন নগরের বাড়ির নম্বর ৩৯৮৯। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার আগে এখানেই থাকতেন মনমোহন সিং। এই বাড়িটিই ছিল তাঁর সেকেন্ড হোম। ১৯৯১ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পিভি নরসীমা রাও তাঁকে অর্থমন্ত্রী হিসাবে বেছে নেওয়ার সময় মনমোহন ছিলেন অসমের রাজ্যসভার সাংসদ। ২০১৯ সালে তাঁর পঞ্চম রাজ্যসভার মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁর সরকারি ঠিকানা ছিল এই বাড়ি। অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হিতেশ্বর সাইকিয়ার বাড়ির উঠোনের একটি দুই কামরার ঘর বাসভবন ছিল প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর। ঘরের দরজায় এখনও শোভা পাচ্ছে মনমোহনের নামফলক।

বিশ্বমঞ্চে বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়ে ভারতের

পরমাণু চুক্তি নীতিতে আপসহীন মনমোহন

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : ১৯৯৮ সাল। কেন্দ্রে তখন বাজপেয়ী সরকার। রাজস্থানের পোখরানে সফল পারমাণবিক বিস্ফোরণ ভারতকে সরকারিভাবে পরমাণু শক্তিধর দেশের তালিকায় যুক্ত করে। কিন্তু এর জেরে আমেরিকা সহ পশ্চিমী দেশগুলি ভারতের বিরুদ্ধে আর্থিক নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। যার জেরে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে ভারত। 'ব্যাকডোর ডিপ্লোমেসি' চালিয়েও যে জট ছাড়াতে পারেনি তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকার। ২০০৪-এর পালাবদলের পর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে ইউপিএ-১ সরকার ক্ষমতায় আসে। সেই সময় থেকে আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্কের জট কাটানোর চেষ্টা শুরু হয়েছিল নতুন উদ্যমে। তখন দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানের ঘনিষ্ঠ বন্ধু আমেরিকা। সেই আমেরিকার সঙ্গেই অসামরিক পারমাণবিক চুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন মনমোহন। এর ফলে দ্বিমুখী লাভবান হওয়ার সুযোগ ছিল ভারতের।

প্রথমত, এই চুক্তির ফলে পরোক্ষে ভারতকে পারমাণবিক দেশ হিসাবে মেনে নেবে আমেরিকা। দ্বিতীয়ত, আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের কাছ থেকে পরমাণু জ্বালানি আমদানির সুযোগ পাবে ভারত। শেষপর্যন্ত মনমোহন সরকারের দৌত সফল হয়। ভারতের সঙ্গে চুক্তিতে সায় দেন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ। কিন্তু এই চুক্তির আগে ঘরেবাইরে প্রবল বিতর্কের মুখে পড়তে হয়েছিল ইউপিএ সরকারকে। বামেদের বিরোধিতায় সেই সময় সরকার পড়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে স্বভাববিনয়ী মনমোহন নীতির প্রশ্নে আপস করতে চাননি। তার কারণ, তাঁর যুক্তি ছিল ভারতের ভবিষ্যৎ জ্বালানি নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক অবস্থানকে শক্তিশালী করবে।

পরমাণু চুক্তির বিরোধিতা করেছিল মূলত বামেরা। সিপিআই (এম) মনে করেছিল এই চুক্তির ফলে ভারতের পরমাণু কর্মসূচি এবং বিদেশনীতি- দুইই আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়বে। তারা যুক্তি দিয়েছিল যে, এই চুক্তি ভারতকে আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের অংশ করে তুলবে এবং ভারতের স্বাধীন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা ক্ষুণ্ণ হবে। কংগ্রেসের অন্দরেও ওই চুক্তি নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছিল। এরপর বাম দলগুলি মনমোহন সরকারের ওপর থেকে তাদের সমর্থন তুলে নিলে সরকার পড়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যদিও শেষরক্ষা হয় আঞ্চলিক দলগুলির সহায়তায়। শেষমেশ আস্থা ভোটে জয়লাভ করার পর চুক্তি কার্যকর হয়।

মনমোহন জমানাতেই আমেরিকার পাশাপাশি জাপান, ফ্রান্স এবং জার্মানির সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক দৃঢ় হয়। তিনি কোয়াড গোষ্ঠী গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। চিনের সঙ্গে ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন সচেতন। ২০১৩-র সীমান্ত বিরোধেও তিনি দৃঢ় অবস্থান নেন এবং তিন সপ্তাহের মধ্যে সমস্যার নিষ্পত্তি হয়েছিল।

২ বালিকাকে ধর্ষণের পর খুন, ধৃত বাঙালি রাঁধুনি

পুনে, ২৭ ডিসেম্বর : আরজি করের ঘটনার সুরাহা হয়নি। তার মধ্যে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা ঘটে চলেছে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে। এবার মহারাষ্ট্রের রাজগুরুনগরের বাসিন্দা দুই নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল। বুধবারের ঘটনা। পুলিশ অজয় দাস নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতের বাড়ি পশ্চিমবঙ্গে। দোষীর কড়া শাস্তির দাবিতে রাজগুরুনগর থানার সামনে ধর্নায় বসেছেন দুই বালিকার পরিজন ও আত্মীয়রা। তাঁরা দেহ দুটি নিতে অস্বীকার করেছেন।

পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার দুপুরে দুই বোন বাড়ির সামনে খেলছিল। ৮ ও ৯ বছরের মেয়ে দুটি হঠাৎ বেপাত্তা হয়ে যায়। বুধবার নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগ দায়ের করা হয়। অনেক খোঁজাখুঁজির পর বৃহস্পতিবার পরিযায়ীদের বস্তিতে জলভরা ড্রামের মধ্যে দেহ দুটি মেলে। অজয় তাদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করেছে। ৫৪ বছর বয়সি রেস্তোরাঁর রাঁধুনির লালসার শিকার প্রথমে হয়েছিল বোন। একই দশা হয় এক বছরের বড় দিদিরও। ঘটনার পরেই অজয় পুনেয় চম্পট দেয়। সে ট্রেনে চেপে অন্যত্র চলে যাওয়ার ধান্দায় ছিল। পুলিশ পুনের এক হোটেল থেকে তাকে গ্রেপ্তার করেছে। বালিকাদের বাবা স্থানীয় পঞ্চায়েত স্কুলের ঝাড়ুদার।

পুনের (গ্রামীণ) পুলিশসুপার পঙ্কজ দেশমুখ জানিয়েছেন, পকসো আইন ও ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৩৭ ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সরব সুপ্রিয়া সুলে, রোহিত পাওয়ার, অমল কোলহে পুলিশের অযোগ্যতা নিয়ে মুখর হয়েছেন।

২৬/১১-র চক্রী মাক্কির মৃত্যু

ইসলামাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর : ২০০৮ সালে মুম্বই সন্ত্রাসের চক্রী হাফিস আবদুল রহমান মাক্কি মারা গিয়েছে। শুক্রবার লাহোরের এক হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়। মাক্কি ২০০০ সালে লালকেল্লায় জঙ্গিহানাতেও তার বড় ভূমিকা ছিল। বিশিষ্ট সাংবাদিক সুজাত বুখারি ও তার দুই নিরাপত্তারক্ষীকে খুনের ঘটনায়ও সে জড়িত। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলির তালিকায় মাক্কির নাম রয়েছে। লস্কর-ই-তৈবার প্রতিষ্ঠাতা হাফিজ সঈদের ভগ্নিপতি ও এই জঙ্গি সংগঠনের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান আবদুল রহমান মাক্কি কিছুদিন থেকেই অসুস্থ। তার রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় চিকিৎসা চলছিল লাহোরের হাসপাতালে। এখানেই মৃত্যু হয় তার।

জম্মু ও কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণরেখা সংলগ্ন অঞ্চলে বিভিন্ন সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে বার বার উঠেছে মাক্কির নাম। তরুণদের মগজ ধোলাই করে সন্ত্রাসে নিয়ে আসার ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত মাক্কিকে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদীর তকমা দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ। তার আগে আমেরিকা তার মাথার দাম ২৫ হাজার মার্কিন ডলার ঘোষণা করে।

নির্বাচনে বাধা নেই খালেদার

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর : আর্থিক দুর্নীতি, ষড়যন্ত্র সহ নানা অভিযোগে বিএনপি সুপ্রিমো খালেদা জিয়া ও তাঁর পুত্র তারেক রহমানের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল।

দাবি অ্যাটর্নি জেনারেলের

৫ অগাস্টের পালাবদলের পর বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের আমলে সেইসব মামলা খারিজ করে দিয়েছে আদালত। এর ফলে আগামী জাতীয় নির্বাচনে খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের প্রার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। শুক্রবার এই কথা জানিয়েছেন বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মহম্মদ আসাদুজ্জামান। 'ডিবেট ফর ডেমোক্র্যাসি' আয়োজিত এক আলোচনায় তিনি বলেন, 'আদালতের নির্দেশে শাস্তি পেলে শেখ হাসিনা সহ আওয়ামি লিগের নেতারা আগামী জাতীয় নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না। আপাতত সব মামলার নিষ্পত্তি হওয়ায় খালেদা জিয়া এবং তারেক রহমানের পরবর্তী নির্বাচনে অংশগ্রহণে কোনও আইনি বাধা নেই। অতীতের নির্বাচনি অপরাধীদের শাস্তি নিশ্চিত করা হলে ভবিষ্যৎ নির্বাচন গ্রহণযোগ্য করা যাবে।'

ওপেনিংয়ে ফিরেও ব্যর্থ রোহিত

ব্যাটে-বলে ভরাডুবি, ব্যাকফুটে ভারত

অস্ট্রেলিয়া : ৪৭৪
ভারত : ১৬৪/৫

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : পিচ তুলনামূলক সহজ।

পরিস্থিতিও প্রথম তিন টেস্টের চেয়ে অনুকূল। অজি ব্যাটাররা গতকালের পর এদিন যার ফায়দা তুলেছেন। পয়মন্ত মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে আরও একবার ঝলসে উঠল স্টিভেন স্মিথের ব্যাট। ফিরলেন ৩৪ নম্বর টেস্ট শতরান নিয়ে। স্মিথ-ক্লাসিকের কাঁধে চড়ে অস্ট্রেলিয়া ৪৭৪।

অথচ, একই বাইশ গজে ভারতীয় ব্যাটাররা নামতেই ঠকঠকানি শুরু! আবারও মুখ থুবড়ে পড়ার কাহিনি। নিজেদের টেস্ট কেরিয়ার নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনা, প্রশ্নটাকে উসকে দিয়ে ব্যর্থতার তালিকা দীর্ঘ করলেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলিরা।

শুভমান গিলকে বাদ দেওয়া, ব্যাটিং অর্ডার ঘেঁটে দেওয়া নিয়ে প্রাক্তনদের অনেকেই গতকাল কাঠগড়ায় তুলেছিলেন গৌতম গম্ভীরদের। সফল লোকেশ রাহুলকে ওপেনিং থেকে সরিয়ে নিজে নেমে পড়েন। কিন্তু চলতি ব্যর্থতায় ব্রেক লাগাতে পারেননি রোহিত (চলতি সিরিজে ৩, ৬, ১০ ও ৩। শেষ ১৪ ইনিংসে মোট সংগ্রহ ১৫৫)।

পুল শট মারতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেননি। মাত্র ৩ রানেই শেষ রোহিতের ইনিংস। লোকেশ (২৪), কোহলিরাও (৩৬) ব্যর্থ নামের প্রতি সুবিচার করতে। ফলস্বরূপ, দ্বিতীয় দিনেই ফের ম্যাচ বাঁচানোর চ্যালেঞ্জের মুখে ভারত (১৬৪/৫)।

যশস্বী জয়সওয়াল (৮২) চেষ্টা চালিয়েছিলেন। মনে হচ্ছিল সফরের দ্বিতীয় শতরান আজই তুলে নেবেন। রোহিত ফেরার পর লোকেশের সঙ্গে ৪৩ রানের জুটিতে নতুন বলের চ্যালেঞ্জে উতরে দেন দলকে। তিন নম্বরেও ভরসার ছাপ ছিল লোকেশের ব্যাটে।

কিন্তু প্যাট কামিন্সের দুরন্ত বলের শিকার লোকেশ। মিডল স্টাম্পে পরে হালকা আউটসুইংয়ে লোকেশের অফস্টাম্প ছিটকে দেন। ৫১/২। ক্রিজে বিরাট। মেলবোর্নে স্মরণীয় বেশ কিছু ইনিংস রয়েছে। বৃহস্পতিবার প্রথমদিনের খেলা শুরুর আগে যার স্মৃতিচারণও করছিলেন।

এদিন ব্যাট থেকে ট্রেডমার্ক কিছু শটও বেরিয়ে এল। যশস্বীর আগ্রাসী শটের ফুলঝুরির সঙ্গে বিরাটের অভিজ্ঞতার মেলবন্ধন-এমসিজি-তে হাজির ভারত আর্মিকে গলা ফাটানোর রসদ জোগাচ্ছিল। দ্রুত ১০২ রানের জুটিও গড়ে ফেলেন। ভারত ১৫৩/২। সেঞ্চুরির পথে যশস্বী। বড় ইনিংসের ভিত তৈরি কোহলির জন্যও।

যদিও ভাবনায় সার। পরের আধঘণ্টায় ম্যাচের মোড় বদল। ৬ রানের মধ্যে তিন উইকেট খুইয়ে বসে ভারত। কোহলির সঙ্গে 'বিরাট' ভুলের শিকার যশস্বী। মিডঅনে ঠেলে খুচরো রানের জন্য দৌড়েছিলেন। যদিও বিরাট সাড়া দেননি। দুর্ভাগ্য যশস্বীর (১১টি চার ও ১টি ছক্কা ৮২), ক্রিজে ফেরার আগেই কামিন্স-অ্যালেক্স ক্যারি জুটিতে কাজ সেরে নেয়।

অর্ধশতরানের পর যশস্বী জয়সওয়াল। মেলবোর্নে শুক্রবার। ছবি : এএফপি

সাত বল বাদে সাজঘরে বিরাটও। যশস্বীর রানআউট হয়তো মনঃসংযোগে কিছুটা চিড় ধরিয়েছিল। আবারও উইকেটের পিছনে ক্যাচ দিয়ে ফিরলেন। মেলবোর্নের ঘরের ছেলে স্কট বোল্যান্ডের বল বিরাটের ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা ক্যারির হাতে। নৈশপ্রহরী আকাশ দীপ (০) ব্যর্থ ব্রিসবেনের ফলোঅন বাঁচানো ইনিংসের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে।

নিটফল অস্ট্রেলিয়ার ৪৭৪-র জবাবে ভারত ১৬৪/৫। ফলোঅন বাঁচাতেই দরকার আরও ১১১ রান। তারপর লড়াইয়ে ফেরা। দিনের শেষে ঋষভ পন্থের (৬) সঙ্গে ক্রিজে রয়েছেন ব্রিসবেনের অন্যতম নায়ক রবীন্দ্র জাদেজা (৪)। নীতিশ কুমার রেড্ডি, ওয়াশিংটন সুন্দরের ব্যাটের হাত খারাপ নয়। কিন্তু আগামীকাল সেই দক্ষতার সঠিক প্রয়োগ দেখা যাবে তো?

অসমান বাউন্স থাকলেও পিচে সেই অর্থে জুজু নেই। স্মিথের সঙ্গে ১১২ রানের জুটিতে এদিন যা ফের বুঝিয়ে দেন কামিন্স (৬৩ বলে ৪৯)। সপ্তম উইকেটে যে সেঞ্চুরি পার্টনারশিপ কার্যত ভারতের আশা জল ঢালে। ব্যাটিং ব্যর্থতায় যা আরও গভীরে। ৩৪তম শতরানের পর স্মিথ থামেন ১৪০-এ, ১০ হাজার টেস্ট রানের ম্যাজিক ফিগার থেকে ৫১ রান দূরে।

সকালের সেশনে ভারতীয় বোলারদের তুলোধোনা করে ২৭ ওভারে ১৪৩ রান যোগ করে ম্যাচের রাশ পোক্ত করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। বোলিং নিয়ে গম্ভীরদের চিন্তা আরও বাড়িয়ে দেন স্মিথরা। মিচেল স্টার্ক (১৫), নাথান লায়োনও (১৩) সহজে উইকেট দেননি। এগারো নম্বর ব্যাটার স্কট বোল্যান্ড ৩৬টা বল খেলেন!

ভারতীয় ব্যাটাররা যদিও এর থেকে কোনও শিক্ষা নিতে ব্যর্থ। ম্যাচের বাকি তিনদিনে ব্যাটিং, বোলিংয়ে সামনে চলা আসা একঝাঁক ভুলভ্রান্তি রোহিত-গম্ভীররা কোন জাদুবলে দূর করেন, সেটাই এখন দেখার।

নজরে পরিসংখ্যান

১০ বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে স্টিভেন স্মিথের শতরানের সংখ্যা। যা সর্বাধিক। টপকে গেলেন বিরাট কোহলি (৯) ও শচীন তেন্ডুলকারকে (৯)।

১১ ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক ১১টি শতরান করলেন স্টিভেন স্মিথ। পিছনে ফেললেন জো রুটকে (১০টি)।

২০১ টেস্টে ৩৪তম শতরানের মাইলস্টোনে পৌঁছাতে ২০১ ইনিংস লাগল স্মিথের। যা তৃতীয় দ্রুততম। স্মিথের সামনে শচীন তেন্ডুলকার (১৯২ ইনিংস) ও রিকি পন্টিং (১৯৩ ইনিংস)।

৯৯ প্রথম ইনিংসে ৯৯ রান খরচ করলেন জসপ্রীত বুমরাহ। যা তাঁর টেস্ট কেরিয়ারে কোনও ইনিংসে সবাধিক।

১১.০৭ ২০২৪-'২৫ মরশুমে রোহিত শর্মার ব্যাটিং গড়। যা অন্তত ১০ ইনিংস খেলার নিরিখে কোনও মরশুমে ভারতের প্রথম ছয় ব্যাটারের মধ্যে দ্বিতীয় সর্বনিম্ন।

২ চলতি মরশুমে (২০২৪-'২৫) দ্বিতীয়বার ১০০ রানের পার্টনারশিপ গড়ল ভারত। রবীন্দ্র জাদেজা-রবিচন্দ্রন অশ্বীন (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চেন্নাইয়ে) ও যশস্বী জয়সওয়াল-বিরাট কোহলি (অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মেলবোর্নে)।

৪ চলতি সিরিজে চারটি টেস্টের প্রথম ইনিংসে অন্তত ৪ উইকেট পেলেন জসপ্রীত বুমরাহ। ২০০৫ সালে শেন ওয়ার্নের পর দ্বিতীয় বোলার হিসেবে বুমরাহ এই কৃতিত্ব অর্জন করলেন।

২০১৬ চলতি সিরিজের আগে শেষবার ২০১৬ সালে ভারত কোনও টেস্ট সিরিজে একাধিক ইনিংসে ৪০০ রান খরচ করেছিল। ২০১৬ সালে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ইংল্যান্ড তিনবার ৪০০ বা তার বেশি রান তুলেছিল।

অধিনায়কের বিরুদ্ধে অধিনায়কের সর্বাধিক আউট

ব্যাটার	বোলার	আউট
টেড ডেক্সার	রিচি বেনো	৫
সুনীল গাভাসকার	ইমরান খান	৫
রোহিত শর্মা	প্যাট কামিন্স	৫
গুলাবরাই রামচাঁদ	রিচি বেনো	৪
ক্লাইভ লয়েড	কপিল দেব	৪
পিটার মে	রিচি বেনো	৪

দর্শকদের সঙ্গে ঝামেলা বিরাটের

৩৬ রানে আউট হয়ে বিরাট কোহলি ড্রেসিংরুমের পথ ধরেছিলেন। কিন্তু দর্শকদের টিটকিরি শুনে ফের বেরিয়ে আসেন।

হাল না ছাড়ার বার্তা সুন্দরের

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : বিরাট কো কিউ ইতনা গুসসা আতা হ্যায়। বিরাট কোহলির কেরিয়ারের ঢুঁ মারলে ক্রিকেটীয় সাফল্যের সঙ্গে সমান্তরালভাবে প্রচারে থেকেছেন বিতর্কিত ঘটনার জেরে। বৃহস্পতিবার স্যাম কনস্টাসকে ধাক্কা মেরে ঘরে-বাইরে তোপের মুখে।

আজ দ্বিতীয় দিনে যার জেরে দর্শকদের টিটকিরির শিকার এবং ফের মেজাজ হারান কোহলি। দর্শকের অভব্যতার পালটা জবাব দিতে পিছপা হননি। ভারতীয় দলের চিন্তা অবশ্য বিরাটের মেজাজ নয়, ব্যাট হাতে কোহলিয়ানার ক্রমশ মরচে পড়াটা। এদিন চেষ্টা ছিল। মরিয়া ছিলেন চাপ ঝেড়ে ফের বড় ইনিংস খেলতে।

যদিও বিধি বাম। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কাজ শুরু করেও তা অর্ধসমাপ্ত রেখেই ফেরা। মুখের বদলে ব্যাট হাতে অজিদের জবাব দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া দলকে আরও বিপদে ফেলে। বাকি তিনদিনে ম্যাচ বাঁচানোর কঠিন পরীক্ষা ভারতের সামনে। ব্রিসবেনে বৃষ্টি এবং জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের ফলোঅন বাঁচানো জুটিতে রক্ষা মিলেছিল। মেলবোর্নে?

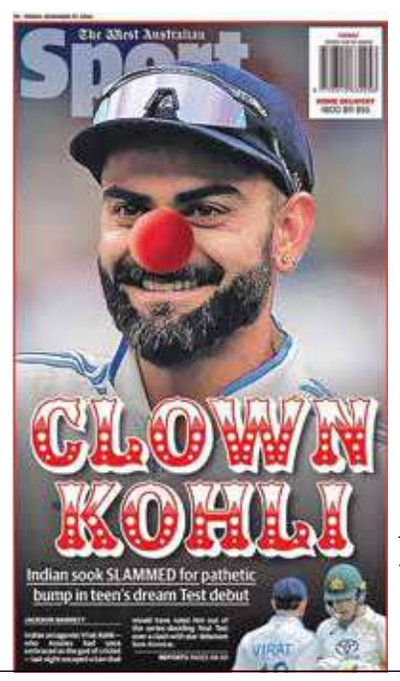

বৃহস্পতিবার স্যাম কনস্টাসকে কাঁধ দিয়ে ধাক্কা মেরেছিলেন বিরাট কোহলি। তারই জেরে 'দ্য ওয়েস্ট অস্ট্রেলিয়ান' পত্রিকা জোকার সাজিয়ে কোহলিকে বিদ্রূপ করল।

উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছেন গৌতম গম্ভীর-অভিষেক নায়াররাও। অবশ্য দ্বিতীয় দিনের খেলা শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির ওয়াশিংটন সুন্দরের গলাতে কিন্তু লড়াইয়ের কথা। আত্মবিশ্বাসী গলায় জানিয়েও দিলেন, আগামীকাল দলের প্রত্যাশাপূরণের তাগিদ নিয়েই মাঠে নামবেন। কঠিন পরিস্থিতিতে দল। তিন বিভাগেই নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি নন। প্রাথমিক লক্ষ্য আগামীকাল ব্যাট হাতে দলকে রসদ জোগানো। পরিস্থিতি নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাচ্ছেন না। লক্ষ্য দল যে দায়িত্ব দিয়েছে, তা ঠিকঠাকভাবে পালন করা।

তামিলনাড়ুর স্পিন-অলরাউন্ডার আরও দাবি করেছেন, 'লড়াইয়ে ফিরতে বড় স্কোর দরকার। তবে সেই সুযোগ কিন্তু আমাদের সামনে এখনও রয়েছে। আগামীকাল সকালে লড়াইটা জারি রাখতে বদ্ধপরিকর আমরা।' সুন্দরের দাবি, কোণঠাসা পরিস্থিতি হলেও সাজঘরের পরিবেশে চাপের লক্ষণ নেই। ব্রিসবেনে ম্যাচ বাঁচানোর পর গম্ভীরদের শরীরী ভাষাতে অনেকে বাকি সিরিজে দাপট দেখানোর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। যদি বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দুইদিনে ছবিটা ফের ঘুরে গিয়েছে। বিশেষত, আজ ব্যাটে-বলের ভরাডুবির পর দেয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়া অবস্থা।

সাংবাদিক সম্মেলনে সুন্দর যদিও বলেছেন, 'সাজঘরে সবাই পজিটিভ। সবে দুইদিন। এখনও তিনদিন বাকি। প্রচুর ওভার খেলা রয়েছে। আমাদের কাজ আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে দলকে ভালো জায়গায় পৌঁছে দেওয়া।' পিচ নিয়ে কোনও জুজু নেই, তা কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দেন। সুন্দর বলেছেন, 'প্রথম দিন আকাশ মেঘলা ছিল। পিচ কিছু নরম। তুলনায় আজ উইকেট ভালো। আশাবাদী, আগামীকালের উইকেটে খুব বেশি রদবদল ঘটবে না। সেদিক থেকে আগামী দুইদিন গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। আমরা আত্মবিশ্বাসী।'

লোকেশকে খোঁচা লায়োনের

কনস্টাসের রিভার্সে হার্ট অ্যাটাক স্মিথের!

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : ব্রিসবেনেই ছন্দে ফিরেছিলেন।

আর স্টিভেন স্মিথ ছন্দে থাকলে প্রতিপক্ষের কী হাল হয়, মেলবোর্নে হাড়েহাড়ে টের পাচ্ছে ভারতীয় শিবির। ট্রাভিস হেডের রোমাঞ্চকর শটের দুঃসাহস খুঁজতে যাওয়া বৃথা। বদলে কপিবুক ক্রিকেটীয় শটের সমাহার। মেলবোর্নের তেমনই এক স্মিথ-ক্লাসিক চালকের আসনে বসিয়ে দিয়েছে অস্ট্রেলিয়াকে। কোণঠাসা ভারত, চাপে ভারতীয় বোলাররা।

কেরিয়ারের ৩৪তম টেস্ট শতরান। ভাঙলেন ভারতের বিরুদ্ধে জো রুটের সর্বাধিক ১০ শতরানের নজিরও। পঞ্চদশ ব্যাটার হিসেবে দশ হাজার রানের এলিট ক্লাবে ঢুকতে দরকার আর ৫১ রান।

রেকর্ড দিনে স্মিথের দাবি, রান না পেলেও, তিনি ছন্দে ছিলেন। যুক্তি, 'ফর্মে না থাকা এবং রানে না থাকা, সম্পূর্ণ আলাদা। গত কিছু ম্যাচে রান না পেলেও, কখনও মনে হয়নি আমি ছন্দে নেই। ব্যাটে ঠিকঠাক বল লাগছিল। বিশ্বাস হারায়নি নিজের ওপর। চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছি।'

স্মিথের মতে এই ধরনের পিচে বড় রান পেতে ভাগ্যের সাহায্য কিছুটা দরকার। আগে যা হচ্ছিল না। কিছু কিছু ক্ষেত্রে আম্পায়ার্স কলের কারণে উইকেট হারিয়েছেন। নিজের ওপর বিশ্বাস রাখার পাশাপাশি ভাগ্যের চাকা ঘুরতেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে।

৩১১/৬ থেকে শুরু করে প্রথম সেশনেই ভারতকে কোণঠাসা করে ফেলে অজিরা। সৌজন্যে সপ্তম উইকেটে কামিন্স-স্মিথের ১১২ রানের যুগলবন্দি। আগ্রাসী ব্যাটিং প্রসঙ্গে স্মিথের দাবি, 'নির্দিষ্ট কোনও পরিকল্পনা ছিল না। মূল লক্ষ্য ছিল পরিস্থিতি বুঝে খেলা। প্যাট এদিন দারুণ খেলল। অত্যন্ত ইতিবাচক ব্যাটিং। আমাদের জুটিতাও বেশ কার্যকর, যা ম্যাচের রং অনেকটাই বদলে দিয়েছে।'

তরুণ সতীর্থ স্যাম কনস্টাসের প্রশংসার সুর স্মিথের গলায়। স্যাম যেভাবে জসপ্রীত বুমরাহকে রিভার্স স্কুপ করছিলেন, তাতে নাকি আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার জোগার হচ্ছিল! বলেছেন, 'দুরন্ত শুরু কনস্টাসের। যেভাবে রিভার্স শটে বুমরাহকে ছক্কা হাঁকাল, হার্ট অ্যাটাক হওয়ার হাল। তবে শটটা বেশ উপভোগ্য ছিল। বুঝতে পারছি এনিয়ে চাপ অহেতুক।'

৩৪ নম্বর টেস্ট শতরানের পর স্টিভেন স্মিথ। শতরানের নিরিখে ছুঁয়ে ফেললেন সুনীল গাভাসকারকে। শুক্রবার মেলবোর্নে।

এদিকে, বিরাট কোহলির সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝিতে যশস্বী জয়সওয়ালের রান আউটের ক্ষতে নুন ছড়ালেন নাথান লায়োন। কিছুটা ব্যঙ্গের সুরে অজি অফস্পিনার দাবি করেন, বিরাট-যশস্বীরা চাপে ছিল। আর চাপের মুখে এরকম মজাদার ঘটনা ঘটে থাকে।

লায়োনের বাছাই করা মন্তব্যের মুখে পড়েন লোকেশ রাহুলও। প্রথম তিন টেস্টে ওপেনিংয়ে সফল হলেও এদিন তিন নম্বরে। যশস্বীর সঙ্গে ওপেন করেন রোহিত শর্মা। লোকেশকে উদ্দেশ্য করে যা নিয়ে লায়োনের খোঁচা, 'কি ভুল করেছিলে, যে তোমাকে ব্যাটিং অর্ডারে নীচে নামিয়ে দিল?'

ভারতের বিরুদ্ধে সর্বাধিক শতরান (টেস্টে)

ব্যাটার	শতরান	ইনিংস
স্টিভেন স্মিথ	১১	৪৩
জো রুট	১০	৫৫
গ্যারি সোবার্স	৮	৩০
ভিভিয়ান রিচার্ডস	৮	৪১
রিকি পন্টিং	৮	৫১

সিরাজকে এখনই ছাঁটাইয়ের দাবি সানির

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : মহম্মদ সিরাজের বিশ্রাম দরকার। বিশ্রাম দেওয়া হোক। তবে পরিষ্কার করে বলেও দেওয়া উচিত ব্যর্থতার জন্যই বিশ্রামে পাঠানো হচ্ছে। সিরাজের ব্যর্থতা নিয়ে আজ ঠিক এভাবেই চাঁচাছোলা ভাষায় তোপ দাগলেন সুনীল গাভাসকার।

২৩ ওভারে ১২২ রান দিয়ে উইকেটহীন। ওভার পিছু ৫.৩০ রান। যেখানে বাকিদের কেউই চারের বেশি রান দেননি! পরিসংখ্যান ছাপিয়ে গোটা সিরিজে যে লাইন-লেংথে সিরাজ বল করে চলেছেন, তা নিয়ে প্রথম থেকেই সমালোচনা জারি। মেলবোর্ন টেস্ট যে আগুনে ঘি ঢেলেছে।

গাভাসকারের দাবি, সিডনিতে যেন সিরাজকে রাখার কোনওরকম ভুলচুক না করে টিম ম্যানেজমেন্ট। সিরাজকে তাঁর ব্যর্থতার কথা সোজাসুজি বলে দেয় যেন। কারণ শুধু বিশ্রাম বললে ভুল বার্তা যাবে। থিংকট্যাংকের উচিত ভুলটাকে পরিষ্কার করে দেওয়া। আরও পরামর্শ, সিডনিতে সিরাজের জায়গায় প্রসিধ কৃষ্ণাকে খেলানোর কথা ভাবুক গৌতম গম্ভীররা।

গাভাসকারের কথায়, দলের সামগ্রিক বোলিং পারফরমেন্স অত্যন্ত হতাশাজনক। স্মিথদের পালটা চ্যালেঞ্জে ফেলতে প্ল্যান 'বি', প্ল্যান 'সি' দরকার ছিল। ব্যাটারদের

গতকাল বলেছিলাম বিরাট আমার দেখা সেরা ব্যাটার। অনেকে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। শচীনের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় খেলার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারাও রয়েছে। লারার খেলা দেখার জন্য শেষ ডলার খরচ করতে রাজি আমি। কিন্তু যদি জীবন এবং শেষ ডলার, দুটোই বাজি রাখতে হয়, সেটা করব বিরাটের জন্য।

জাস্টিন ল্যাঙ্গার

মনঃসংযোগ বিগড়ে দিতে মাঝেমধ্যে বাউন্সারকে ব্যবহার করা যেত। কিন্তু সেই চেষ্টা দেখা যায়নি। উলটে আকাশ দীপ, সিরাজরা নতুন বলটা নষ্ট করেছে ভুলভাল লাইন-লেংথে বল করে।

তোপের মুখে গম্ভীর-রোহিত শর্মাও। দল নির্বাচন, স্পিনারদের ব্যবহার নিয়ে রোহিতকে কার্যত তুলোধোনা করেন রবি শাস্ত্রী। বলেছেন, 'যদি ৪০ ওভারের পরই স্পিনারদের দিয়ে বল করানো হয়, তাহলে দুজন স্পিনার নেওয়া কেন? মেলবোর্নের পিচে স্পিনারদের আরও আগে ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু রবীন্দ্র জাদেজা, ওয়াশিংটন সুন্দরদের আনা হল চল্লিশ ওভারের পর! বিশ্বাসই যদি রাখতে পারবে না, তাহলে দুই স্পিনার খেলানোর যুক্তি নেই।'

এদিকে, বিরাট-ব্যর্থতার দিনেও ভারতীয় তারকাকে প্রশংসায় ভরিয়ে দেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। প্রাক্তন অজি ব্যাটার জানান, বিরাটের ব্যাটিং দেখতে জীবনের সঙ্গে পকেটের শেষ ডলারও বাজি রাখতে রাজি। যশস্বী-বিরাটের পার্টনারশিপের সময় ধারাভাষ্যকারের ভূমিকায় থাকা ল্যাঙ্গার বলেছেন, 'গতকাল বলেছিলাম বিরাট আমার দেখা সেরা ব্যাটার। অনেকে ভ্রূ কুঁচকেছিলেন। শচীন তেন্ডুলকারের বিরুদ্ধে কেরিয়ারের বেশিরভাগ সময় খেলার সুযোগ পেয়ে আমি সম্মানিত। রিকি পন্টিং, ব্রায়ান লারাও রয়েছে। লারার খেলা দেখার জন্য শেষ ডলার খরচ করতে রাজি আমি। কিন্তু যদি জীবন এবং শেষ ডলার, দুইটিই বাজি রাখতে হয়, সেটা করব বিরাটের জন্য।'

শচীনকে সম্মান এমসিসি-র

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : ক্রিকেট তাঁকে বিশ্বের সব খ্যাতি দিয়েছে। এবার ক্রিকেট কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের মুকুটে আরও একটি পালক জুড়ল। ঐতিহাসিক মেলবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবের (এমসিসি) সাম্মানিক সদস্য হলেন মাস্টার ব্লাস্টার। শুক্রবার মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে ভারত-অস্ট্রেলিয়ার চতুর্থ টেস্টের দ্বিতীয় দিনের খেলার ফাঁকে শচীনকে এই সম্মান দেয় এমসিসি। এই প্রসঙ্গে এমসিসি-র তরফে বলা হয়েছে, 'একজন আইকনকে সম্মানিত করা হল। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক শচীন তেন্ডুলকার সাম্মানিক সদস্যপদ গ্রহণ করায় এমসিসি গর্বিত। ক্রিকেটের প্রতি শচীনের অবদান অতুলনীয়। যার জন্যই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে একশো শতরানের মালিক শচীনকে এই বিশেষ সম্মান দেওয়া হয়েছে।' মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে টেস্টে ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক রান শচীনেরই। যার মধ্যে রয়েছে একটি শতরান ও ৩টি অর্ধশতরান।

এখনই খেতাবের কথা ভাবছেন না স্লট

লিভারপুল, ২৭ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে-র কুয়াশাভরা রাতে লেস্টার সিটিকে ৩-১ গোলে হারিয়ে শীর্ষস্থান আরও মজবুত করল লিভারপুল। অন্যদিকে, উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সের কাছে ০-২ গোলে হেরে পরিস্থিতি আরও খারাপ হল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের।

বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ঘরের মাঠ অ্যানফিল্ডে পিছিয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ সালাহরা। তারপর বিরতির আগে ও পরে দুই গোল করে লিভারপুলকে এগিয়ে দেন কোডি গাকপো ও কার্টিস জোনস। পরে জয় নিশ্চিত করেন সালাহ। চলতি মরশুমে লিগে ১৬টি গোল ও ১১টি অ্যাসিস্ট করে ফেললেন মিশরীয় মহাতারকা। আর্নে স্লটের দল অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে। দুই নম্বর চেলসির (পয়েন্ট ৩৫) চেয়ে ১ ম্যাচ কম খেলে সালাহদের পয়েন্ট ৪২ এবং শেষ কয়েক বছর ঘাড়ের কাছে নিঃশ্বাস ফেলা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ৭ নম্বরে নেমে গিয়েছে। তবে এখনই খেতাব জয়ের কথা ভাবতে নারাজ স্লটের মন্তব্য, '২ মাস আগে আমরা সিটির পেছনে ছিলাম। এখন দেখুন ওরা কোথায়। একই অবস্থা আমাদেরও হতে পারে। তাই আমরা এক একটি ম্যাচ ধরে এগোতে চাই।'

ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ ভারতের

৬ উইকেটে নজির দীপ্তির

ভদোদরা, ২৭ ডিসেম্বর : প্রথম দুই ম্যাচ জিতেই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ জয় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন ভারতের মেয়েরা। তৃতীয় ওডিআইতেও দাপুটে পারফরমেন্স বজায় রেখে তাদের হোয়াইটওয়াশ করল হরমনপ্রীত কাউরের ভারত। একাই ৬ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা দীপ্তি শর্মা।

এদিন টস জিতে শুরুতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজ। কিন্তু দীপ্তি (৩১/৬) ও রেণুকা সিং ঠাকুরের (২৯/৪) স্পিন-পেসের ককটেলের সামনে দাঁড়াতেই পারেনি ক্যারিবিয়ানরা। মহিলাদের ওডিআইয়ে প্রথম ভারতীয় হিসাবে তৃতীয়বার ৫ বা তার বেশি উইকেট নিলেন দীপ্তি। রেণুকা যোগ্য সংগত করায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩৮.৫ ওভারে ১৬২ রানে অল আউট হয়ে যায়। অল্প রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করতে নামলেও শুরুর দিকে পরপর উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে গিয়েছিল ভারত। তবে বলের পর ব্যাট হাতেও জ্বলে উঠলেন দীপ্তি। তার আগে মিডল অর্ডারে হরমনপ্রীত (৩২) ও জেমিমা রডরিগেজ (২৯) দলকে জয় এনে দেন। শেষদিকে শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষকে (১১ বলে অপরাজিত ২৩) নিয়ে ৫ উইকেটে জয় নিশ্চিত করেন দীপ্তি (অপরাজিত ৩৯)। ভারত ২৮.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৬৭ রান তুলে নেয়।

৬ উইকেট নেওয়ার বল দেখাতে দেখাতে ফিরছেন দীপ্তি শর্মা। শুক্রবার ভদোদরায়।

লক্ষ্মীর দলের সামনে আজ হার্দিক চ্যালেঞ্জ

হায়দরাবাদ, ২৭ ডিসেম্বর : পুনেতে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে গত বছর বিশ্বকাপের ম্যাচে শেষবার হার্দিক পান্ডিয়া ওডিআই ফরম্যাটে নেমেছিলেন। সেই ম্যাচে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর শনিবারই তিনি প্রথম একদিনের ম্যাচে নামছেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে দাদা ক্রুণাল পান্ডিয়ার নেতৃত্বে ঘটছে তাঁর ওডিআই কামব্যাক। মাঝে জাতীয় দলের হয়ে টি২০ ক্রিকেটে নামলেও চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির লক্ষ্যে আগামীকাল তাঁকে বাংলার বিরুদ্ধে দেখার অপেক্ষায় রয়েছেন জাতীয় নির্বাচকরা। কয়েকদিন আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০ ক্রিকেটে বরোদার বিরুদ্ধে হেরে বাংলার বিদায় নেওয়ার ম্যাচে হার্দিক বল হাতে ২৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছিলেন। তাই বিজয় হাজারের প্রথম তিন ম্যাচে না খেলা হার্দিকের প্রত্যাবর্তন বরোদা শিবিরের জন্য নিশ্চিত সুখবর।

বাংলা দলের জন্য মহম্মদ সামিকে নিয়ে কোনও সুসংবাদ নেই। জানা গিয়েছে, জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে তিনি এখনও রিহ্যাব করছেন। সামির অনুপস্থিতিতে বাংলা বোলিংয়ে লক্ষ্মীরতন শুক্লার বড় ভরসা মুকেশ কুমার অবশ্য ছন্দে। শুক্রবার ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচেও মুকেশের নিয়ন্ত্রিত বোলিং বজায় ছিল। বিজয় হাজারের প্রথম ম্যাচে আক্রমণাত্মক শতরান করা অভিষেক পোড়েলের দিকে তাকিয়ে থাকবে বঙ্গ ব্যাটিং।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে স্থান জয়ন্তর

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : বিশেষভাবে সক্ষমদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসর এবার বসছে কলম্বোয়। ১২ জানুয়ারি থেকে শুরু ৪ দেশীয় এই প্রতিযোগিতার জন্য ভারতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন ডাবগ্রামের ৩০ বছরের বাঁহাতি পেসার জয়ন্ত দে। তাঁর দাবি, পূর্বাঞ্চল থেকে তিনিই একমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে রয়েছেন। সুকান্তনগর সুকান্ত স্পোর্টিং ক্লাবের অ্যাকাডেমির প্রশিক্ষক জয়ন্তকে শনিবার পুষ্পস্তবক-উত্তরীয় দিয়ে সংবর্ধিত করে সচিব জয়ব্রত সান্যাল, ক্রীড়া সচিব সুমন বসাকরা আশাপ্রকাশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেই বাড়ি ফিরবেন জয়ন্ত।

জয়ন্ত দে

জয়ন্ত বলেছেন, '২০১৭ সালে ভারতীয় দলের হয়ে আফগানিস্তান-বাংলাদেশের বিরুদ্ধে জোড়া টি২০ সিরিজ খেলা ছাড়াও আফগানদের বিরুদ্ধে গোলাপি বলের টেস্টে মাঠে নেমেছি। এবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হচ্ছে টি২০ ফরম্যাটে। এজন্য ২-৬ জানুয়ারি জয়পুরে হবে ভারতীয় দলের শিবির। ৩১ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি থেকে রওনা হচ্ছি আমি।' শুভানুধ্যায়ীদের ধন্যবাদ জানিয়ে জয়ন্ত বলেছেন, 'ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যান্ড ডিফারেন্টলি অ্যাবেলডের সভাপতি উৎপল মজুমদার আমার ক্রিকেট জীবনের উন্নতিতে সব সময় পাশে থেকেছেন। বিভিন্ন সময়ে তার সাহায্যের জন্য আমি কৃতজ্ঞ।' ১২ জানুয়ারি পাকিস্তান ম্যাচ দিয়ে জয়ন্তরা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি অভিযান শুরু করবেন।

জয়ের হ্যাটট্রিকে বছর শেষ লক্ষ্য ক্লেইটনদের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : শেষ পাঁচ ম্যাচের মধ্যে চারটেতেই জয়। এবার দুর্বল হায়দরাবাদ এফসি-কে হারিয়ে কি আইএসএলে প্রথমবার টানা তিন ম্যাচের রেকর্ডও কি এবার উপহার দিতে পারবেন অস্কার ব্রুজোঁ ও তাঁর ছেলেরা? আশায় বুক বাঁধছেন লাল-হলুদ সমর্থকরা।

ডিসেম্বর মাসটা তাঁদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, একথা আগেই বলেছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। এই সময়েই কিছু জয় তুলে নেওয়াই ছিল প্রাথমিক লক্ষ্য। কারণ জানুয়ারিতে বেশকিছু কঠিন ম্যাচ খেলতে হবে তাদের। তার আগে হায়দরাবাদে গিয়ে বছরের শেষটা ভালোভাবে শেষ করতে বদ্ধপরিকর ব্রুজো। জিএমসি বালাযোগী স্টেডিয়ামে নামার একদিন আগে তাই তাঁর বক্তব্য, 'আমাদের সামনে একটা সুযোগ এসেছে যা আগে কখনও করতে পারিনি। সম্প্রতি বাইরের ম্যাচে আমরা ভালো খেলছি। বছরের শেষটাও তাই জয় দিয়ে শেষ করতে চাই। জানুয়ারিতে আমাদের অনেকবেশি শক্তিশালী মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট, বেঙ্গালুরু এফসি, মুম্বই সিটি এফসি, এফসি গোয়ার বিরুদ্ধে খেলতে হবে। তার আগেই কিছু পয়েন্ট অর্জন করে রাখা জরুরি।'

হায়দরাবাদে বৃষ্টি হচ্ছে। ম্যাচের দিনও পূর্বাভাস রয়েছে। কিন্তু ব্রুঁজো কোনও অজুহাত দিতে রাজি নন, 'কোনও অজুহাত খাড়া করতে চাই না। যে কোনও পরিবেশে সঙ্গে আমরা মানিয়ে নিতে পারি। যাই হোক না কেন, সেটাকেই কাজে লাগিয়ে জিততে হবে।' সমস্যা একটাই, ম্যাচ বিকেল পাঁচটায়। বৃষ্টি না হলে সেসময় যথেষ্ট গরম থাকবে। প্রতিপক্ষকে খাটো করতে নারাজ লাল-হলুদ কোচ, 'মরশুমের এই সময়টা খুবই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ। তাই কোনও দলকেই ছোট করে দেখছি না। আমাদের হয়তো অনেকেই এই ম্যাচে ফেভারিট বলে মনে করছেন। কারণ আমাদের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স ভালো। তুলনায় ওদের খারাপ। কিন্তু ফুটবলে অঘটন ঘটে। তাই ওদের কম শক্তিশালী মনে করে মাঠে নামলে বোকা বনতে হতে পারে। ওদের গুরুত্ব দিয়েই জিতে বছর শেষ করতে চাই।' হায়দরাবাদের মাঠ নিয়ে অনেকেই অভিযোগ করলেও ব্রুজোঁ বিষয়টিকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ।

আইএসএলে আজ

হায়দরাবাদ এফসি বনাম ইস্টবেঙ্গল এফসি

সময় : বিকাল ৫টা,
স্থান : হায়দরাবাদ
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমায়

হায়দরাবাদ এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

পারফরমেন্স যতই ভালো হোক না কেন, দলে এখনও সমস্যার পাহাড়। সাউল ক্রেসপো, মাদিহ তালাল, মহম্মদ রাকিপদের চোট। এই ম্যাচে কার্ড সমস্যায় নেই হেক্টর ইউস্তেও। যার অর্থ ব্রুজোঁর হাতে মাত্র তিন বিদেশি- হিজাজি মাহের, ক্লেইটন সিলভা ও দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস। তবে বিদেশিদের বদলে ভারতীয়রা যেমন বাড়তি দায়িত্ব নিচ্ছেন তেমনি ক্লেইটন সিলভার ফর্মে ফেরাও স্বস্তি দিচ্ছে লাল-হলুদ কোচকে। যা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, 'ভারতীয় তরুণ ফুটবলাররাই এখন ভরসা। বিদেশিদের পরিবর্তে ওরা ভালো খেলছে এবং ক্রমশ উন্নতি করছে। ক্লেইটনও ছন্দ ফিরে পাচ্ছে। শারীরিক সমস্যার জন্য ও প্রাক-মরশুম প্রস্তুতিতে পুরোটা থাকতে পারেনি বলেই সমস্যা হচ্ছিল। এখন ওই দলকে পরিচালনা করছে। তবে আমার হাতে পরিবর্ত কম বলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানোর সুযোগ তেমন নেই।' যা পরিস্থিতি তাতে ডিফেন্সে রাকিপের পরিবর্তে নীশু কুমার নাকি প্রভাত লাকড়া, এটাই একমাত্র প্রশ্ন। বাকি দল হয়তো একই থাকবে।

অন্যদিকে, সদ্যই অপসারিত হয়েছেন হায়দরাবাদের খারাপ সময়ের সঙ্গী থংবোই সিংটো। মধ্যবর্তী কোচ শামিল চেম্বাকাথ বলেছেন, 'জানি আমাদের মানসিকতা ঠিক জায়গায় নেই। তবে ঘরের মাঠে ম্যাচ বলেই তিন পয়েন্ট নিয়ে ফেরাটা জরুরি।' শেষপর্যন্ত হায়দরাবাদ জয় পায় কিনা, নাকি টানা তিন ম্যাচে জয়ের স্বাদ প্রথমবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ফেরে, সেটাও এখন এই ম্যাচের অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে।

ডার্বি ঘিরে অনিশ্চয়তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : আশঙ্কার চোরাস্রোত ছিলই। গঙ্গাসাগর মেলার জন্য বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে আগেই মোহনবাগানকে জানানো হয়েছিল, আইএসএলের ডার্বির দিন পুলিশ দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু মোহনবাগান এই ব্যাপারে উদ্যোগী না হওয়ায় শুক্রবার বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে সরাসরি এফএসডিএল-কে চিঠি লিখে জানিয়ে দেওয়া হল যে, ১১ জানুয়ারি ফিরতি ডার্বিতে তারা পুলিশ দিতে পারবে না। আইএসএল কর্তৃপক্ষও এই ধরনের চিঠি প্রাপ্তির কথা বেসরকারিভাবে স্বীকার করেছে। ফলে ডার্বি পিছোবে নাকি স্থান পরিবর্তন হবে বা ১১ জানুয়ারি কলকাতাতেই অন্য কোনওভাবে এই ম্যাচ করা হবে, তা নিয়ে সরকারিভাবে এখনও কিছু জানানো হয়নি।

এক পয়েন্টেই স্বস্তি ফিরল মহমেডানে

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব - ০
ওডিশা এফসি - ০

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : ম্যাচ শেষ হতেই যেন হাফ ছেড়ে বাঁচলেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। এক পয়েন্ট এলেও মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের যে রোগমুক্তি হল তা বলাই চলে।

আইএসএলে হারের ডাবল হ্যাটট্রিকের লজ্জার মুখে পড়তে হল না সাদা-কালোকে। ওডিশা এফসি-র সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করল মহমেডান। এদিন গোটা ম্যাচ যেভাবে দাপটের সঙ্গে তারা খেলল তাতে অনায়াসে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়তে পারত। আর এর কারিগর নিঃসন্দেহে অ্যালেক্সিস গোমেজ। তিনিই মাঝমাঠ থেকে খেলালেন গোটা দলটাকে। চেরনিশভের দল প্রতি ম্যাচেই প্রথমার্ধটা ভালো খেলে। এদিনও তার ব্যতিক্রম নয়। বলের নিয়ন্ত্রণ থেকে আক্রমণ, সব দিকেই এগিয়ে ছিল আন্দ্রেই চেরনিশভের দল। সেই সুবাদে ১৪ মিনিটে গোমেজের শট রুখে দেন ওডিশা গোলরক্ষক অমরিন্দার সিং। ৩৪ মিনিটে আরও একবার মিরজালোল কাশিমভের থ্রু ধরে বক্সে ঢুকে পড়েন কার্লোস ফ্রাঙ্কা। তবে তাঁকে সহজেই আঠকে দেন মৌরতাদা ফল। এর বাইরেও প্রথমার্ধে বিচ্ছিন্ন কিছু আক্রমণ করলেও কাজের কাজটা করতে পারেননি লালরেমসাঙ্গা, ফ্রাঙ্কারা। চল্লিশ মিনিটের মাথায় বাধ্য হয়েই প্রথম পরিবর্তনটি করতে হয় চেরনিশভকে। মিনিট দুয়েক আগেই কার্লোস দেলগাডোর সঙ্গে সংঘর্ষে মাথায় আঘাত পান ফ্রাঙ্কা। বেশিক্ষণ মাঠে থাকতে পারেননি। প্রথমার্ধের শেষে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

তুলনায় প্রথমার্ধে পরিকল্পিত আক্রমণ থেকে সেভাবে গোলের কোনও সুযোগই তৈরি করতে পারেনি ওডিশা। আসলে প্রতিপক্ষকে বলের দখল নেওয়ার সুযোগই দিচ্ছিল না মহমেডান। একইসঙ্গে আহমেদ জাহৌ না থাকায় ওডিশার মাঝমাঠে খেলাও তৈরি হচ্ছিল না। বৌমৌস শুরু থেকে খেললেও তাঁকে সেভাবে চোখেই পড়ল না। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই ছবিটা বদলাতে মরিয়া হয়ে ওঠে পড়শি রাজ্যের দলটি। মহমেডান রক্ষণে চাপ বাড়াতে থাকেন দিয়েগো মৌরিসিওরা। যদিও তা কার্যকর হয়নি।

গোলের থেকেও ক্লিনশিটে বেশি খুশি হন আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : দুই গোল করে তিনিই মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের সান্তাক্লজ। দিল্লি থেকে তিন পয়েন্ট এনে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান যে সবথেকে বেশি এই কথা মানছেন কোচ থেকে সতীর্থরা সকলেই।

আইএসএলে চার গোল হয়ে গেল আলবার্তো রডরিগেজের। জীবনে প্রথমবার এত গোল করলেন। তবু খুশি নন আলবার্তো। ডিফেন্ডার হিসাবে ক্লিনশিট রাখা যে বেশি জরুরি সেই কথা নিজেই স্বীকার করে নিতে দ্বিধা করছেন না এই স্প্যানিশ ডিফেন্ডার। তিনি ম্যাচের পর সেকথা পরিষ্কার বলেই দেন, 'গোল পেতে ভালো লাগে। এর জন্য পরিশ্রমও করি। আমার কেরিয়ারে এই প্রথম এত গোল পেলাম। তবে ক্লিনশিট রাখতে পারাটা বেশি জরুরি দলের জন্য।' দিল্লি যাওয়ার আগেই সাংবাদিক সম্মেলনে গোল করার চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছিলেন আলবার্তো। কথা রাখতে পেরে আরও বেশি খুশি তিনি। আলবার্তোর কথায়, 'পাঞ্জাব এফসি খুব ভালো শুরু করে। ফলে ম্যাচ আমাদের কাছে কঠিন হয়ে যায়। তবে আমাদের বৈশিষ্ট্যই হল, কখনও হাল ছাড়ি না। জেমিও (ম্যাকলারেন) দারুণ গোল করেছে। নিজেও গোল করে দলকে জেতাতে পেরে খুশি।' জেমির আবার দিল্লির পরিবেশ দারুণ পছন্দ হয়েছে। ম্যাকলারেন নিজে বলেছেন, 'অসাধারণ পরিবেশ ও মাঠ দিল্লিতে। এরকম একটা পরিবেশে পাঞ্জাবের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে জয় পেয়ে দারুণ লাগছে। দলের জয়ের জন্য যে কোনও গোলই খুব গুরুত্বপূর্ণ। তবে পাঞ্জাবের মতো দলকে হারানো সহজ নয় কখনোই। ওদের দুর্ভাগ্য যে একজন ফুটবলার কে লাল কার্ড দেখে বেরিয়ে যেতে হয়। আমরা সেই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নিতে পেরেছি।'

কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা খুশি দলের প্রায় সকলেই গোল করতে পারেন বলে। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, 'আলবার্তো গোল পাওয়ায় আমি খুশি। আমি বরাবরই বলে এসেছি যে স্ট্রাইকারদের কাছে গোল চাইলেও আমাদের দলের প্রত্যেকেই যেন গোল পায়। সম্ভবত আমার দলের দশজন ইতিমধ্যেই গোল পেয়েছে। ফুটবলারদের চোট-আঘাত, সাসপেনশন হয়েই থাকে। কিন্তু আমাদের দলে এসবের কোনও প্রভাব পড়ে না।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
₹১কোটির বিজয়িনী হলেন
জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা স্বাধীনতা নন্দি পাল - কে 27.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 57G 81032 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে এক কোটি টাকার বিশাল পুরস্কারের সাথে ভালো জীবনযাপনের একটি আদর্শ পথ দেখিয়েছে। স্বল্প পরিমাণ কিছু অর্থ দিয়ে আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সর্বদা ঋণী থাকবো। আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

KHOSLA ELECTRONICS

Upto ₹26,000 CASH BACK
Upto ₹40,000 EXCHANGE OFFER
0 DOWNPAYMNENT
YES
HURRY!! LAST 4 DAYS
2 EMI OFF
Upto 36 MONTHS EMI
₹888 EMI STARTS
FREE GIFT WITH EVERY PURCHASE
Upto 88% OFF
UP TO 7.5% INSTANT DISCOUNT* SBI card
*Min. Trxn.: ₹20,000; Max. Discount: ₹5,000 per card; Also valid on EMI Trxns; Validity: 17 Dec 2024 - 05 Jan 2025. T&C Apply.

COOCHBEHAR Rail Gumti Ph : 9147417300 | RAIGANJ Mohonbati Bazar Ph : 9147393600 | ALIPURDUAR Shamuktala Road Ph : 9874287232 | SILIGURI Sevoke Road, 2nd Miles Ph: 9874241685 | BALURGHAT Hili More Ph: 98742 33392 | MALDAH 15/1, Pranth Pally Ph : 98742 49132

LED TV — LG SAMSUNG SONY Panasonic Haier — Upto 50% OFF — EMI Starting ₹888 — CHRISTMAS GIFT FREE BLUETOOTH SPEAKER Worth ₹1,999

AIR CONDITIONER — Upto 50% OFF — EMI Starting ₹1,999 — CHRISTMAS GIFT FREE HAIR DRYER Worth ₹3,999

REFRIGERATOR — Upto 50% OFF — EMI Starting ₹1,999 — CHRISTMAS GIFT FREE BIRIYANI POT Worth ₹2,499

WASHING MACHINE — Upto 50% OFF — EMI Starting ₹888 — CHRISTMAS GIFT FREE morphy richards 1000 WATT IRON Worth ₹1,295

GEYSER — Upto 50% OFF — EMI ₹771 — CHRISTMAS GIFT FREE 1000 WATT IRON Worth ₹1,295

CHIMNEY — 1350 Suc-Motion Sensor + Feather Touch Control Cimney — Upto 50% OFF — EMI Starting ₹1,266 — CHRISTMAS GIFT FREE 3 BB GLASS COOKTOP Worth ₹6,990

iPhone 16 128GB ₹ 74,900* EMI 3,120
S24 8/256GB ₹ 67,999* EMI 2,834
X 200 12/256 ₹ 65,999* EMI 2,749 INSTANT CASHBACK 10% on CC
Note 14 Pro 8/128 ₹ 24,999* EMI 2,084 INSTANT CASHBACK ₹ 1,000 on CC
FREE Neck Band With Every Mobile

i5 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSD ₹ 47,900* CASHBACK ₹ 2,000 on CC

CHRISTMAS SPECIAL GET Sennheiser Headphones + HP Mouse +Pendrive worth ~~₹6,999~~ @ ₹2,500* FREE Transfer & Backup Services

i3 12th GEN 8 GB RAM 512 GB SSD ₹ 37,900* CASHBACK ₹ 1,000 on CC

ACCESSORIES — Upto 88% OFF

CUSTOMER CARE NO. 95119 43020 enquiry@khoslaelectronics.com | BUY 24X7 @ khoslaonline.com

ALL BANK DEBIT & CREDIT CARDS ACCEPTED

Scan to locate your nearest Khosla store

*Terms & Conditions apply. Pictures are mere indicative. Finance at the sole discretion of the financer. Offer is at the sole discretion of Khosla Electronics. Price includes Cashback & Exchange Amount.